NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ এত শত্রুতা কেন? লিখেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর অশ্বিনের ৭

কলকাতা ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ ৩ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৮৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 19.12.2024, Vol.18, Issue No. 188 8 Pages, Price 3.00

আম্বেদকর ‘ফ্যাশন’ মন্তব্যে সরব কংগ্রেস, তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ‘ফ্যাশন’ মন্তব্য সম্পর্কিত বিতর্ক নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেসের দাবি উড়িয়ে আম্বেদকর প্রসঙ্গে তাদেরই নিশানা করে তাঁর দাবি, আম্বেদকরকে অপমান করা কংগ্রেসের কালো অধ্যায়কে রাজ্যসভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহ ফাঁস করেছেন।

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় সংবিধান-বিতর্কে কংগ্রেসকে আক্রমণ করতে গিয়ে শাহ বলেন, ‘এখন এক ফ্যাশন হয়েছে; আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এত বার যদি ভগবানের নাম নিত তবে সাত জন্ম স্বর্গবাস হত।’ শাহের এই মন্তব্যের প্রতিবাদ জানাতে বুধবার সকালে সংসদের বাইরে কংগ্রেস সাংসদেরা আম্বেদকরের ছবি হাতে বিক্ষোভ দেখান। ‘জয় ভীম’ স্লোগান তোলেন তাঁরা, এতেই উত্তেজনা ছড়ায় সংসদ চত্বরে। সেখানে অমিত শাহের পদত্যাগের দাবিও ওঠে।

সেই প্রসঙ্গেই সমাজমাধ্যমে একের পর এক পোস্টে কংগ্রেসকে নিশানা করে মোদি বলেন, ‘যদি কংগ্রেস এবং তাদের পচে যাওয়া ব্যবস্থা মনে করে যে অসত্য কথা দিয়ে তাদের দীর্ঘ বছরের অক্ষমতা লুকোবে, তা হলে তারা ভুল করছে। বিশেষ করে আম্বেদকরকে তাদের করা অপমান ভোলার নয়। ভারতের মানুষ বারবার দেখেছে কী ভাবে একটি পরিবারতান্ত্রিক দল আম্বেদকরের উত্তরাধিকারকে মুছে ফেলার এবং তপসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়কে অপমান করতে যত ধরনের হয়, সমস্ত নোংরা কৌশলে লিপ্ত হয়েছে।’ তাঁর দাবি, কংগ্রেস এমন একটা দল, যারা আম্বেদকরকে ভারতরত্ন দেয়নি। তবে তাঁর সরকার আম্বেদকরের স্বপ্নপূরণে কী কী পদক্ষেপ করেছে তাও বলেন তিনি। মোদির অভিযোগ, আম্বেদকরকে নির্বাচনে পরাজিত করতে জওহরলাল নেহরু তাঁর বিরুদ্ধে প্ররোচনা করেছিলেন। এমনকি সংসদে সেন্ট্রাল হলে আম্বেদকরের প্রতিকৃতি বসাতে বাধা দেয় কংগ্রেস!

> কংগ্রেস কখনও জরুরি অবস্থার কালি মুছতে পারবে না। জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশকে জেলখানায় পরিণত করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধি।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

> এতেই ওদের বর্ণবিদ্বেষী, দলিত বিরোধী মানসিকতা স্পষ্ট বোঝা যায়। ২৪০ আসন পাওয়ার পরই ওরা এমন আচরণ করছে, ৪০০ আসনের স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেলে হয়তো আম্বেদকরের সব অবদান ভুলে নতুন ইতিহাস লিখে দিত।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

দিন দুয়েক আগেই লোকসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনায় কংগ্রেস এবং গান্ধি পরিবারকে একযোগে আক্রমণ করেছিলেন মোদি। সংবিধান নিয়ে নেহরুর অর্ডিন্যান্স থেকে ইন্দিরা গান্ধির জরুরি অবস্থা, মোদির বক্তৃতায় উঠে এসেছিল নানা বিষয়। মোদি বলেন, ‘কংগ্রেস কখনও জরুরি অবস্থার কালি মুছতে পারবে না। জনগণের নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। জরুরি অবস্থা জারি করে জনগণের সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিয়ে দেশকে জেলখানায় পরিণত করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধি।’ সূত্রের খবর, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরবর্তী চেয়ারপার্সন কে হবেন, তা নিয়ে আলোচনা করতে বুধবারই মোদির সঙ্গে দেখা করেন রাহুল গান্ধি এবং খাড়্গে। ওই বৈঠকে ছিলেন শাহ এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাও। এদিকে, বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে শাহের ‘ফ্যাশন’ মন্তব্যের বিরোধিতায় বুধবার সংসদের দুই কক্ষেই হট্টগোল শুরু করেন কংগ্রেস সাংসদরা। তাঁদের তরফ থেকে মুলতুবি প্রস্তাবও আনা হয়। দাবি, অবিলম্বে শাহকে তাঁর মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। হই হট্টগোলের কারণে রাজ্যসভা এবং লোকসভার অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়।

বঙ্গে বিনিয়োগে পূর্ণ সরকারি সাহায্যের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

ইনফোসিসকে সব সহযোগিতার নির্দেশ শওকতকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের হাতিশালায় উদ্বোধন হল তথ্য প্রযুক্তি সংস্থা ইনফোসিসের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের। আর ওই ক্যাম্পাসের উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, ‘দেশের মধ্যে তথ্য- প্রযুক্তির শিল্পতালুক হিসাবে গড়ে উঠেছে বাংলা। এখানে প্রচুর দক্ষ কর্মী রয়েছে। প্রতিভার ক্ষেত্রে বাংলার বিকল্প নেই।’

নিউটাউনের হাতিশালায় নতুন ক্যাম্পাসের জন্য ইনফোসিসকে ৫০ একর জমি দিয়েছে রাজ্য সরকার। ওই জমির মধ্যে ১৭ একর জুড়ে ক্যাম্পাস তৈরি করেছে নারায়ণমূর্তির সংস্থা। ধীরে ধীরে বাকি অংশেও কাজ শুরু হবে বলে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে। এদিন ইনফোসিসের নয়া ক্যাম্পাস উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘শুধু ইনফোসিসের জন্য নয়, বাংলার জন্যও আজকের দিনটি ঐতিহাসিক। বাংলায় কেউ বিনিয়োগ করতে চাইলে রাজ্য সরকার তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত। ১৩ বছরে বাংলায় কোনও কর্মদিবস নষ্ট হয়নি। সিলিকন ভ্যালিতে ২৭ হাজার কোটি বিনিয়োগ করা হয়েছে। বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি দেউচা পাঁচামিতে বিদ্যুতের কোনও সমস্যা হবে না।’

আগামী ফেব্রুয়ারিতে বসছে অষ্টম বিশ্ব বঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন। ওই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য দেশের শিল্প সংস্থার কর্ণধার ও প্রতিনিধিদেরও অনুরোধ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ‘যখন আমরা ক্ষমতায় আসি তখন কিছু ছিল না। এখন একাধিক বিশ্বমানের আইটি সংস্থা এখানে রয়েছে। আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল ইনফোসিস এখানে আসুক। প্রতিভার দিক থেকে আমরা ভারতে ১ নম্বর।’ কলকাতায় সেমি কন্ডাকটার কারখানা গড়ার যে প্রস্তাব এসেছে তাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী। ইনফোসিসের মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাকে ব্যবসা করার জন্য যাতে কোনও সমস্যার মুখে পড়তে না হয় তার জন্য এদিন মঞ্চ থেকেই তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘এদের সবসময় সবরকম ভাবে সাহায্য করতে হবে, এটা যেন দেখা হয়।’

সিবিআই হাজতে কালীঘাটের কাকু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইডির মামলায় জামিন পাওয়ার পরও এবার সিবিআইয়ের জালে কালীঘাটের কাকু। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কালীঘাটের কাকুকে নিজেদের হেপাজতে নিল সিবিআই। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ সিবিআইয়ের একটি টিম প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে গিয়ে রাতেই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জোকার ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পর রাত ২.২৬ মিনিট নাগাদ তাঁকে নিয়ে আসা হয় নিজাম প্যালেসে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। প্রসঙ্গত, ইডির দায়ের করা মামলায় জামিন পাওয়ার দু’সপ্তাহের মধ্যেই, প্রাথমিক দুর্নীতি মামলায় এবার সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র। মঙ্গলবার প্রেসিডেন্সি জেল থেকেই শোন অ্যারেস্ট দেখায় কেন্দ্রীয় এজেন্সি। হেপাজতে চেয়ে ব্যাঙ্কশাল আদালতে আবেদন করে সিবিআই। সুজয়কৃষ্ণকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে ভার্চুয়ালি পেশ করা হলে, তাঁকে ৪ দিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। সেইসঙ্গে কাকুকে প্রেসিডেন্সি জেলের হাসপাতাল থেকে কেন্দ্রীয় সরকারি কোনও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেয় আদালত। প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় গত বছরের ৩০ মে ইডির হাতে গ্রেপ্তার হন কালীঘাটের কাকু সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

এরপর দুয়ের পাতায়

যোগীকে খুনের হুমকি, মালদার যুবক গ্রেপ্তার

এলাহাবাদ, ১৮ ডিসেম্বর: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে মালদার এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে ছুরি, পিস্তল এবং বেশ কিছু আপত্তিকর ছবিও উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ।

ধৃতের নাম শেখ আতাউল। এলাকায় সে খিচ্চু গণী বলে নামে পরিচিত। সে মালদহ থানার রতুয়ার সাহাপুর এলাকার বাসিন্দা। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর ধরে দিল্লিতে রিকশা চালকের কাজ করে আতাউল। বেশ কিছুদিন আগে আতাউলের একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। অভিযোগ, ভিনরাজ্যে থাকাকালীন একটি ইউটিউব চ্যানেলে সে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের হুমকি দিয়ে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘বিসমিল্লা বলে যোগীর কুরবানি দিয়ে দেব।’ যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা।

সাংবিধানিক পদে বসে রয়েছেন এমন এক নেতাকে খুনের হুমকি দেন। ভিডিওটিতে তিনি এমন অনেক কথাই বলেছেন যার ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। বাংলাদেশ ইস্যু থেকে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু বিষয় নিয়ে আপত্তিকর কথাবার্তা বলেছেন, যা থেকে সমাজে হিংসা ছড়াতে পারে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভিডিওটি প্রচুর মানুষ দেখেছেন। শেয়ারও হয়েছে। পুলিশের দাবি, ওই ভিডিয়োয় অভিযুক্ত যে কথাবার্তা বলেছেন তা আপত্তিকর। এতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মঙ্গলবার তাঁকে দিল্লির শাহিনবাগ এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে নয়ডা সেক্টর ৩৯ থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ওই থানাতেই। আতাউলকে গ্রেপ্তার করার সময় তাঁর কাছ থেকে একটি পিস্তল, একটি ছুরি এবং আপত্তিকর কিছু ছবি পাওয়া গিয়েছে।

২৪০ আসনেই আম্বেদকরকে অসম্মান, ৪০০ পেলে নয়া ইতিহাস লিখত: মমতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাবাসাহেব আম্বেদকরকে জড়িয়ে অমিত শাহের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে সুর চড়িয়েছেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপিকে বিঁধে বলেন, ‘ওদের মুখোশ খুলে গেল। ২৪০ আসন পেয়েই এভাবে আম্বেদকরকে অসম্মান করছে। ৪০০ আসন পেলে হয়তো বাবাসাহেবের সব অবদান ভুলে নতুন ইতিহাস লিখত।’

এক দেশ এক ভোট নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার অমিত শাহ সংসদে একটি বেফাঁস মন্তব্য করেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গলবার সংসদে বলেন, ‘এখন এক ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে- আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর, আম্বেদকর। এতবার যদি ভগবানের নাম নিত তবে সাত জন্ম সার্থক হয়ে যেত।’ শাহ বলেন, ‘১০০ বার ওর (বিআর আম্বেদকর) নাম নিন, কিন্তু ওঁকে নিয়ে আপনাদের কী আবেগ ছিল? তপসিলি জাতি বা তপসিলি উপজাতিদের প্রতি সরকারের আচরণ নিয়ে খুশি ছিলেন না আম্বেদকর।’ শাহের ‘ফ্যাশন’ মন্তব্যে ক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ বিরোধীদের দাবি, শাহ যে ভাবে ওই কথাগুলি বলেছেন, তাতে আম্বেদকরের চূড়ান্ত অবমাননা করা হয়েছে।

খোদ তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, ‘সংসদে যখন সংবিধানের ৭৫ বছর উদযাপন হচ্ছে তখন অমিত শাহ অপমানকজনক মন্তব্য করে আম্বেদকরের ভাবমূর্তি নষ্টের পথ বেছে নিলেন। সেটাও গণতন্ত্রের মন্দির সংসদে দাঁড়িয়ে।’

বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ‘এতেই ওদের বর্ণবিদ্বেষী, দলিত বিরোধী মানসিকতা স্পষ্ট বোঝা যায়। ২৪০ আসন পাওয়ার পরই ওরা এমন আচরণ করছে, ৪০০ আসনের স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেলে হয়তো আম্বেদকরের সব অবদান ভুলে নতুন ইতিহাস লিখে দিত।’

এখানেই না থেমে মমতা আরও লেখেন, ‘লক্ষ লক্ষ মানুষ আম্বেদকররে আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। অমিত শাহের এই মন্তব্য তাঁদের সকলের জন্য অপমানজনক। কিন্তু, যে দলের ভিতরে ঘৃণা, ধর্মান্ধতার চাষ তাঁদের কাছে এর থেকে বেশি আর কী আশা করা যায়? আম্বেদকর সংবিধানের জনক। শাহের আপত্তিকর মন্তব্যটি কেবল তাঁর ওপরই নয় বরং সংবিধানের খসড়া কমিটির সকল সদস্যের ওপর একটি আক্রমণের সামিল।’

এদিন সকাল থেকেই সংসদে আম্বেদকর নিয়ে শাহের মন্তব্যে সংসদের ভিতর ও বাইরে বিরোধীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন।

তৃণমূল সাংসদরাও শাহের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে ওয়াকআউট করেছেন। সূত্রের খবর, শাহের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস দিতে চলেছেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন।

‘এক দেশ এক ভোট’ বিল সংক্রান্ত কমিটিতে প্রিয়ঙ্কা, ৩ কংগ্রেস সাংসদ

অনুপস্থিতি নিয়ে বিজেপি সাংসদদের নোটিস

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: ‘এক দেশ এক ভোট’ বিলের খসড়ার পরিমার্জনের জন্য গঠিত সংসদের যৌথ কমিটির সদস্য হলেন কংগ্রেসের প্রিয়ঙ্কা গান্ধি বঢরা। কেরলের ওয়েনাড়ের সাংসদের পাশাপাশি কংগ্রেসের লোকসভা সাংসদ মণীশ তিওয়ারি ও সুখদেও ভগত এবং রাজ্যসভার সাংসদ রণদীপ সিংহ সুরজেওয়ালা ওই কমিটির সদস্য হয়েছেন বলে সংসদের সচিবালয়ের একটি সূত্র জানিয়েছে।

বিরোধীদের আপত্তি সত্ত্বেও, মঙ্গলবার লোকসভায় ‘এক দেশ এক ভোট’ সংক্রান্ত বিল পেশ করে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুনরাম মেঘওয়াল এই সংক্রান্ত ১২৯তম সংবিধান সংশোধনী বিল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আইন বিল সংসদের নিম্নকক্ষে পেশ করেন। এরপরে কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি-সহ বিভিন্ন বিরোধী দল জোড়া বিল নিয়ে ডিভিশনের দাবি তোলে। সেই দাবি মেনে নেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। ১২৯তম সংবিধান সংশোধনী বিলে ৮৩, ১৭২ এবং ৩২৭ নম্বর ধারা বদলের প্রস্তাব থাকায় সংসদীয় বিধি মেনে কোনও বিল নিয়ে বিতর্কের আগে ভোটাভুটি করতে হয়।

ভোটাভুটিতে বিলের পক্ষে সরকার পক্ষের ২৬৯ জন সাংসদ ভোট দেন। বিপক্ষে ১৯৮ জন। ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল পেশের জন্য প্রথমে ‘ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম’ এবং পরে ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাভুটি হয়। এই প্রথম নতুন সংসদ ভবনে ‘ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম’ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ‘এক দেশ এক ভোট’ বিলের খসড়া নিয়ে সংসদের যৌথ কমিটিতে আলোচনা চান বলে মঙ্গলবার জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ করাতে হলে লোকসভা এবং রাজ্যসভায় দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন।

এরপর দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৫/১১/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৮ নং এফিডেভিট বলে আমি Dinabandhu Khan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Prafulla Chandra Khan & P. Khan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৬৯৯২ নং এফিডেভিট বলে Asim Chowdhury S/o. Amal Kumar Choudhury ও Ashim Choudhury S/o. A. K. Choudhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৭/১২/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে Sanjoy Samanta S/o. Kartick Samanta ও Sanjay Samanta S/o. K. Samanta, Kartik Samanta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৮/১২/২৪ নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী কোর্টে ৮৭৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Shivam Kumar Shaw (old name) S/o. Ranjit Shaw R/o. Chak Bansberia Mandirtala, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Shivam Kumar Show (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Shivam Kumar Shaw & Shivam Kumar Show S/o. Ranjit Shaw উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি, রীতু রায়, পিতা- ওম প্রকাশ রায়, ৫৬/১, পি.কে বিশ্বাস রোড, টিটাগড়, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা, বিগত ইংরাজী ১৪.০২.২০২২ তারিখে। বারাসাতে নোটারি অ্যাফিডেভিট নং ৬৯৩৩/২০২২ বলে ধর্মান্তরিত হইয়া আফিয়া সুলতানা নামে পরিচিত হলাম। রীতু রায় ও আফিয়া সুলতানা আইনের দৃষ্টিতে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি সঞ্জীব ঘোষ পিতা-ˇ গৌর ঘোষ (ভোটার ID-11/075 585776) আমার জমির দলিলে No-I-4831 আমার নাম সঞ্জিত কুমার ঘোষ আছে। ১০/০৯/১৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে সঞ্জিত কুমার ঘোষ ও সঞ্জীব ঘোষ উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম সঞ্জীব ঘোষ।

নাম-পদবী

আমার কন্যা চাঁদনী মল্লিক এর জন্ম সার্টিফিকেটে আমাল নাম রেহানা বিবি আছে। ১০/০৭/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে চারু খাতুন মল্লিক চারুবিবি মল্লিক ও রেহানা বিবি সকলে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম চারু খাতুন মল্লিক।

নাম পরিবর্তন

আমি **Anindya Chattopadhyay**, S/O Late Asok Chattopadhyay, সাং বি-৭/৮৪, কল্যানী, পোঃ ও থানা- কল্যানী, জেলা- নদীয়া, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নং WB-23 19890069408 আমার ও পিতার নাম Anandya Chottopadhya, S/O. A. K. Chattopadhyay ও জন্ম তারিখ ২৬.০৪.১৯৬৪ এর স্থলে ০১.০১.১৯৬৯ হইয়াছে। ১৩.১২.২০২৪ তারিখের কল্যানী A.C.J.M-II (1st Class) আদালতের এফিডেভিট বলে **Anindya Chattopadhyay, S/O. Late Asok Chattopadhyay**, এবং **Anandya Chottopadhya, S/O. A.K. Chattopadhyay** একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি এবং আমার সঠিক জন্ম তারিখ ২৬.০৪.১৯৬৪.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৯শে ডিসেম্বর। ৩রা পৌষ। বৃহস্পতিবার, চতুর্থী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রর ও বিংশোত্তরী বুধের র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ । ব্যবসা-বাণিজ্যের শুভ। বাণিজ্যে নতুনভাবে লগ্নি করা যাবে। আজ পুরাতন বন্ধু এবং বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন। সমাজে সম্মান প্রাপ্তির দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহযোগিতা লাভ। যে নথিটি হারিয়ে গিয়েছিল আজ তা পাওয়া যাবে। পুলিশ এবং প্রশাসনিক কর্মে যারা আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা কাজ করেন তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

বৃষ রাশি : আজ সতর্ক থাকতে হবে শত্রুপক্ষের থেকে। আজ ব্যবসায়িক চুক্তি বড় কাজ না করাই ভালো। যারা জমি বাড়ির ব্যবসা করেন, তাদের সতর্ক থাকতে হবে। স্কুল বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির, সতর্ক থাকা ভালো। দুর ভ্রমণ না যাওয়াই ভালো। পরিবারের সকালবেলা অশান্তির বাতাবরণ।

মিথুন রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয় সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা, নিজর সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। শুভ হবে। আজ হালকা হলুদ- হালকা ঘিয়ে কালার, বা সবুজ রঙের বস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো।

কর্কট রাশি : আজ টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে ছিল আজ তা পাওয়ার কথা। বেতনভুক কর্মচারীদের জন্য শুভ দিন যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করেন তাদেরও শুভ দিন। বিশেষত যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন তাদের আর্থিক লাভ বা আর্থিক স্থিতি অতীব শুভ হবে। সন্তানের বিদ্যালয় কোন সমস্যা ছিল আজ তা মিটে যাওয়ার কথা। বাড়িতে নতুন কোন ইলেকট্রনিক জিনিস আসতে পারে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : আজ ব্যবসায় নতুন লগ্নি না করা ভালো। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা যারা করেন তাদের শুভ যোগাযোগ আসবে আজ সন্ধ্যার পর। বস্ত্রের ব্যবসা যারা করেন তাদের লগ্নি না করা ভালো। অতীব শুভ বিদ্যার্থীদের জন্য। বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় গবেষণারত তাদেরও শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল সহ ভগবান গনেশজীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শরীর বিষয় কষ্ট প্রাপ্তি। পুরাতন ব্যাধি পীড়া কষ্ট দেবে। ব্যবসা-বাণিজ্য একপ্রকার। নতুন কোনো ভেইকেলস যানবাহন না কেন ভালো। কোন যানবাহন সংক্রান্ত কোনো সমস্যা তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর চরণ ১০৮ তুলসী পত্র প্রদান করুন সর্ব বিপদ নাস হবে।

তুলা রাশি : আজ আজ শুভ দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহবাস্তু ইত্যাদি সম্পর্কিত বাণিজ্য যারা করেন ব্রকারী যারা করেন তাদের জন্য শুভ দিন। যানবাহন কেনা এবং যানবাহন সহ ভ্রমণ শুভ। সাংবাদিকতার মধ্যে যারা আছেন তারাও আজ সম্মান পাবেন। কর্তৃপক্ষ আজ সম্মান প্রদান করবে, বিদ্যালয় যে সমস্যা ছিল তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহামায়া মহা শক্তি মহাকালী চরণে রক্তিম পুষ্পদ্বারা আরতী করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়ে শুভ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দিন। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শুভ। ছোট ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা আজ বাস্তবায়িত হবে। যারা বিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম করেন তাদের জন্য শুভ দিন বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি নারিকেল শ্রী শ্রী মা চণ্ডী নামে প্রদান করুন।

ধনু রাশি : আজ অত্যন্ত শুভ সময়। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি। বাড়ি গৃহ বাস্তু বিষয়ে শুভ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনের শ্বশুরবাড়ির সম্মান প্রদান। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ হতে পারে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন শুভ হবে।

মকর রাশি : আজকের দিনটি সতর্ক থাকতে হবে। গুপ্ত শত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা সমালোচিত হওয়া যাবে। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন তাদের অর্ধ প্রাপ্তি তে সমস্যা হবে। নৈরাশ্য সহ হতাশা বৃদ্ধি হবে। বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা অ-সহযোগিতার দিন। মনোবল বৃদ্ধি করুন। বাবা বিশ্বনাথের চরণে বিল্ল্ পত্র প্রদান করুন ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভদিন আজ পুরাতন বান্ধবী এবং স্বজন দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত শুভ। যারা মেশিনারি এবং কেমিক্যাল রিসার্চ করেন তাদের জন্য শুভ। টাকা পয়সা যদি আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জালুন এবং পঞ্চ দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ দিন পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পুরাতন সম্পত্তি নিয়ে যে বিবাদ চলছিল বিশেষত পরিবারের যে কনিষ্ঠ সদস্য বাধা দিচ্ছিল আজ সেখান থেকে সমস্যা মুক্তির দিন। টাকা পয়সা যদি কিছু আটকে থাকে আজ তা পাওয়ার দিন। শুভগ্রহ যোগ বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান মহাদেবের উদ্দেশ্যে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয় ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে।

[illegible]
Sd/- Md Anowarul Haque
Advocate
[illegible]

NOTICE

My client **Sri GOBINDA CHANDRA DAS**, son of Late Prafulla Chandra Das residing at Flat No. 1A, 1st Floor, Block-A, Nirmal Enclave Apartment, 86-S, Tollygunge Road, P.O.- Charumarket, P.S.- Charumarket, Kolkata-700033, West Bengal purchased ALL THAT piece and percel of residential apartment in or a portion of the building Unit No. 1A, on the 1st Floor along with one open demarcated Car Parking space on the Ground Floor, laying ad situated at Municipal Premises No. 86A, Tollygunge Road, Police Station-Charu Market, Kolkata-700033, within the limits of Kolkata Municipal Corporation, in the District of South 24 Parganas in the joint name of himself i.e. Sri GOBINDA CHANDRA DAS, along with his wife namely SMT. SROTASWINI DAS, by way of registered Deed of Conveyance.

That 2 (Two) Nos. of original Deed of Conveyance, being **(i) Deed No. 1886 date 07.10.2002,** registered in the office of the D.S.R.-I at Alipore, South 24 Parganas and recorded in Book No.I, Volume No. 52, Pages from 421 to 446, being No. 1886 for the year 2002 and **(ii) Deed No. 10679 dated 06.08.2007,** registered in the office of the A.R.A.-I at Kolkata and recorded in Book No. I, being No. 10679 for the year 2007, which relates to Chain/Previous Deed has lost or misplaced from his custody.

My client lodged G.D.E., vide No. 504, dated 09.07.2024 to the local Police Station at Gariahat, Any person having any claim on this property may lodge it before the undersigned within 15 (Fifteen) days from the date of this Notice, failing which the said Bank will accept the said property for creating equitable mortgage and any claim in this regard shall not be entertained in future either by the said Bank or by my client.

Akash Kumar Roy
Advocate
Enrolment No. : F/332/2008
Alipore Police Court,
Kolkata-700027.
Mobile No. 9830058277

বিজ্ঞপ্তি

[illegible] ... Succession Certificate ... [illegible]

বিজ্ঞপ্তি

দলিল হারিয়ে গিয়েছে

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **আব্দুল মহসীন মল্লিক(ক্রেতা)**, পিতা মৃত সহিদ মল্লিক সাকিম বীরেন্দ্রনগর, উত্তরপারা, পোঃ কাশ্বাড়া, থানা পোলবা, জেলা হুগলী, পঃবঃ মহাশয়ের নামীয় এ.ডি.এস.আর হুগলী অফিসে 24/11/1999 তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত 500/1999 নম্বরের অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিলটি যাহার তপশীল মৌজা কাশ্বাড়া, জে.এল. নং ৬২, দাগ নং ৮৬, ১৯৬৩ নং খতিয়ান ভুক্ত, শ্রেণী বাস্তু জমি, ৫ শতক, যাহা 16/11/2024 তারিখে হারিয়ে গেছে। উক্ত বিষয়ে হুগলী জেলার পোলবা থানায় একটি জেনারেল ডায়রী **(যাহার নং GDE No. 1354, dated 18/11/2024)** লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উক্ত বিষয় সকলের অবগতির জন্য “একদিন” সংবাদ পত্রে 07/12/2024 তারিখে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে আমার মক্কেল **আব্দুল মহসীন মল্লিক**, পিতা মৃত সহিদ মল্লিক উক্ত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। এক্ষণে প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে বা উক্ত অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিল সম্বন্ধে কাহারও কোন অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়া থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত ভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, উক্তপর কাহারও কোন অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়া সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

SOVAN ADAK (Advocate)
Reg. No.- F/1938/1421/2021
District Judge's court,
Chinsurah, Hooghly.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

দলিল হারিয়ে গিয়েছে

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **জয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত(ক্রেতা)**, পিতা মুকুন্দলাল সেনগুপ্ত সাকিম বৈদ্যগলি, কদমতলা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, পঃবঃ মহাশয়ের নামীয় ডি.এস.আর, সদর হুগলী অফিসে 13/08/1943 তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত 3390/1943 নম্বরের অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিলটি যাহার তপশীল থানা চুঁচুড়া, হুগলী-চুঁচুড়া পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ১১ এর অন্তর্গত, মৌজা হুগলী, জে.এল. নং ১৯, দাগ নং ১৪৮/৭১১, ৮৯৩ নং খতিয়ান ভুক্ত, শ্রেণী বাস্তু জমি, ০.১৪৫ একর, যাহা ২৯/১০/২০২৪ তারিখে হারিয়ে গেছে। উক্ত বিষয়ে হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানায় একটি জেনারেল ডায়রী **(যাহার নং GDE No. 929, dated 14/12/2024)** লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। বর্তমানে আমার মক্কেলগণ **সুলেখা সেন** স্বামী ৺রামপ্রসাদ সেন পিতা ৺জয়কৃষ্ণ সেনগুপ্ত দীগর উক্ত সম্পত্তির মালিক হইতেছেন। এক্ষণে প্রকাশ থাকে যে, কোন ব্যক্তি, ব্যাঙ্ক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উক্ত সম্পত্তি বিষয়ে বা উক্ত অরিজিনাল বিক্রয় কোবালা দলিল সম্বন্ধে কাহারও কোন অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়া থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট লিখিত ভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, উক্তপর কাহারও কোন অভাব-অভিযোগ, দাবী-দাওয়া সর্ব আদালতে নামঞ্জুর হইবে।

সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমি শঙ্করী ওরাং, স্বামী- শ্রী শ্যামপদ ওরাং, সাং-কন্দখোলা, মাঠপাড়া, পোঃ-কন্দখোলা, থানা- শান্তিপুর, জেলা- নদীয়া, আমার নদীয়া জেলার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ৪৩ নং কন্দখোলা মৌজায় দাগ নং আর.এস. ও এল.আর. ৩৭৫, শ্রেণী আমন, পরিমাণ ২০ শতক জমি আমার চিকিৎসার জন্য সত্বর বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক। যদি কোন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ উক্ত জমিটি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহলে আমার উপরোক্ত ঠিকানায় বা ৮৯৭২৭০৭৪৭৬ নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। এই মর্মে গত ০৩.১২.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলাম, কিন্তু আদিবাসী সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাহা কিনিতে আসেন নাই। তাই পুনরায় এই বিজ্ঞপ্তি দিতেছি, যাহাতে আদিবাসী ছাড়াও অন্য যে কারও কাছে জমিটি বিক্রয় করিতেপারি।

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী তারা দেবী, স্বামী- শ্রী ভীম চৌধুরী, সাং- ৮ নং জোধন সিং রোড, পোষ্ট ও থানা- রিষড়া, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২৪৮, বর্তমানে পরচা মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার দলিল নম্বর ৫২৪/২০২৪, মৌজা চাতরা, জে এল নং ১০, যাহার আর. এস. দাগ ১৫৬৪, ১৫৬৩, এল. আর. দাগ ১৮৮৩ ও ১৮৮৪, পরিমান ০১ কাঠা ০০ ছাটাক ০০ বর্গফুট, দলিলের বিক্রেতাগনের পক্ষে দুটি আমমোক্তার যাহা ৫৬৮২/২০২৩ শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সুধীর রায় পিতা ঈশ্বর মন্টু রায় ও ৫৩৪৯/২০২২ নম্বর শ্রীরামপুরে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সৌরেন ব্যানার্জ্জী পিতা- রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী সকলের সাং- চাতরা, শ্রীরামপুর হুগলী দরখাস্তকারীকে রেজিস্ট্রী করিয়াছে, যাহা বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে, মেমো নং ১০০০/১(৬), ১৫/২০২৪ অনুযায়ী।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Court
Enrl. No.- F-1643/1636/1999

নোটিশ

আমার মক্কেল প্রসন্ন বদন মজুমদার, পিতা জয়দেব মজুমদার এবং স্ত্রী শিল্পী কুমারীর নামে মূল চেইন দলিল নং ১-৪৯২-২০২২ সালে হারিয়ে ফেলেছেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রূপ নারায়ণপুর আই সি সমীপে জেনারেল ডায়েরি জি ডি ই নং ১১২ তারিখ ০৩-১২-২০২৪ দায়ের করেছেন। সম্পত্তি কোনও ব্যাঙ্ক বা কোনও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বন্ধক দেওয়া নেই। কোনও ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে আমার মক্কেলের মোবাইল নম্বরে ৭৭৩৯৬০৭১৪১ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

চিরঞ্জিৎ গোস্বামী
অ্যাডভোকেট, আসানসোল কোর্ট

District Consumer Disputes Redressal Commission.Unit- II, 8 B, Nelie Sengupta Sarani,7 th floor,Kolkata- 700087
LEGAL NOTICE

Whearas one Nagendra Nath Mondal, residing at 13B,Dhanadevi, Khanna Road, Cahnditala near phoolbagan, P.S. Phoolbagan, Kolkata-700054 has filed consumer complaint being NO. CC/94/2024 under section 35 C P Act,2019 beforethe DCDRC, Kolkata-Unit-II against the O.P. NO-2,The Branch Manager, Alchemist Holdings Limited,204- Park Street, Kolkata- 700016. The said opposite party is hereby directed to appear in person or by any authorised agent on 19/02/2025 at 10.30 a.m and to show cause against the charge leveled, failing which the matter will be heard exparte and appropriate order be passed
by the order of
Sukla Sengupta President
D.C.D.R.C. Kolkata Unit II Judicial Magistrate First Class (U/s 71 of the C.P. Act 2019)

নোটিশ

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী অঞ্জু মালা দেবী, স্বামী- অকিল কুমার, সাং- ৩৭, বঙ্গলক্ষী কটন মিলস, পোষ্ট- মাহেশ, থানা- শ্রীরামপুর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২০২, বর্তমানে পরচা মিউটেশনের জন্য দরখাস্ত করিয়াছেন যাহার দলিল নম্বর ৫২৫/২০২৪, মৌজা চাতরা, জে এল নং ১০, যাহার আর. এস. দাগ ১৫৬৪, ১৫৬৩, এল. আর. দাগ ১৮৮৩ ও ১৮৮৪, পরিমান ০১ কাঠা ০০ ছাটাক ০০ বর্গফুট, দলিলের বিক্রেতাগনের পক্ষে দুটি আমমোক্তার যাহা ৫৬৮২/২০২৩ শ্রীরামপুর সাব রেজিস্ট্রী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সুধীর রায় পিতা-ঈশ্বর মন্টু রায় ও ৫৩৪৯/২০২২ নম্বর শ্রীরামপুরে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমমোক্তার মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে শ্রী সৌরেন ব্যানার্জ্জী পিতা- রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী সকলের সাং চাতরা, শ্রীরামপুর হুগলী দরখাস্তকারীকে রেজিস্ট্রী করিয়াছে, যাহা বর্তমানে বলবৎ রহিয়াছে, মেমো নং ১০০০/১(৬)-১৫/২০২৪ অনুযায়ী।

Md. Afzal Hussain
Advocate
Serampore Court
Enrl. No.- F-1643/1636/1999

বিজ্ঞপ্তি

জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর
মোকাম হলদিয়া মাননীয় ডিস্ট্রিক্ট আদালত
জেমিস ০৬/২০২৪
(succession)

অশ্রুকনা রায় প্রামানিক দেব নস্কর দীং
... দরখাস্তকারীগন।
-বনাম-
তপতী দেব নস্কর দীং
... প্রতিপক্ষগন।

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগন তাহাদের শশুর মশাই / দাদাঠাকুর স্বর্গীয় সাধন কুমার দেব নস্কর এর গচ্ছিত State Bank of India (I.O.C Branch) Regular SB. CHQ INDIVIDUALS এ ১০৫২২০২০৮২৬ নং Acc এ মোট ৫৬, ১১৯.৬২ টাকার মধ্যে ১/৪ অংশ এবং State Bank Of India (I.O.C) PPF-GEN-PUB-IND-ALL- INR এ ১০৫২২০৫৮৮০৬ নং ACC এ মোট ২৪,৯৩,৯৮৪.৬১ টাকা মধ্যে ১/৪ অংশ অর্থাৎ মোট ৬,৩৭, ৫২৬.০৫ (ছয় লক্ষ্য সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচ শত ছাব্বিশ টাকা পাঁচ পয়সা) টাকা পাওনের দাবীতে সাকশেসান সার্টিফিকেট পাইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। উপরোক্ত মোকর্দ্দমার ব্যাপারে কাহারো কোন বক্তব্য বা আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং বা প্রতিনিধি মারফৎ লিখিত আপত্তি দাখীল করিতে হইবে, নচেৎ উক্ত নং মোকর্দ্দমা একতরফা মতে শুনানী হইবে। তাহাতে কাহারো কোন দাবী দাওয়া গ্রাহ্য হইবে না।

অনুমত্যানুসারে
শ্রী দিব্যেন্দু মন্ডল
সেরেস্তাদার
Haldia Civil Judge
(Jr.Divn.) District Delegate
Court, 12/12/24

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

২০৩৪ সালের মধ্যে সারা দেশে ‘এক দেশ এক ভোট’ চালুর সম্ভাবনা : রামনাথ কোবিন্দ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবারই সংসদে পেশ হয়েছে ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল। রাষ্ট্রপতি হিসেবে এই বিলে স্বাক্ষর করেছিলেন ডক্টর রামনাথ কোবিন্দ। এই দিনই কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বিলের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। তিনি বলেন, তারা দেশে এই চালু হলে দেশে অর্থনীতির উন্নয়ন ঘটবে। আগামী ২০২৯ বা ২০৩৪ সালেই সারা দেশে ‘এক দেশ এক ভোট’ চালু হওয়ার সম্ভাবনা আছে তে, মঙ্গলবার নিউটাউন বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত তফশিল জাতি আদিবাসী প্রাক্তন সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সস্ত্রীক দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এছাড়া হাজির ছিলেন ন্যাশনাল অ্যাডভাইসরি কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক পি বি শর্মা, আমিটি বিশ্ববিদ্যালয় গুরুগ্রাম, হরিয়ানার সহ উপাচার্য ও মেন্টর অধ্যাপক আর কে কে মিশ্র প্রমুখ। সংস্থার কর্মযজ্ঞ নিয়ে কোবিন্দ বলেন, ‘ভারতের অর্থনীতি, সংস্কৃতির মূল চালিকাশক্তি দেশের ভূমিপুত্র আদিবাসী সমাজ। পশ্চিমবাংলার এই তফশিল আদিবাসী সৈনিক কৃষি বিকাশ শিল্প কেন্দ্র গত ৩৫ বছর ধরে সমাজের এই অবহেলিত সমাজের অংশকে উন্নত স্তরে পৌঁছে দেওয়ার যে কর্মযজ্ঞ পরিচালনা করছেন সেটি প্রশংসার যোগ্য। দেশের কৃষি সংস্কৃতি ও মানব সম্পদের অন্যতম আদিবাসী সমাজ। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বিকাশে আদিবাসী, তফশিল, প্রাক্তন সৈনিকদের ভূমিকা আমাদের গর্বিত করে।’

সংস্থার সম্পাদক সৌমেন কোলে বলেন, ‘৩৫ বছর আগে যে স্বপ্ন নিয়ে পথচলা শুরু হয়েছিল আজ সেই কর্মযজ্ঞের মিছিলে জড়ো হয়েছেন প্রায় ১০ হাজার দেশপ্রেমী মানুষ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশ্বের দরবারে ভারত গড়তে এই উদ্যোগের স্বীকৃতি দিয়ে আমাদের মনোবল ও উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। আজ এই রাজ্যে যা সফল হয়ে চলেছে, আগামীদিনে সারা দেশে আমরা সেই স্বনির্ভরতার সবুজ বিপ্লব ছড়িয়ে দেব বলে সংকল্প নিয়েছি।’ অনুষ্ঠানে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন সংস্থার সদস্যরাই। সংস্থার সেরা কর্মীবরের সাফল্যের নিরিখে সম্মানিত করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি।

গীতা জয়ন্তী বক্তৃতা প্রতিযোগিতা ২০২৪

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার গীতা জয়ন্তী বক্তৃতা প্রতিযোগিতার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য স্তরের ফাইনাল আনন্দ ও উদ্দীপনার সঙ্গে উদযাপন হল। গত ৪৭ বছর ধরে চলে আসা এই প্রতিযোগিতা, দাদাজি ১৯৭৮ সালে শুরু করেছিলেন। যুবা যুবতীদের গীতার সঙ্গে যুক্ত করা এবং গীতার বিচার তাদের জীবনে স্থির করাই ছিল উদ্দেশ্য। সাধারণত সমাজে মনে করা হয় যে ‘গীতা’ কেবল বৃদ্ধ বয়সে পড়ার গ্রন্থ, কিন্তু পরম পূজনীয় দাদাজি বলেছেন, ‘শ্রীমদ্ভগবদ গীতা ধর্মগ্রন্থ নয়, এটি জীবনগ্রন্থ’।

এই বছর ‘বিশ্রান্তি দূর করে গীতা, সফল জীবন বানায় গীতা’ শীর্ষক বিষয়টি নিয়ে প্রায় ৩২টিরও বেশি দেশে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১৭-১৮ লক্ষেরও বেশি যুবা-যুবতীর সাথে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং ৩ লক্ষেরও বেশি যুবা-যুবতী গীতা জয়ন্তী বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গে, গত এক মাসে ৬টি জেলায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়, যার রাজ্য স্তরের চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয় কলকাতার মৌলালি রামলীলা পার্কে। ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের ৬টি জেলা (কলকাতা, হাওড়া, মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হুগলি, এবং উত্তর ২৪ পরগণা) থেকে স্বাধ্যায় পরিবারের ৫০০০-এরও বেশি ভাই-বোন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

স্বাধ্যায় পরিবারের পরিচালিকা শ্রীমতি জয়শ্রী তলবলকার পূজনীয় দিদিজি, স্বয়ং সবার সাথে দেখা করতে আসেন। তিনি বলেন, “ভারত এমন একটি দেশ যেখানে ‘বিচার, পুস্তক এবং তত্ত্বজ্ঞান’-কে উদযাপন করা হয়। তাই আমরা গীতা জয়ন্তী উৎসব পালন করি।”

‘এক দেশ এক ভোট’ বিল সংক্রান্ত কমিটিতে প্রিয়ঙ্কা, ৩ কংগ্রেস সাংসদ

প্রথম পাতার পর

অর্থাৎ, লোকসভায় ৩০৭ এবং রাজ্যসভায় ১৫৮। তবে এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদি সরকারের কাছে না থাকায় এ নিয়ে কেন্দ্র ধীরে চলার নীতি অনুসরণ করছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক কারবারিরা।

‘এক দেশ এক ভোট’ নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত বিলকে কেন্দ্র করে লোকসভায় সরকার এবং বিরোধীদের মধ্যে সংঘাতের সুর স্পষ্ট ছিল। বিরোধীদের ডিভিশনের দাবি মেনে বিল নিয়ে ভোটাভুটি হয়। সেই ভোটাভুটিতে সরকারের পক্ষে ভোট পড়ে ২৬৯। কিন্তু সংসদের নিম্নকক্ষে শাসকজোটের সাংসদ সংখ্যা ২৯৩। এনডিএর ২৪ জন সাংসদ মঙ্গলবার লোকসভায় অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে নিতিন গডকড়ি, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, গিরিরাজ সিংহের মতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন বিজেপি সাংসদও রয়েছেন। সূত্রের খবর, অনুপস্থিত বিজেপি সাংসদদের নোটিস পাঠাতে চলেছে বিজেপি নেতৃত্ব।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার লোকসভায় হাজির থাকা এবং ‘এক দেশ এক নির্বাচন’ বিল নিয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য বিজেপির তরফে আগেই দলীয় সাংসদদের হুইপ জারি করা হয়েছিল। ‘এক দেশ এক ভোট’ বিল পেশের সময় লোকসভায় উপস্থিতি বাধ্যতামূলক বলেও দাবি করা হয়। কিন্তু তারপরও অনুপস্থিত থাকার কারণ জানতেই অনুপস্থিত বিজেপি সাংসদদের কাছে নোটিস পাঠানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। এএনআই সূত্রে খবর, যাঁরা লোকসভায় অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁরা কি আগে থেকেই সে বিষয়ে দলকে অবগত করেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

সিবিআই হাজতে কালীঘাটের কাকু

প্রথম পাতার পর

৬ ডিসেম্বর ইডির করা সেই মামলায় জামিন পান কাকু। এই নিয়োগ দুর্নীতিতে মামলাতেই সুজয়কৃষ্ণ বিরুদ্ধে প্রোডাকশন ওয়ারেন্ট ইস্যু করে সিবিআই। ফের আর এক কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে গ্রেপ্তারির আশঙ্কা আঁচ করেই সোমবার কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন করলেও, তা খারিজ করে দেয় জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ।

সুজয়কৃষ্ণের আইনজীবী বলেন, ‘কাকুর বাড়িতে সিবিআই রেড করার পর কিছু পায়নি। কিছু পাওয়া গেলে অবশ্যই কিছু করতে পারত। তারপরও তাঁকে গ্রেপ্তার করে। এখন ইডি আর সিবিআই নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় আদানপ্রদান করে যখন জানতে পারল ইডির মামলায় জামিনের কথা, তখনই সিবিআই গ্রেপ্তার দেখাচ্ছে। ওঁকে জামিন দেওয়া হোক।’

এরপরই জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআইয়ের আইনজীবী বলেন, ‘প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতিতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের যোগ মিলেছে। সন্তু, কুন্তলদের সঙ্গে তিনিও অযোগ্য প্রার্থীদের থেকে টাকা নিয়ে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অযোগ্য চাকরি প্রার্থীদের তালিকা পাঠান। সুজয়কৃষ্ণকে সিবিআই হেপাজতে পাঠানো হোক।’ সশরীরে হাজিরা না দিতে পারলে কী ভাবে সিবিআই হেপাজতে হবে বলে প্রশ্ন তোলেন সুজয়কৃষ্ণর আইনজীবী। তখনই বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেন, আপনার মক্কেল যদি দিনের পর দিন না আসেন সেটা ওঁর বিষয়ই হবে। এক্ষেত্রে সিবিআইয়ের কোনও ভূমিকা নেই। আদালত সব দেখছে, সব বোঝে।

তারপরই রীতিমতো কড়া সুরে বিচারককে বলতে শোনা যায়, ‘‘আমি দেখব কী ভাবে ওঁকে সশরীরে হাজির করানো যায়।’ এরপরই এক্ষেত্রে সুজয়কৃষ্ণকে ৪ দিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেয় ব্যাঙ্কশাল আদালত। শর্তও বেঁধে দেওয়া হয়, কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা সুজয়ের মেডিক্যাল টেস্ট করে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁকে কবে সিবিআই দপ্তরে নিয়ে যাওয়া যাবে।

ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠন রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ষষ্ঠ অর্থ কমিশন গঠন করল রাজ্য সরকার। প্রাক্তন মুখসচিব হরি কৃষ্ণ দ্বিবেদীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের এই কমিশন আগামী বছরের ১ এপ্রিল থেকে কাজ শুরু করবে। কমিশনের মেয়াদ পাঁচ বছর। যদিও কাজ শুরু করার ছয় মাসের মধ্যেই ষষ্ঠ অর্থ কমিশন তাদের প্রাথমিক সুপারিশ রাজ্যপালের কাছে জমা দেবে বলে অর্থ দফতর থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

প্রাক্তন মুখ্য সচিব ও অর্থ সচিব দ্বিবেদী ছাড়াও কমিশনে রয়েছেন প্রাক্তন আমলা বর্ণালী বিশ্বাস এবং আশিসকুমার চক্রবর্তী। এরা পঞ্চম অর্থ কমিশনেরও। কমিশনের আরেক সদস্য হলেন রুমা মুখোপাধ্যায়। তিনিও ছিলেন পঞ্চম অর্থ কমিশনের সদস্য।

অর্থ কমিশন রাজ্যের পঞ্চায়েত এবং পুরসভাগুলির আর্থিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে। পাশাপাশি বিভিন্ন খাতে রাজ্য সরকারের আয়ের কত অংশ এই স্থানীয় সংস্থাগুলি পাবে তাও বিচার করবে কমিশন। শুধু রাজ্য সরকারের প্রদেয় অর্থ নয়, পঞ্চায়েত-পুরসভা কীভাবে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করবে, তার রূপরেখাও তৈরির দায়িত্ব রাজ্য অর্থ কমিশনের ওপর ন্যস্ত। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে পঞ্চম অর্থ কমিশন গঠন করেছিল রাজ্য সরকার। তার নেতৃত্বে ছিলেন অভিরূপ সরকার। কমিশন পরের বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে রাজ্যপালের কাছে নিজের রিপোর্ট জমা দেয়। পঞ্চম অর্থ কমিশন একলাফে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন অনেকটাই বাড়ানোর সুপারিশ করেছিলেন। সরকারি কর্মীদের বেসিক বেতন ২.৫৭ গুণ বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছিল। তা মেনে নিয়ে রাজ্য সরকার মূল বেতন ২.৮০৯ গুণ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ আগে যে বেতন ছিল ১০০ টাকা তা এখন বেড়ে হচ্ছে ২৮০ টাকা ৯০ পয়সা। ১০০ টাকার উপর মহার্ঘ ভাতা ছিল ১২৫ টাকা। যা জুড়ে দেওয়া হচ্ছে এবং তাঁর উপর বেতনবৃদ্ধি ১৪.২ শতাংশ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪, ৩ পৌষ, বৃহস্পতিবার

সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে জীবনদায়ী ইঞ্জেকশনের মান নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এবার প্রশ্ন উঠে গেল সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হিমোফিলিয়ার জীবনদায়ী ইঞ্জেকশনের মান নিয়ে। কারণ, এই জীবনদায়ী ইঞ্জেকশনের ক্ষেত্রে অভিযোগ, এনআরএসে প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টর-৮ নিয়ে আসা রোগীরা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার শিকার হিমোফিলিয়া-ও রোগে আক্রান্তেরা। জ্বর, বমি, মাথাব্যথা, মাথাঘোরা, এলার্জি, শ্বাসকষ্টের উপসর্গ দেখা দিয়েছে তাঁদের। হেমাটোলজিস্টদের মতে, এই সব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া রোগীদের পক্ষে 'বিপজ্জনক'।

শুধু তাই নয়, অন্যের রক্তরস থেকে তৈরি ইঞ্জেকশনে এইচআইভি, হেপাটাইটিস-বি, হেপাটাইটিস-সি'র মতো অসুখেরও শিকার হতে পারেন হিমোফিলিয়ায় আক্রান্তেরা। অভিযোগ, হিমোফিলিয়ার চিকিৎসায় খরচ কমাতে রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টরের বদলে প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টর দিচ্ছে রাজ্য। ফ্যাক্টর বদলের পরই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে আক্রান্তদের। ফের রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টর চালুর দাবিতে মঙ্গলবার স্বাস্থ্য ভবনে স্মারকলিপি জমা দেন আক্রান্তেরা। এই সংক্রান্ত অভিযোগপত্র জমা পড়েছে এনআরএস কর্তৃপক্ষের কাছেও। সূত্রের খবর, প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টরে রোগীদের ক্লবিপদ' হতে পারে বলে স্বাস্থ্য ভবনের কর্তাদের সতর্ক করেছিলেন হিমোফিলিয়ার চিকিৎসায় গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যদের একাংশ। এরপরও কেন প্লাজমা নির্গত ফ্যাক্টর-৮'এর বরাত দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন চিকিৎসক সংগঠনের নেতারা।

এদিকে এই ঘটনায় কেন্দ্রের কোর্টে বল ঠেলেছে স্বাস্থ্য ভবনও। 'কেন্দ্র অর্থ মঞ্জুর করলেও মেলেনি টাকা'। এমনই দাবি স্বাস্থ্য ভবনের আধিকারিকদের একাংশের। তাঁদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে ফ্যাক্টর সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে রাজ্য। একইসঙ্গে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণ খতিয়ে দেখার আশ্বাস এসেছে স্বাস্থ্য ভবনের তরফে।

এদিকে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে হিমোফিলিয়া আক্রান্তদের হাতে মহার্ঘ ওষুধ তুলে দিতে ৫৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, এরপরও ৮ টাকা ৩০ পয়সা দরে রিকম্বিন্যান্ট ফ্যাক্টর সরবরাহে রাজি সংস্থাকে বরাত দেয়নি স্বাস্থ্য ভবন। উল্টে বিশেষজ্ঞ কমিটির আপত্তি উড়িয়ে প্লাজমা থেরাপির পথে হাঁটে রাজ্য। যা আদতে পিছনের পথে হাঁটা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা তার কারণ প্লাজমা থেকে হেপাটাইটিস বি, সি, এইচআইভি'র মতো সংক্রমণে হিমোফিলিয়ায় আক্রান্তেরা সংক্রামিত হতে পারেন। এমনটা যে আগে হয়নি তা-ও নয়। এই জন্যই প্লাজমা থেরাপিকে ব্রাত্য করে ফ্যাক্টর দেওয়াকে শ্রেয় মনে করেন হেমাটোলজিস্টরা।

ঘন কুয়াশায় অনুপ্রবেশ ঠেকানো যুদ্ধের সমান: বিএসএফের আইজি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝে কুয়াশা চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর। প্রসঙ্গত, ভারতের অস্থির পরিস্থিতিতে অনুপ্রবেশ আশঙ্কায় কপালে চিন্তার ভাঁজ চওড়া হয়েছে ভারত সরকারের। যার জেরে উদ্বিগ্ন দিল্লিও। এমতাবস্থায় সীমান্তবর্তী এলাকায় বেড়েছে বিএসএফের টহল, বেড়েছে নজরদারি।

এদিকে সীমান্তের একটা বড় অংশ কাঁটাতারহীন হওয়ায় চিন্তা আগে থেকেই ছিল। এখন সেই সমস্ত এলাকায় ঘন কুয়াশা নিয়ে উদ্বিগ্ন ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী। এই কুয়াশাকে চ্যালেঞ্জ করে অনুপ্রবেশ বা দুষ্কৃতীদের ঠেকানো রীতিমতো যুদ্ধের সমান কাজ বলে মনে করছে বিএসএফ। এই বিষয়টি কার্যত স্বীকার করে নিয়ে বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মনিন্দার সিং পাওয়ার জানান, শীতকালে কুয়াশা বরাবরই চ্যালেঞ্জের জায়গা থাকে। কিন্তু এবার পরিস্থিতি আলাদা। অত্যাধুনিক নজরদারি যন্ত্র যেমন আনা হয়েছে। তেমনই অন্য এলাকা থেকেও নজরদারির জন্য বাড়তি জওয়ানদের আনা হয়েছে বলেও জানান তিনি। একইসঙ্গে কুয়াশাকে হাতিয়ার করে অনুপ্রবেশ যাতে না ঘটে, তার জন্য বাড়তি পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিএসএফ সূত্রে খবর, উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অন্তর্গত এই চারটি জেলার সীমান্তের বেশ কিছু অংশ রয়েছে যা উদ্বেগের কারণ।

বিষয়টি নিয়ে যদিও দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি জানান, ইতিমধ্যেই রাতের সীমান্ত পাহারায় শক্তিশালী ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে বাড়তি দায়িত্ব জওয়ানদেরও। এদিকে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা সীমান্ত ৯১৩.৩২৪ কিমি। জল সীমান্ত রয়েছে ৩৬৩.৯৩০ কিমি। যার মধ্যে প্রায় ৫৩৮ কিমি অংশে কাঁটাতার নেই। যেসব অংশ এখনও অরক্ষিত, সেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের ভিতরে যে ধরনের উস্কানিমূলক মন্তব্য করা হচ্ছে, তা নিয়ে জওয়ানদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপরতলার নির্দেশ ছাড়া যে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না তাও স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে।

নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মীর মৃত্যুতে সিবিআই তদন্তের আর্জি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিযুক্তদের তরফ থেকে সিবিআই তদন্তের আবেদন। নন্দীগ্রামে তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায় বিজেপির তরফ থেকে এবার আদালতে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানানো হয়েছে বলে আদালত সূত্রে খবর। কারণ, তাঁরা রাজ্য পুলিশের তদন্তের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। এরপরই বুধবার এই মামলায় কেস ডায়েরি তলব করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। আদালত সূত্রে খবর, আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানি। এদিন এই মামলার সওয়াল জবাব চলাকালীনই বিচারপতি প্রশ্ন করেন, অভিযুক্ত কী করে তদন্তকারী সংস্থার পরিবর্তন চাইতে পারে তা নিয়েই।

প্রসঙ্গত, গত ৮ ডিসেম্বর পূর্ব মেদিনীপুরের গুরুপদ মণ্ডলের বাড়িতে হামলার ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। সেই হামলায় গুরুপদ মণ্ডলের আত্মীয় বিষ্ণুপদ মণ্ডলের মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ দায়ের হয়। এই ঘটনায় নন্দীগ্রাম থানায় দুটি এফআইআর দায়ের হয়। অভিযুক্ত অভিজিৎ মাইতি-সহ মোট ২৬ জন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। এরপরই অভিজিৎ মাইতি প্রশ্ন তোলেন একই ঘটনায় কীভাবে দুটি এফআইআর দায়ের হয় তা নিয়ে। সঙ্গে তিনি এও জানান, এটি আইনবিরুদ্ধ। অভিজিৎ মাইতির আইনজীবীদের আরও দাবি করেন, প্রথম অভিযোগে চার জনের নাম ছিল। কিন্তু পরে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে রাজনীতিকরণ শুরু হয় এবং আর প্রায় ২৬ জনের নাম যুক্ত হয়।

আসন্ন শিক্ষাবর্ষে কমল গরমের ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকারের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ছুটির ক্যালেন্ডারে বড়সড় রদবদল। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে গরমের ছুটি কমিয়ে বাড়ানো হল পুজোর ছুটি, এমনটাই জানিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। সূত্রে খবর, গত বছরের তুলনায় গরমের ছুটি কমিয়ে দেওয়া হল ১০ দিন। ২০২৫ সালে মাত্র ৯ দিন গরমের ছুটি দেওয়া হবে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে। গত ২০২৪-এর শিক্ষাবর্ষে ছুটির ক্যালেন্ডারে রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে ১৯ দিন গরমের ছুটি দেওয়া হয়েছিল।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের ছুটির ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। সেখানেই এই ছুটির তালিকায় বদল করা হয়েছে। দীর্ঘ গরমের ছুটির জেরে রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক স্কুলে পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ার কারণেই গরমের ছুটি কমানো হল কি না তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। এই প্রসঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি গৌতম পালের অবশ্য জানান, 'বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনের দাবি ছিল পুজোর ছুটি বাড়ানোর। তাই পুজোর ছুটি বাড়িয়ে আমরা গরমের ছুটি কমিয়েছি।'

বৃদ্ধার বাড়িতে 'ভাঙচুর' কাঠগড়ায় স্থানীয় দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের পলতার নেতাজি পল্লী এলাকায় ষাট বছরের অধিক সময় ধরে বসবাস করছে বেশ কয়েকটি পরিবার। মমতা সরকার নামে এক বৃদ্ধা পুত্র ও কন্যাকে নিয়ে সেখানে বহু বছর ধরে বসবাস করছেন। অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে একদল দুষ্কৃতী অতর্কিতে এসে হামলা চালায় ওই বৃদ্ধার বাড়িতে। শাবল, গাইতি, কুড়ুল দিয়ে ওরা বৃদ্ধার বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। মমতা সরকারের অভিযোগ, ইলেকট্রিকের তার ছিঁড়ে দিয়ে এলাকা অন্ধকার করে ওরা তান্ডব চালিয়েছে। মমতা দেবীর কন্যা পিকু সরকারের দাবি, তাঁরা ৬০-৭০ বছর ধরে ওখানে বসবাস করছেন। পিকুর অভিযোগ, বলপূর্বক তাদেরকে ওখান থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে। এদিকে বাড়িতে ভাঙচুর শুরু হতেই বৃদ্ধা মমতা সরকার ও তাঁর কন্যা পিকু সরকার চিৎকার করেন। তাঁদের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তখনই তান্ডব কারীরা

এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়। তান্ডবের বিবরণ দিয়ে বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানান ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং।

তাঁর অভিযোগ, ওখানে জেনেক্স টাওয়ার নামক একটি আবাসন মাথা তুলেছে। তাই বহু বছর ধরে ওখানে বসবাসকারী গরিব মানুষজনকে উচ্ছেদের চেষ্টা চলছে। প্রাক্তন সাংসদের আরও অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতী হান্নানের নেতৃত্বে বৃদ্ধার বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে। তাঁর দাবি, জেনেক্স টাওয়ার এলাকা খালি করার ঠিকা নিয়েছেন নোয়াপাড়া থানার এক অফিসার জহিরুল ইসলাম।

এই ঘটনা নিয়ে উত্তর ব্যারাকপুর পুরসভার পুরপ্রধান মলয় ঘোষ বলেন, তিনি এলাকায় ছিলেন না। বাইরে ছিলেন। এদিন সকালে বাড়ি ফিরেছেন। বিষয়টি তিনি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। তিনি আরও বলেন, কেউ অন্যায় করলে ছাড় পাবে না। আইন আইনের পথেই চলবে। তাঁর দাবি, দুষ্কৃতীরা কারও নয়। তবে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ যথাযথ ব্যবস্থা নেবে।

বাগুইআটির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ নিগৃহীত প্রোমোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ এবার বাগুইআটির প্রোমোটার। ইমেল মারফত দায়ের অভিযোগ। এর পাশাপাশি রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার ও বিধাননগর পুরসভার মেয়র কৃষ্ণ চক্রবর্তীকেও ইমেল করে অভিযোগ জানানো হয়েছে বলেই খবর। মঙ্গলবার রাতেই কিশোর হালদার মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য পুলিশের ডিজি এবং বিধাননগর পুরসভার মেয়রের কাছে ইমেল মারফত অভিযোগ জানান। এদিকে এখনও বেপাত্তা অভিযুক্ত কাউন্সিলর। তাঁর খোঁজ না পেয়ে বাড়িতে নোটিস টাঙিয়েছে বাগুইআটি থানার পুলিশ।

বিধাননগর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডে নির্মাণকাজ করছিলেন প্রোমোটার কিশোর হালদার। রবিবার সেখানেই প্রোমোটারের ওপর হামলায় চালায় একদল দুষ্কৃতী। রিভলভারের বাট দিয়ে মেরে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় রবিবার রাতেই রমেন মণ্ডল ও শুভেন্দু মণ্ডল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করে বাগুইআটি থানার পুলিশ। প্রোমোটারকে মারধর ঘটনায় স্থানীয় কাউন্সিলর সমরেশ চক্রবর্তীর মদত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, দাবি মতো টাকা না দেওয়ায় লোক পাঠিয়ে প্রোমোটারকে মারধর করেন কাউন্সিলর। অভিযোগের পর থেকে কাউন্সিলরেরও খোঁজ মিলছে না। তাঁর খোঁজে সোমবার কাউন্সিলরের বাড়ি-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালায় পুলিশ। সূত্রের খবর, শুধুমাত্র কাউন্সিলরের উত্তর দেশবন্ধু নগরের বাড়িতে একাধিকবার আসে পুলিশ। সেখানে কাউন্সিলরের দেখা মেলেনি। তবে তাঁর স্ত্রী বাড়িতে রয়েছেন। কাউন্সিলরের মোবাইল ফোনেও বেশ কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করে পুলিশ। কিন্তু, ফোনেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে প্রোমোটারের উপর হামলার ঘটনায় রাজারহাট গোপালপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা গোবিন্দ দাসেরও নাম জড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁর বাড়ি এবং অফিসে যায় পুলিশ। কিন্তু বাড়ি ও অফিস দুটিই বন্ধ থাকায় ফিরে আসে পুলিশ।

মাঝ আকাশে বিমানের শৌচাগারে ধূমপান, ধৃত যাত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাঝ আকাশে বিমানের শৌচাগারে ধূমপান করে আটক যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে কলকাতামুখী ইন্ডিগোর বিমানে। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, মুম্বই থেকে কলকাতায় আসছিল ইন্ডিগোর ৬ই-৫১২২ বিমানটি। মাঝ আকাশে থাকাকালীন শেখ গোলাম মোস্তফা নামে এক যাত্রী শৌচাগারে ঢুকে ধূমপান করছিলেন। বিমানের আরেক যাত্রী বিষয়টি বুঝতে পেরে সেই খবর কেবিন ক্রু-কে দেন। তিনি সেই যাত্রীকে বিমানে ধূমপান করতে নিষেধ করেন। বলেন, নিজের আসনে এসে বসতে। এরপরই বিষয়টি বিমান চালক বিমান কর্তৃপক্ষকে জানান। কলকাতা বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পর যাত্রীকে সিআইএসএফ আটক করে। পরে স্থানীয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। সাধারণত, চলন্ত ট্রেনের শৌচাগারে লুকিয়ে ধূমপান করতে দেখা যায় যাত্রীদের। কিন্তু মাঝ আকাশে বিমানে এ ধরনের ঘটনা কার্যত নজিরবিহীন। বিমানের অন্যান্য যাত্রীদের অভিযোগ, এক যাত্রীর খামখেয়ালিপনার খেসারত দিত হতে পারতো সব যাত্রীকে। ধূমপান থেকে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। এমনকী প্রাণও যেত পারতো যাত্রীদের। কী করে কোনও যাত্রী এতোটা দায়িত্বজ্ঞানহীন হতে পারে, তা বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। যদিও বিষয়টি নিয়ে হেলদোল নেই আটক যাত্রীর।

মেট্রো কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ 'অসত্য'

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৭ ডিসেম্বর হাওড়া মেট্রো স্টেশনের বুকিং কাউন্টারে এক যাত্রীর বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছিলেন দায়িত্বে থাকা এক মেট্রোকর্মী এমনই অভিযোগ সামনে আসে। এরপরই অভিযোগের ভিত্তিতে, একটি অফিসার স্তরের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই ঘটনায় প্রাথমিক তদন্তের পর কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগটি ভিত্তিহীন ও অসত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে। সঙ্গে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েছিল, তদন্ত চলাকালীন, হাওড়া মেট্রো স্টেশনের পুরো বুকিং অফিস এলাকা সিসিটিভি নজরদারির অধীনে থাকায় সিসিটিভি ফুটেজগুলি পরীক্ষা করা হয়েছিল। কর্তব্যরত আরপিএফ এবং অন্যান্য কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। অভিযোগের সমর্থনে কোনও ফটোগ্রাফিক এবং মৌখিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য যে, মেট্রো রেল হল 'কলকাতার লাইফলাইন' এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি বহুভাষিক সমাজের সমস্ত অংশের জন্য সমানভাবে পরিষেবা প্রদান করে আসছে।

শতবর্ষ উদযাপনে সাজছে নেতাজি সুভাষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ১০০ বছর আগে প্রথম দমদম বিমানবন্দরে নেমেছিল উড়োজাহাজ। সেদিনের স্মৃতিকে মনে রাখতে ২০২৪-এ তারই শতবার্ষিকী উদযাপন হতে চলেছে দমদম বিমানবন্দর অর্থাৎ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের। ইতিহাস বলছে, ১০০ বছর আগে ১৯২৪ সালের ২ মে রয়্যাল এয়ারফোর্সের বিমান নিয়ে এক ফরাসি পাইলট দমদম বিমানবন্দরে প্রথম অবতরণ করেন। এর তিনদিন বাদে আরও একটি বিমান আগ্রা থেকে কলকাতায় আসে। এবার সেই ইতিহাসকে উদযাপন করতে চলেছে দমদম বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। সেই কারণে চলতি মাসের ২০ ও ২১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হচ্ছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের তরফে। যে অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য মন্ত্রীরা ও বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

এই শতবর্ষে উদযাপনে বদলাচ্ছে কলকাতা এয়ারপোর্টের রানওয়ের লাইট। বসানো হচ্ছে এলইডি, কলকাতা এয়ারপোর্টে যুক্ত হচ্ছে অত্যাধুনিক এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল। এছাড়াও শতবর্ষ উপলক্ষে যাত্রী সাচ্ছন্দে আরও নানা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এরই পাশাপাশি জন্মদিন উদযাপনে কলকাতা বিমানবন্দরের ইতিহাস তুলে ধরে প্রদর্শনী, সেমিনার, সম্মেলন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, স্বাক্ষর অভিযান-সহ একাধিক কর্মসূচির কথা ভাবা হয়েছে। ১৯৯৫ সালে কলকাতা বিমানবন্দরের নাম নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নামে করা হয়, এর আগে দমদম বিমানবন্দর নামে পরিচিত ছিল এই বিমানবন্দর। ১,৬৪১ একর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এই কলকাতা বিমানবন্দর দেশের পূর্ব অংশের বিমান পরিবহনের বৃহত্তম কেন্দ্র। বিমানবন্দর ব্যবহার করে প্রতিবছর লক্ষাধিক যাত্রী নানা গন্তব্যে পৌঁছে যান।

একাধিক দাবিতে নৈহাটিতে স্মারকলিপি কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নৈহাটি স্টেশনের মধ্যবর্তী ফুট ওভার ব্রিজের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করে চালু-সহ আট দফা দাবিতে বুধবার স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দিলেন স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব। এদিন বেলায় স্টেশন ম্যানেজারের ঘরের সামনে কিছুক্ষন বিক্ষোভ প্রদর্শনের পর তাঁরা নৈহাটির স্টেশন ম্যানেজারের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন। উক্ত কর্মসূচিতে এদিন হাজির ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি পরেশ নাথ সরকার, নৈহাটি শহর কংগ্রেস সভাপতি স্বপন বিশ্বাস, সন্তোষ হালদার প্রমুখ। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা পরেশ নাথ সরকার বলেন, নৈহাটি স্টেশনের মধ্যবর্তী ব্রিজটির কাজ দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ব্রিজের অসম্পূর্ণ কাজ সমাপ্ত করে অবিলম্বে চালু করতে হবে। তাছাড়া ভগ্নদশায় থাকা উত্তর দিকের ব্রিজটিকেও মেরামতি করতে হবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে বিশ্রামাগার ও বহু শয্যা বিশিষ্ট শয়ন কক্ষ গড়ে তোলার দাবিতে এদিন তিনি সরব হলেন।

ইডির হাতে গ্রেপ্তার ইস্পাত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক জালিয়াতি-কাণ্ডে গ্রেপ্তার বালিগঞ্জের বাসিন্দা এবং ইস্পাত ব্যবসায়ী। মঙ্গলবার রাতেই বাড়ি থেকে সঞ্জয়কে গ্রেফতার করে ইডি। একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ সঞ্জয় সুরেখার বিরুদ্ধে। বাজেয়াপ্ত কয়েক কোটি টাকা সহ সোনা ও হীরের গয়না, একাধিক বিদেশি গাড়ি। দিনভর তল্লাশি শেষে মঙ্গলবার রাতে মেল সাফল্য। ইডি সূত্রে খবর, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। বালিগঞ্জের ম্যান্ডেভিলা গার্ডেনের বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর তাঁর কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ায় ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাজ্যের ১২টি জায়গায় একযোগে ম্যারাথন তল্লাশি চালায় ইডি। তল্লাশি হয় তাঁর বাড়ি, কারখানা এবং আরও একাধিক সংস্থায়। সঞ্জয়ের বিরুদ্ধে যে সব বিস্ফোরক অভিযোগ রয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হল কর্মীদের নামে ভুয়ো একাউন্ট তৈরি করে বিপুল পরিমাণ লেনদেন। বিদেশে টাকা পাচার। ১৬টি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণা। ৬ হাজার কোটি টাকার আর্থিক প্রতারণা।

ইডি সূত্রে খবর, ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ৮ কোটি টাকা। ৪.৫ কোটির সোনা ও হীরের গয়না। ৫টি বিদেশি গাড়ি। মিলেছে ১৫টি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট, বিপুল সম্পত্তির একাধিক নথি। একই সঙ্গে এই ঘটনায় ভিনরাজ্যে ব্যবসায়ীদের যোগ আছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। একইসঙ্গে ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই মামলার আরও গভীরে ঢুকতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সকাল থেকেই ব্যাঙ্ক প্রতারণার অভিযোগে এই ইস্পাত ব্যবসায়ীর বাড়ি-সহ মোট ১০টি জায়গায় অভিযান চালায় ইডি। এর মধ্যে গড়িয়াহাট এবং দমদম ক্যান্টনমেন্টের বেশ কয়েকটি জায়গায়ও চলে তল্লাশি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০২২ সালে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-র তরফে ৩ হাজার ২৮০ কোটি টাকার প্রতারণার অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। পরবর্তীতে টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ছয় হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। এদিকে ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া সোনারও যথাযথ কাগজ দেখাতে পারেননি তিনি।

অর্থাভাবে পড়াশুনা চালানো দায় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বছর শেষে শিক্ষাবর্ষের ৭৫ শতাংশ টাকা পায়নি রাজ্যের স্কুলগুলি। যার জেরে সমস্যায় তারা। আর এই সমস্যার থেকে বাঁচার জন্য অন্তত পড়াশোনাটুকু চালাতে শরনাপন্ন হতে হচ্ছে এনজিও বা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। সূত্রের খবর, পুকুরের মাছ বিক্রি করে চক ডাস্টার কিনছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। কোথাও আবার নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে চক-ডাস্টার-রেজিস্ট্রার খাতা কিনছে তারা। এদিকে আবার চুক্তিভিত্তির কর্মীদেরও টাকা দিতে পারছে না অনেক স্কুল। শিক্ষাদফতর এর দায় কেন্দ্রের দিকে চাপাতে চাইছে। সেই সময় প্রধান শিক্ষক সংগঠনেরই এক নেতার দাবি, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-পুজোর অনুদান সবই বাড়ছে। কিন্তু স্কুলের জন্য টাকা বরাদ্দ হচ্ছে না। তথ্য বলছে, সরকারি স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কম্পোজিট গ্রান্ট দেয় রাজ্যের শিক্ষাদফতর। কম্পোজিট গ্রান্ট বাবদ স্কুল বছরে পায় ১ লক্ষ টাকা পায়। কেন্দ্র ও রাজ্য যৌথভাবে এই টাকা পাঠায়। এ বছর

স্কুলগুলো পেল মাত্র ২৫ হাজার টাকা। ঘাটতি ৭৫ হাজার টাকা। এই ঘাটতি কে পূরণ করবে তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। ঘাটতি মেটাতে কার্যত স্কুলগুলিকে হাত পাততে হচ্ছে স্থানীয়দের কাছে।

প্রধান শিক্ষক সংগঠনের নেতা চন্দন মাইতি এই প্রসঙ্গে জানান, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাচ্ছে। পুজো কমিটি বর্ধিত হারে টাকা পাচ্ছে। স্কুল গুলির টাকা এখনও ঢোকেনি। শিক্ষা দপ্তর যদি এখনও না ভাবে অব্যবস্থা তৈরি হবে।' এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, 'নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে। আর এখন কম্পোজিট গ্রান্ট না দিয়ে স্কুলগুলি যাতে বন্ধ হয়ে যায় সেই চেষ্টা করছে।' তবে এক্ষেত্রে রাজ্যের তরফ থেকে আঙুল তোলা হচ্ছে কেন্দ্রের দিকেই। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, 'কেন্দ্রের কাছ থেকে ১২০০ কোটি পাওনা রয়েছে। সেটা এলে সুবিধা হবে। এই টাকা অবিলম্বে কেন্দ্রের দিয়ে দেওয়া উচিত। এটা শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়, এটা নিন্দনীয়।'

সম্পাদকীয়

ভারতের খুশি হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ ট্রাম্প আজ যা বলেন কাল তা বদলে দেন

ট্রাম্পকে উপেক্ষা করে এই বিশ্বে চলাফেরা করা বড়ই মুশকিল। ট্রাম্প বলেছেন চিন থেকে আমদানিকৃত পণ্যে ষাট শতাংশ ও ব্রিকস-ভুক্ত দেশগুলির উপর কুড়ি শতাংশ শুল্ক বসাবেন। চিনের রফতানি করা বস্তুসমূহ আজ সারা বিশ্বের বাজার দখল করে নিয়েছে। পৃথিবীর সব দেশে অত্যন্ত পেশাদারি দক্ষতায়, সুচারু ভাবে চিন বিবিধ বস্তু রফতানি করে চলেছে। সব দেশেই তা বিকিয়েও যাচ্ছে হইহই করে। রফতানিকৃত বস্তুর গুণগত মান সম্পর্কে তেমন কোনও বড় অভিযোগ চিনের বিরুদ্ধে শোনা যায় না। উপযুক্ত মানের বস্তু বহির্বিশ্বে চিন ছাড়ে যথেষ্ট কম মূল্যে। পৃথিবীর সবচেয়ে সফল রফতানিকারক দেশ এখন চিন। ষাট শতাংশ শুল্ক চিনের উপর ধার্য করলে চিন অবশ্যই আমেরিকায় রফতানি বন্ধ রাখবে। হয়তো সেই পরিমাণ পণ্য কিছু কম মূল্যে, নিজের লাভ কমিয়ে, অন্য দেশে বেচবে। এ ভাবে সাময়িক সময়ের জন্য চিনের কিছু ক্ষতিও হতে পারে। কিন্তু আমেরিকার বাজারে জোগান দেবে কে? চিনের পাঠানো দ্রব্যসামগ্রীতে আমেরিকানরা অভ্যস্ত এত দিন। চিনের মতো গুণমানসম্পন্ন দ্রব্য বাজারজাত করা ও বিক্রীতে ক্রেতাকে দ্বিগুণ বা তারও অধিক মূল্য দিতে হবে। নিজের দেশেই আমেরিকার ব্যবসা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমবে। দ্বিগুণ দামের ফলে মুদ্রাস্ফী বাকি পৃথিবী সদ্য শেষ হওয়া আমেরিকার নির্বাচনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে অংশগ্রহণ না করেও ওই নির্বাচন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ট্রাম্পের সমস্ত রকম নীতির দিকে সারা পৃথিবী তাকিয়ে থাকে। ভারতের ক্ষেত্রেও একই যুক্তি প্রযোজ্য। আমেরিকার বিদেশ নীতি, বাণিজ্য নীতি এখনও ভারতের বাজারকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের আগের পর্বে দেখা গিয়েছে, তিনি আজ যা সিদ্ধান্ত নেন, কাল তা বদলে দেন। সুতরাং, ভারতের ক্ষেত্রে তাঁর আগমন 'সুসংবাদ' হবেই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

শব্দবাণ-১৩৬

১			■	২		৩
	■	■	■	■	■	
	■	■	৪	■	■	
■	■	৫			■	■
৬	■	■		■	■	৭
	■	■	■	■	■	
৮			■	৯		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.পবিত্র ২. যে স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে কেবলই পালাতে চায় এমন ৫. বোয়ালমাছ ৮. পদ্মের নাল ৯.স্ফুলিঙ্গ, আগুনের কণা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. খ্রিস্টীয় চার্চের যাজকবিশেষ ৩. সুরাসার ৪. ভিজে ও নোংরা ৬.আশা, কামনা ৭.ফাঁকি।

সমাধান: শব্দবাণ-১৩৫

পাশাপাশি: ১. যুক্তিপূর্বক ৪. ক্ষণ ৫. দমন ৭. লহনা ৯. বিশ্ব ১১. রসুইঘর।

উপর-নীচ: ১. যুদ্ধোন্মাদ ২. পূর্বা ৩. কক্ষতল ৬. নটেশ্বর ৮. নাছবার ১০ .খেই।

জন্মদিন

আজকের দিন

প্রতিভা পাতিল

১৯৩৪ *ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি প্রতিভা পাতিলের জন্মদিন।*
১৯৬৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় নয়ন মোঙ্গিয়ার জন্মদিন।*
১৯৭০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

এত শত্রুতা কেন?

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম হলো সেটাই যা মানুষ ধারণ করে। ধর্ম একটি মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। তাই নিজ ধর্ম ছাড়াও সকল ধর্মের প্রতি সমান আনুগত্য এবং শ্রদ্ধা রাখা বাঞ্চনীয়। অন্যদিকে আর যখন নিজের নিজের ধর্মের অবমাননা হয় তখন আর চুপ করে থাকা যায় না। ধর্মের সাথে জাতীয় সম্মান মিশে থাকে থাকে।ঢাকার বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) গেটের সামনে মাটিতে আঁকা ভারতীয় পতাকা। সেই তেরঙ্গায় পা দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করছে শিক্ষার্থীরা। সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। তার পরই দেশজুড়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। জাতীয় অহংকারের অবমাননা মেনে নিতে পারছেন না কেউই।বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের সময় থেকে ভারতের প্রতি বিদ্বেষ বার বার সামনে এসেছে। সম্প্রতি, হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেপ্তারির পর পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে।গত কয়েক দিনে চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বাংলাদেশে একাধিক সমাবেশের নেতৃত্ব দেন। তিনি দাবি করেন যে, সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর হওয়া 'নিপীড়নের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এই সমাবেশগুলি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে তাঁর কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। বিশেষত গত অক্টোবরে চট্টগ্রামে একটি মিছিলের সময় বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অবমাননার অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী বাংলাদেশের হিন্দু অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলনের পরিচিত মুখ। তিনি বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতন জাগরণ জোট-এর সক্রিয় সদস্য। দেশটিতে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর হামলা এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর সোচ্চার ছিলেন।

তাঁর গ্রেফতারির বিষয়ে ঢাকা পুলিশের মুখপাত্র তলেবুর রহমান জানিয়েছেন, কৃষ্ণ দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্টভাবে কী অভিযোগ আনা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি।এই গ্রেফতারি শুধু বাংলাদেশে নয়, আন্তর্জাতিক মহলেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার এবং সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের সমর্থকদের দাবি, তাঁর গ্রেফতার রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন চিন্ময় দাস। গত সোমবার তাঁকে ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার আদালতে তোলার পর জেলে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। গাড়িতে তোলার সময় চোখে পড়ে হাজার হাজার অনুগামীর ভিড়। এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার রাতভর সেই প্রতিবাদ চরম আকার নেয়।

সেই সংঘর্ষের মাঝেই এক আইনজীবীর মৃত্যু হয়। আর সেই ঘটনা আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রংপুর সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। বিক্ষোভ মিছিলে ধরপাকড়ও চলছে রীতিমতো। বুধবার বেলা ১২টা পর্যন্ত ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেককেই জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এবার বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল জানান, ইসকন-এর রেজিস্ট্রেশন আছে কি না, সংস্থা বৈধ কি না, সব খতিয়ে দেখছে সরকার। সেই অনুসারে প্রক্রিয়া এগোবে। অক্টোবরে চট্টগ্রামে যে মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছিল, তার নেতৃত্বও দিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। দেশদ্রোহিতার অভিযোগেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।বাংলাদেশের অন্যতম পরিচিত হিন্দু নেতা চিন্ময় কৃষ্ণ দাস। ইসকনের সঙ্গে যুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ সনাতন জাগরণ মঞ্চ ও বাংলাদেশ সম্মিলিত সংখ্যালঘু জোটের মুখপাত্র তিনি। বাংলাদেশে হিন্দু ও সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়েই বারেবারে সরব হয়েছেন তিনি। হিন্দুদের কাছে তিনি চিন্ময় প্রভু নামেই পরিচিত।চিন্ময় কৃষ্ণের আসল নাম চন্দন কুমার ধর। চট্টগ্রামের পুণ্ডরিক ধামের প্রধান তিনি। শান্তির বার্তা দেওয়া ইসকনের সাধুই কী করে গ্রেফতার হলেন?জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে। তিনি সহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ এনেছে ইউনূস সরকার। গত ৩০ অক্টোবর কোতয়ালি পুলিশ স্টেশনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে ফিরোজ খান নামে এক ব্যক্তি। তার ভিত্তিতেই সোমবার ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশের পুলিশ। তাঁর জামিন না-মঞ্জুর করা হয়। মঙ্গলবার তাঁকে ১০ দিনের হেফাজতে পাঠানো হয়।

ইসকনের তরফে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারির তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। চিন্ময় দাসের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলেই জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তির দাবি জানানো হয়েছে। ভারত সরকারকে মধ্যস্থতা করার আর্জিও জানিয়েছে ইসকন।

বাংলাদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রতিক হামলা এবং কৃষ্ণ দাসের মতো নেতাদের ভূমিকা নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্ক তীব্রতর হচ্ছে। আগামী দিনে এই ঘটনা কী মোড় নেয়, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন অনেকেই। হাসিনা সরকারের পতনের পর নতুন সরকারের আগমন যেন সন্ত্রাস আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রতিবেশী দেশের পতাকার অবমাননা দেখেও বাংলাদেশ সরকার কোন প্রতিবাদ করেই নিন বরং সে এই ব্যাপারে একেবারে নিরব। এর থেকে অনেকে এটাই মনে করছে যে প্রতিবেশী দেশের এই অবমাননার জননীরও কাজকর্মের পেছনে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ সায় আছে। শুধুমাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস কে গ্রেফতার করা নয়, সম্পূর্ণ ইসকন মন্দির কে ব্যান করা নির্দেশ দিয়েছে সরকার যা হিন্দু বিরোধী কাজ কর্মের এক অন্যতম দিক হিসেবে উঠে আসছে বাংলাদেশে বর্তমানে বাংলাদেশে হিন্দু সংখ্যালঘুরা রয়েছে মহাসংকটে রীতিমতো তাদের নিরাপত্তা নিয়ে উড়ছে প্রশ্ন? বাংলাদেশের ভারতের প্রতি এই শত্রুতা অন্যান্য ক্ষেত্রেও উঠে এসেছে যেমন ক্রিকেট খেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারত ছাড়া অন্য সমস্ত দেশকে সাপোর্ট করছে। এর প্রমাণও পাওয়া গেছে ২০২৩ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের হারে বাংলাদেশীদের উল্লাস দেখে। বাংলাদেশীদের বক্তব্যে এটা উঠে এসেছে ভারতবর্ষের বিপরীতে যদি কোন কলাগাছ দল হিসাবে থাকে তাহলে তারা সেই কলা গাছ টিমকে সাপোর্ট করবে।এখন প্রশ্ন হচ্ছে ভারতের প্রতি বাংলাদেশ দিয়ে দেশের এত রাগ বা বিদ্বেষ কেন?বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রতিদিনই ভারতের বিরুদ্ধে কোনো না কোনো অভিযোগ আনছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং তা ঠেকাতে সীমান্তে প্রতিদিনই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটছে। সীমান্তে অনুপ্রবেশের সমস্যা উপেক্ষা করে আবারও ভারতকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সোমবার, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ উপদেষ্টা মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন বলেছেন, সীমান্ত হত্যা বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ভালো সম্পর্ক উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ যে সমস্ত কারণগুলির জন্য ভারতকে নিজের শত্রু বলে মনে করছে সেগুলিকে একটা সম্ভাবনা দাঁড় করানো যায় যেমন প্রথম সম্ভাবনা হল গঙ্গা একটি আন্তর্জাতিক নদী হিসেবে পড়ে এবং গঙ্গা যে সমস্ত দেশের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে তাদের অধিকার গঙ্গার কিছুটা জল তারা তাদের দায়িত্ব সংরক্ষণে থাকবে। ভারত ও গঙ্গার জল নিজের সংরক্ষণে রেখে বাংলাদেশকে কিছুটা দেবে সেটা দাবি করে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশীদের মত তারা যতটা জল দেবে দাবি করে ততটা চলো ঠিক দেয় নি এর ফলে শীতকালে বাংলাদেশীরা করার সম্মুখীন হচ্ছে। সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে ফারাক্কা বাঁধ থেকে ভারত জল ছাড়ে যার ফলে বাংলাদেশ ভেসে যায়। বাংলাদেশের নতুন সরকারের দাবি এই ফারাক্কা বাঁধ থেকে নাকি অবৈধভাবে জল ছাড়া হয় যার ফলে বাংলাদেশ ভরাডুবি দ্বিতীয় কারণ হলো ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্ত হত্যা যার জন্য বাংলাদেশীরা সম্পূর্ণ ভারতবাসীকে দায়ী বলে মনে করছে। ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে ম্র গরু পাচারের ঘটনা ঢুকতে বিএসএফ জওয়ানরা গরু পাচারকারীদের রুখতে তাদের গুলি করে ভারতবাসীরা মনে করছে যে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের ভারতে কোন জায়গা না দেওয়ার জন্যই ভারতের সেনাবাহিনী থেকে এই ধরনের কাজ করা হচ্ছে এর ফলে ভারতের প্রতি চরমবিদ্বেষী মনোভাব তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের। ১৯৭১ সালে ঘটে যাওয়া মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পঞ্চান্ন হাজার সেনাবাহিনী নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লড়াই করে পরাজিত করেছিলেন পাকিস্তানকে এবং স্বাধীন করেছিলেন বাংলাদেশকে। এই সময় এই ধরনের বিরক্ত দেখানোর ফলে মুজিবর ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সুনজরে এসেছিলেন এবং সেই সময় তৎকালীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে ভারতীয় সরকারের একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে শেখ মুজিবরের কন্যা শেখ হাসিনাও ভারতের সাথে সেই সম্পর্কটাই গড়ে রাখতে চেয়েছিল যা ইসলাম মৌলবাদীদের একেবারেই ছিল অপছন্দের। সেই কারণেই মৌলবাদীরা শেখ হাসিনা সরকারের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ দলের বিরোধিতা করে এবং দলের পতন ঘটানোর জন্য উঠে পড়ে লাগে এবং সচেষ্ট হয়। বিশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে হাসিনা সরকার নিজের আত্মরক্ষায় সবচেয়ে ভরসা ভারতবর্ষকে মনে করে এবং ভারতবর্ষ থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তা দেন। যেটা বাংলাদেশী মৌলবাদীদের কাছে আরও ভারতবিদ্বেষের কারণ হয়ে ওঠে। ভারতের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর ঠিকই শতগুনে বেশি। ভারতবর্ষের যুদ্ধযান বা ট্যাঙ্কার এর সংখ্যা যেখানে ৪৫ সেখানে বাংলাদেশে যুদ্ধযানের সংখ্যা মাত্র দুটো অথচ বাংলাদেশ এই অল্প সংখ্যক সামরিক বাহিনী নিয়েই মাঝে মাঝে কলকাতা দখল ও ভারত দখলের কথা বলে। তাদের মতামত অনুসারে এটা উঠে এসেছে যে তারা কলকাতা নাকি মাত্র চার দিনে দখল করে ফেলবে, যেটা সম্পূর্ণ হাস্যকর। এক্ষেত্রে একটি সাইকোলজিক্যাল বিষয়ের মধ্যে বাংলাদেশিরা আবর্তিত হচ্ছে যার নাম মিক্সিকান সিনড্রোম। মেক্সিকো হল আমেরিকার নিম্নবর্তী দেশ যা আমেরিকার তুলনায় অনেক ছোট। আমেরিকা এই দেশের থেকে অনেক এগিয়ে। প্রযুক্তিতে, শিক্ষা ব্যবসা-বাণিজ্য সংস্কৃতি সবকিছুতেই অনেক এগিয়ে আমেরিকা মেক্সিকোর মধ্যে তৈরি করেছে আমেরিকার প্রতি চরমবিদ্বেষ। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ধরনের বিদ্বেষ দেখা গিয়েছে ভারতের প্রতি। কারণ বাংলাদেশ ছিল প্রথমে ছিল অবিভক্ত ভারতের একটি অংশ।

এই ছোট্ট দৃষ্টি যখন দেখছে যে ভারত চাঁদে রকেট পাঠাচ্ছে প্রযুক্তি বিদ্যায় উন্নতি করছে। খেলাধুলা শিক্ষা ও রাজনীতিতে উন্নতি করছে তখন একটা হিংসাত্মক মনোভাব তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশীদের মধ্যে যা ফুটে উঠছে প্রতিটি ক্ষেত্রে।

যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্কার, সৈন্য সংখ্যা নৌ বাহিনীর সংখ্যা বায়ুসেনা সমস্ত দিক থেকে বাংলাদেশ ভারতবর্ষের থেকে পিছিয়ে থাকা সত্ত্বেও তাদের প্রাক্তন সেনা কর্তারা যেভাবে ভারতবর্ষের ত্রিপুরা রাজ্যের চিকেন নেক বা কলকাতা দখল করবার হুমকি দিচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে বাংলাদেশ কোন বিদেশি শক্তির মদত পাচ্ছে। বিশ্বের চতুর্থ শক্তিধর দেশ ভারত বর্ষ সেখানে বাংলাদেশের সামরিক শক্তিতে অবস্থান ২৫ নম্বর।

লেখক: অ্যাকাডেমিক রিসার্চার

জীবনে সর্বদা আনন্দে কাটান

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বিষয়টি খুব চেনা তো? চুলুন চেনা কথায় আবার চিনে নিতে চেষ্টা করি। প্রথমেই বলি আমাদের জীবনের আয়ু খুব সামান্য। আর এর মধ্যেই আমাদের সব করতে হবে। মানে আমাদের জীবনের চলা বলা কওয়া থেকে সব কিছু। মানে জীবনযাপন। এখানে আমাদের অনেক সমস্যা থাকবে, অনেক চড়াই উতরাই থাকবে তবু থেমে থাকলে চলবে না। এই জীবনের সমস্যা সব মানুষের থাকে। অর্থনৈতিক দিকটা যে এর জন্যে পাকাপাকি দায়ী সে কথা বলা যাবে না। কারণ দেখা গেছে আর্থিক অস্বচ্ছলতা সব সময় দায়ী নয়। অনেক ক্ষেত্রে আর্থিক পরিকাঠামো সুস্থ থাকলেও চরম নানাবিধ সমস্যায় বহু মানুষ কষ্টে ভুগছেন। এক একজনের সমস্যা এক এক রকম। আসলে কেউ ভালো নেই। কেনো নেই আর বিশ্লেষণ আমরা বুঝি না। আমাদের ইচ্ছা অনেক থাকলেও আমাদের সাধ্য তত কুলোয় না। এখন প্রশ্ন হলো কেনো কুলোয় না। আসুন বরং তবে তারই সুলুক সন্ধানে আমরা পায়চারি করে আসি।

আমরা অনেকে আনন্দের ঠিক সঠিক মানে জানি না। আর জানি না কিভাবে আনন্দে থাকতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভাবি আমরা যারা গরীব তারা অর্থের কারণে আনন্দে থাকতে পারি না। বাট সব ক্ষেত্রে নয়। আনন্দ করতে কিছু ক্ষেত্রে হয়ত পয়সা লাগে তবে তাকে ঠিক আনন্দ বলা যায় না। তাকে ' ফুর্তি ' বলাই ভাল। মনে করি যেখানে যতটুকু দরকার তার বেশি করলে সেটা বিলাস এ পৌঁছায়। এখন আপনার নিজের ভাবা দরকার আপনি আনন্দে নাকি ফুর্তি, বিলাস এ থাকবেন। অনেকে হয়ত এটাও বলবেন যে যেখানে ফুর্তি বা বিলাস নেই সেখানে তেমন আনন্দ নেই। না, এ কথা কোনো ভাবেই মানা যায় না। মনে করি ফুর্তির বা বিলাসবহুল জীবনযাপনে কোনো ভাবেই আনন্দে থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। আর এটা অবশ্যই ব্যাক্তি তারতম্যে ঘটে। তবে তার জন্যে তার পরিবেশগত বেড়ে উঠা অনেকটাই দায়ী। আমি সে কথাতে যাচ্ছি না বরং সেই কথা বলছি যেখানে খুব অল্প খুশি বা ছোট ছোট খুশিতে অনেক আনন্দে থাকে যায়। চলুন তবে কিছু উদাহরন এ ঘুরে আসা যাক।

একজন মানুষের কথা বলছি যে কিনা রোজ সকালে উঠে রাস্তায় হাঁটে। আপনি ভাবছেন এ আর নতুন কি। নানা কারণে কত মানুষ মর্নিং ওয়াক করে। কিন্তু না, দেখা গেল আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। উনি জনসেবা করেন। কিভাবে! আসলে তিনি সকালে উঠে রাস্তায় উঠে কোনও পেরেক বা শক্ত ইট তা সরিয়ে দেন। রাস্তার মাঝে কোনো গর্ত থাকলে তা বুজিয়েও দেন। যাতে পথ চলতি মানুষ বা কোনো গাড়ির কোনো বিপদ না ঘটে। এভাবে ইনি জনসেবা করেন। আর এতেই তিনি খুব আনন্দে থাকেন। একজন ফলওয়ালা কেন আপনার থেকে বেশি ফলের দম নেন আর ওই মহিলা থেকে কম পয়সা নেন আপনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেন নি। আপনার সঙ্গে তার বিক্রেতার তর্কও হয়েছে। আপনি তাকে গালি অবধি দিয়েছেন। এমনকি মহিলা বলে কম নেওয়া নিয়ে কুৎসিত কথাও বলেছেন। বাট ঘটনা কিন্তু অন্য। আপনাকে ওই মহিলার পিছু পিছু নিয়ে দেখিয়েছেন ওই বিক্রেতা দেখিয়েছেন যে, উনি কিভাবে প্রতিদিন গরিবদের ফল দান করেন। এতেই উনি খুশি থাকেন। আর ফল বিক্রেতা সেটা যেদিন থেকে লুকিয়ে ওই মহিলার পিছু করে জানতে পেরেছেন, সেদিন থেকে ওনার খুশিতে ফল বিক্রেতা ও ভাগীদার হয়েছেন। মানে, উনাকে কম দামে ফল বিক্রি করেন। আর এতে উনিও আনন্দ পান।

আপনারা হয়ত টিভিতে দেখেছেন এখন ট্র্যাফিক সার্জেন্ট অবসর সময়ে কিছু স্কুলছুট রাস্তার বাচ্ছাকে কিভাবে পড়ার প্রতি মনোযোগ আনার জন্যে তাদেরকে নিজ দায়িত্বে লেখাপড়ার প্রতি যত্ন নিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাদের বই খাতাও যুগিয়েছেন। এটা করে উনি আনন্দ পান। আমি আরেকজন ট্র্যাফিক কে জানি ছোট ছোট শিশুকে যে কিনা রাস্তায় হাত ধরে পার করতে সব থেকে বেশি আনন্দ পান। তিনি তার বারো ঘণ্টার খাটুনি যেনো নিমেষে ভুলে যান তার ওই বাচ্চার রাস্তা পার করার আনন্দে। আরো ঘটনা আছে অন্য আরেক জন ট্রাফিক অফিসারের। যে কিনা একদিন প্রচুর হ্যারাজ করেছিল একজন গাড়িচালককে তার গাড়ির কাগজপত্র ঠিক মত দেখতে চেয়ে। শেষ অবধি তাকে ফাইন দিতেই হয়। আর টাকা ছিল না। বাইকের পেছনে বসা মেয়েটি বললো- বাবা তাহলে কি বাবা আমার জন্মদিনের গিফটটা কেনা হবে না বাবা? বাপ জানায় --- না হবে না। বাচ্চা মেয়ের চোখে জল। বাপের উত্তর কি করবো বল? সেদিন ওই কথা শুনে ট্র্যাফিক তাকে ছেড়ে দিয়েছিল। জানলে অবাক হবেন সামনের দোকান থেকে গিফট দিয়ে বলেছিল -- এটা আমার তরফ থেকে তোমার জন্মদিনে গিফট। আর তার বাবাকে কোনো ফাইন না করে টাকাটা ফেরত দিলেন। বললেন - ওটা দিয়ে তোমার বাবার থেকে যা খুশি পছন্দের কিনে নিও। আরো জানলে অনেক হবেন ওই ব্যাক্তি আর কোনোদিন এমন কোনো আবেগঘন মুহূর্তে কাউকে কোনো ফাইন করেন নি। উনি এভাবেই আনন্দে থাকেন। বলুনতো এটা কম কিছু হলো!

আমরা লক ডাউন এর সময় দেখেছি কত ভালো মানুষকেও। কি কি ভাবে তারা সমাজে প্রতিদন সাহায্য করে চলেছিল তাও আমরা সেই সময়ে দেখেছি। তারা সেই সামান্য সেবাতে কি অনাবিল আনন্দ পান তাও দেখেছি। মানে মানবিক দিক এখনও শেষ হয়ে যায় নি। তল মানে মানুষের মনুষ্যত্ব এখনও শেষ হয় নি। আমরা অনেক নেগেটিভ লোকজনকে দেখেছি কিন্তু তার মধ্যেও আবার পেয়েছি পজেটিভ ও স্বার্থহীন লোককেও। আজও আমদের দেশে বিশেষত কলকাতার মত ফ্রেন্ডলী সিটিতে দেখেছি একজন মানুষ অসুস্থ হলে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা মরিয়া চেষ্টা করেও অজানা ব্যাক্তিকে সুস্থ করতে ব্যস্ত হতে উদ্যত হন। এটা কম কথা নয়। অনেক ক্ষেত্রে ঝগড়া বা মারপিটও থামিয়ে দেন অজানা অনেকেই। এই শান্তি বজায় রেখে অনেকেই মনের আনন্দে বাঁচেন। সুতরাং এক এক জনের খুশি আনন্দ এক এক রকম। তাই ভালো বা খুশি বা আনন্দে থাকতে হলে জাস্ট মনের সুস্থ দিক আর সদিচ্ছা থাকলেই হলো।

সুতরাং আমাদের কোনো কারণে হতাশাকে জীবনে প্রশ্রয় দিলে চলবে না। খুব বড়ো আশা করলেও চলবে না। খুব ছোট ছোট কারণে নিজেকে খুশি রাখতে হবে। আর সর্বদা আনন্দে থাকতে হবে। জানবেন দুঃখ থাকে সব জীবনে। খুশি হবেন তা জেনে যে আপনার থেকেও অনেক দুঃখী অনেকেই আছেন। তাই চরম কষ্টে থাকলেও দেখাবেন না। আপনি জানবেন আপনার ভাগ্য আর পরিশ্রম আপনাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছে। তাই খুলে বাঁচুন, হেসে বাচুন, আনন্দে বাঁচুন। জানবেন কোনকিছু চিরকাল থাকে না। দুঃখও থাকে না। নিজের আনন্দে অনেককে আনন্দে রাখা যায়। আবার এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে নিজের আনন্দ অন্যের নিরানিন্দের কোনো কারন না হয়ে যায়। তাই আনন্দে থাকুন, খুশিতে থাকুন। ভালোবাসুন। ভালো থাকুন ও ভাল রাখুন। হৃদয় ও মন আপনার সেই কথায় বলছে। বাকিটা ভগবান দেখে নেবেন। আপনি আনন্দে থাকলে আপনার অন্তরের ঈশ্বরও ভালো ও আনন্দে থাকবেন।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

নিখোঁজের ১৮ দিন পরেও হদিশ নেই কুমারডিহি গ্রামের দুই নাবালিকার

প্রতিবাদে থানায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: চলতি মাসের ১ তারিখ পাণ্ডবেশ্বর থানার অন্তর্গত কুমারডিহি গ্রামের উদয়ন সংঘ ফুটবল ময়দান থেকে সকাল ছয়টা থেকে সাড়ে ছটা নাগাদ গ্রামের বাউড়ি পাড়ার দুই বছর দশকের নাবালিকা খেলতে এসে রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায়। ঘটনার ঠিক পরের দিন ফুটবল ময়দানের বাউন্ডারি ওয়ালের পাশেই এক যুবকের রহস্যজনকভাবে মৃতদেহ উদ্ধার হয়। দুই নাবালিকা নিখোঁজের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রামেরই এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার, এই নিয়েই নিখোঁজ রহস্য হয় আরো ঘনীভূত।

যমজ দুই বোনকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে বলে ধারণা স্থানীয়দের। ঘটনার দিন প্রশিক্ষিত কুকুর এনে তদন্ত করে পুলিশ কিন্তু তাতেও কোন সূত্র হাতে আসেনি বলে খবর। বিক্ষোভে প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা যায় তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি খোকন মণ্ডল সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতাদেরও। দলের ব্লক সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায় বলেন, বিধায়কের নির্দেশে আমরা পরিবারটির সঙ্গে আছি। এদিন এগারোটা থেকে প্রায় একটা পর্যন্ত থানার গেটের সামনে বিক্ষোভ চলে। পরে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে ১০-১২ জন প্রতিনিধি থানার আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। কেন এখনও শিশু কন্যা দুটি উদ্ধার হল না? আধিকারিকের কাছে সেই প্রশ্ন করেন তারা। পুলিশ সব রকম ভাবে শিশুকন্যা দুটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করছে বলে আধিকারিক জানান। বিক্ষোভকারীরা বলেন, পুলিশ সহযোগিতা চেয়েছে, আমরা সহযোগিতা করছি। কিন্তু দ্রুত নিখোঁজ শিশু কন্যাদের পুলিশ উদ্ধার করতে না পারলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি।

সোলো ট্রিপে হিমাচল ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল শ্রীরামপুরের অভিজিৎ দত্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: বছর ৪৪-এর অভিজিৎ দত্ত কয়েক দিন আগে সোলো ট্রিপে হিমাচল যান। হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে গিয়েছিলেন একাই। ঘুরতে গিয়ে মৃত্যু হল শ্রীরামপুরের যুবকের। সোমবার বাড়িতে খবর আসে, চেল এলাকা থেকে অভিজিৎকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ পরিবার।

শ্রীরামপুরের পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা জানান, সোমবার তাঁদের কাছে খবর আসে, রবিবার চেল নামে একটি এলাকায় অভিজিৎকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। প্রথমে তাঁকে স্থানীয় জুব্বা এলাকায় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে তাঁকে সিমলার ইন্দিরা গান্ধি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

শ্রীরামপুরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কালীতলা এলাকায় বৃদ্ধ মা ও মামাকে নিয়ে থাকতেন অভিজিৎ। এর আগে শ্রীরামপুর স্টেশন সংলগ্ন কুমিরজলা রোডে থাকতেন তাঁরা। অভিজিৎ শ্রীরামপুর পুরসভার কর বিভাগের কর্মী ছিলেন। তাঁর বাবাও এই পুরসভায় কাজ করতেন।

পুরপ্রধান গিরিধারী সাহা জানান, তাঁদের তরফে হিমাচল প্রদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। সেখানকার পুলিশ জানিয়েছে, অভিজিৎকে যখন উদ্ধার করা হয়, অচৈতন্য ছিলেন। ফলে তাঁর কোনও বয়ান পাওয়া যায়নি।

সূত্রের খবর, অভিজিতের মোবাইল ফোনটি লক থাকায়, সেই ফোন থেকে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। পরে সিম কার্ডটি কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। শ্রীরামপুর থানার মাধ্যমে পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করে হিমাচল প্রদেশ পুলিশ।

সূত্রের খবর, ফোনের মাধ্যমেই পরিবারের তরফে দেহটি শনাক্ত করা হয়। অভিজিতের এক বন্ধু জানান, গত ১২ ডিসেম্বর সিমলা বেড়াতে যান অভিজিৎ। এরপরই এই ঘটনা। সিমলা থানা থেকেই ফোন করে খবর দেওয়া হয়। পরে বন্ধুরা সকলে মিলে পুরসভা ও থানায় যোগাযোগ করেন। বুধবার মৃতদেহ আনতে রওনা দেবে অভিজিতের পরিবারের লোকজন।

শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: বুধবার সকালে আউশগ্রামের সোমাইপুর আদিবাসী ও বাগ্দী পাড়ায় দুটি পৃথক জায়গায় দুঃস্থ মানুষদের শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। এই শীতবস্ত্র বিতরণের উদ্যোক্তা হল নবীন কিষাণ কোম্পানি ও মির্ধা ফাউন্ডেশন। এই দুই সংস্থার যৌথ উদ্যোগ ছাড়াও গ্রামের সাধারণ মানুষরাও এই বিতরণের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই বিতরণের অনুষ্ঠানে মোট ২৬২ জন দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজবল্লভ কোনার, দীপঙ্কর ঘোষ, রিজনুর মিদ্যা, ভুবন বাগদি সহ গ্রামের আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষজনরা উদ্যোক্তাদের তরফে রাজবল্লভ কোনার বলেন, স্থানীয় সিভিক ভলান্টিয়ার্স ভুবন বাগদির প্রচেষ্টায় এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এলাকার যে সমস্ত মানুষ পিছিয়ে পড়া বা আর্থিক ভাবে দুর্বল সেই সমস্ত মানুষদের একটা লিস্ট করে আমরা সেই সমস্ত মানুষের হাতে কিছু শীতবস্ত্র তুলে দিলাম।

পাইপলাইন বসানো নিয়ে উত্তেজনা জামুরিয়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: পাইপ লাইন বসানোকে ঘিরে ব্যপক উত্তেজনা জামুরিয়ার পাথরচুড় গ্রামে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের জামুরিয়া থানার থানার পক্ষ থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কমব্যাট ফোর্স মোতায়েন করা হয়।

গ্রামের রাস্তার উপর দিয়ে তিন তিনটি পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে। এই পাইপ লাইন কারা বসাচ্ছে এই নিয়ে দ্বন্দ্ব। চাকরি ও পানীয় জলের দাবিতে পাইন লাইনের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয়।

স্থানীয়রা জানায়, অজয় নদী থেকে পাইপ লাইন তাদের গ্রামের রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কে বা কারা। তা গ্রাম বাসিন্দাদের কাছে জানা নেই। তারা জানায়, যদি সরকারি পাইপ লাইন নিয়ে যায় আমাদের কোনও সমস্যা নেই, তবে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। আর যদি বেসরকারি কারখানার পাইপ লাইন এই রাস্তা দিয়ে বসানোর কাজ করছে তবে গ্রামের প্রতিটি পরিবারের একজনকে চাকরি ও এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে। তারা আরও জানায়, স্থানীয়া যদি পাইপ লাইন বসানোর প্রতিবাদ করলে পুলিশ

তাদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের দাবি কারা এই পাইপ লাইন নিয়ে যাচ্ছে, তা স্পষ্ট ভাবে স্থানীয়দের জানাতে হবে। কারখানার পাইপ লাইন হলে স্থানীয় চাকরি দিতে হবে, না হলে পাইপ লাইনের কাজ বন্ধ থাকবে। ঘটনাস্থলে রয়েছে জামুরিয়া থানার পুলিশ বাহিনী।

অন্যদিকে পিএইচ দপ্তরের এক ইঞ্জিনিয়ার জানান, এই পাইপ লাইনটি জল জীবন মিশনের। জলের পাইপলাইন নিয়ে গ্রামবাসীরা অযথা ঝামেলা করছে।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ : তারিখ : ০৩.০১.২০২৫
বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০৩.০১.২০২৫ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৮৪,৪৩,০৯০.০০ টাকা (এক কোটি চুরাশি লাখ তেতাল্লিশ হাজার নব্বই টাকা)** ০৬.০৫.২০২৩ পর্যন্ত এবং পরবর্তী সুদ এবং ব্যয় সহ জামিন অধীনে ঋণদাতা কর্তৃক বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স এনসিবিএ এক্সপোর্টস প্রা. লি. ঠিকানা** - ৭৯/১৮/১, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৪ **এবং** ২০৮বি, পীকক লেন, শাহপুর, জাট, নিউ দিল্লি - ১১০০৭০ **এবং** ৮/১, চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা - ৭০০০০৯ **শ্রী অমিতাভ সেন (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা) ঠিকানা** - ৫৪বি, পটুয়াতলা লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯ **শ্রীমতী মিতা সেন (ডিরেক্টর এবং জামিনদাতা) ঠিকানা** - ৫৪বি, পটুয়াতলা লেন, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০০৯ কাছ থেকে।

সংরক্ষিত মূল্য **৭৩,৮৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৭,৩৮,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৭০ বর্গফুট, ৪ বেড রুম, ২ টয়লেট এবং ২ কিচেন ব্যালকনি, ১ স্টোর রুম ইত্যাদি অবস্থিত এবং প্রেমিসেস নং ৭৯/১৮/১, আচার্য জগদীশ বোস রোড, (পূর্বতন নং ৭৯/১৮, লোয়ার সার্কুলার রোড), থানা : তালতলা, কলকাতা - ৭০০০১৪, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ৫৩, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির অংশ এবং স্বার্থ জমির পরিমাণ কমবেশি ২ কাঠা ১৩ ছটাক এবং ৩০ $^1/_2$ বর্গফুট।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৬.১২.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং - ৯৬৭৪৭১৩২৯৭

দ্রষ্টব্য : ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডিআরটি - ১, কলকাতা সমীপে সিকিউরিটাইজেশন আবেদন এসএ/৭২/২০২৪ অমীমাংসিত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://ebkray.in এবং/বা https://BAANKNET.com

খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে

তারিখ ঃ ১৯.১২.২০২৪
স্থান ঃ কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ

রেজিঃ অফিস: রয়্যাল ইনসিওরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামসেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসাত শাখা): ২য় ফ্লোর, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন- ৭০০১২৭
শাখা অফিস (কলকাতা শাখা): রয়্যাল ইন্স্যুরেন্স বিল্ডিং, ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বিবাদী বাগ,কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০০১
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা): ২৪, ১৬, নর্থ এভেনিউ, কালী মন্দিরের বিপরীতে, বেঙ্গল অম্বুজা, হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ ৭১৩২১৬

দাবি বিজ্ঞপ্তি (সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) এর অনুসারে)

জিআইসিএইচএফ লিঃ নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাদের বসবাসের বাড়ি/ফ্ল্যাট কেনার জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তির জন্য ঋণ মঞ্জুর করেন, জিআইসি এইচএফ লিঃ-র অনুকূলে ন্যায়সঙ্গত বন্ধক গঠন করে। ঋণের টাকা ফেরৎ অনিয়মিত হওয়ায় পরিণামে অ্যাকাউন্টটি নন-পারফরমিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলী ও নির্দেশ অনুসারে।

জিআইসিএইচএফ লিঃ কলকাতা শাখা তাই সারফেইসি এক্ট, ২০০২-এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে এর অধিকারগুলিকে কার্যকর করেছে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল ২০০২ এর রুল ৩ অনুসারে এই দাবি বিজ্ঞপ্তিপ্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে তাদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত মোট বকেয়া পাওনা সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করতে ঋণগ্রহীতাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, সেইসঙ্গে আরও সুদ, পেনাল সুদ এবং চুক্তিভিত্তিক হারে চার্জ পেমেন্ট এবং/অথবা আদায় না হওয়া পর্যন্ত বকেয়া প্রিন্সিপালের উপর, যা ব্যর্থ হলে আমরা উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে সমস্ত বা যেকোনো অধিকার স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারি, যা দয়া করে লক্ষ্য করুন।

আপনাকে আরও নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উল্লিখিত আইনের সাব-সেকশন ১৩ এর শর্তে, আপনি জিআইসিএইচএফএল থেকে আমাদের লিখিত সম্মতি না নিয়ে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রি, লিজ বা অন্যথায় দিতে পারবেন না, এতে ব্যর্থ হলে আপনি শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দায়ী হবেন উক্ত আইনের ধারা ২৯ অনুসারে।

নোটিশটি জিআইসিএইচএফএল-এর অধিকারের প্রতি কোনো কুসংস্কার ছাড়াই, আইনের অন্য কোনো প্রযোজ্য বিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় বলে মনে করে এমন অন্যান্য আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল এর যথাযথভাবে অনুমোদিত অফিসার নোটিশ জারি করতে এবং উপরোক্ত আইনের উপধারা ১২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা, সহ- ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারের নাম/ লোন ফাইল নং/ শাখার নাম	বন্ধকীকৃত সম্পত্তির ঠিকানা	দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠানোর তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বকেয়া পাওনা (টাকায়)
১.	শ্রী রঞ্জিত শ' এবং শ্রীমতী গায়ত্রী কুমারী WB0700610003794 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট পরিমাণ ৬৯১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত আরএস দাগ নং ২৯৭, খতিয়ান ২৩৮, আরএস নং ২৭৫, ফ্ল্যাট -বি-১, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, দ্বিতীয় তল, প্লট নং প্রেম-১১৯, পূর্ব পুটিয়ারি দক্ষিণ পাড়া, জেএল নং ৪৩, সেক্টর ওয়ার্ড নং ১১৪, চিহ্নিত স্থান : দক্ষিণ পাড়া তরুণ সংঘ, মৌজা : পূর্ব পুটিয়ারি, স্থান : পূর্ব পুটিয়ারি, তালুক : রিজেন্ট পার্ক, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০০৯৩, থানা : রিজেন্ট পার্ক। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : টালি নালা ;দক্ষিণে : খালি প্লট দাগ নং ৩৬৭,; পূর্বে : আর চ্যাটার্জির বসবাসের ভবন, দাগ নং ১১৪৭; পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১৩.১২.২০২৪	২১,৭১,১১৫/-
২.	শ্রী ত্রিদিব চন্দ্র মন্ডল এবং শ্রীমতী রিয়া মন্ডল WB0700610003863 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট পরিমাণ ৫৬৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত দাগ নং ২২৫ এবং ১৭০, ভবন নাম স্বস্তিক অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট ৩/২ ,উত্তর পশ্চিম দিকে, ৪র্থতল, প্লট নং ২১২, তারামণি ঘাট রোড, জেএল নং ২৬, সেক্টর ওয়ার্ড নং ১১৫,চিহ্নিত : নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, গ্রাম মৌজা : পশ্চিম পুটিয়ারি, স্থান : পশ্চিম পুটিয়ারি,তালুক : হরিদেবপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড : ৭০০০৪১, থানা : হরিদেবপুর। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক ;দক্ষিণে : জহর সাহা ; পূর্বে : শ্রী এল পি সরকার ; পশ্চিমে : চপলা সুন্দরী পালের সম্পত্তি।	১৩.১২.২০২৪	১৭,৫৪,৫৩৯/-
৩.	শ্রী সৌরদীপ আচার্য্য, শ্রী মৌমিতা আচার্য্য, WB0700610003874 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সম্পত্তি পরিমাণ ৬৭৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত, গাট নং ডিএজি২২৫ ১৭০, খতিয়ান নং ১৮৭ ৩৯১, হাউস নং ফ্ল্যাট ৩/১ উত্তর পূর্ব দিকে, ৪র্থতল, প্লট নং প্রেম ২১২, তারামণি ঘাট রোড, জেএল নং ২৬, সেক্টর ওয়ার্ড নং ওয়ার্ড ১১৫, চিহ্নিত : নোতাজি স্পোর্টিং ক্লাবের নিকট, মৌজা: পশ্চিম পুটিয়ারি, স্থান: পশ্চিম পুটিয়ারি, তালুক: পশ্চিম পুটিয়ারি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন কোড: ৭০০০৪১, থানা : হরিদেবপুর। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক; দক্ষিণে : একতলা ভবন; পূর্বে : একতলা ভবন এবং ২ তলা ভবন; পশ্চিমে : ৩ তলা ভবন।	২২.১১.২০২৪	২০,৭৪,২৪২/-
৪.	শ্রী সুদীপ দাস এবং শ্রীমতী চম্পা দাস ঘোষ, WB0770600000081 (বারাসাত শাখা অফিস)	জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৬ ছটাক , অবস্থিত মৌজা : পারুই, প্লট নং ১১৭৯(অংশ), আরএস এবং এলআর প্লট নং ২০১৭, জেএল নং ৩, থানা: স্বরূপনগর, তেপুল মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন: ৭৪৩২৭৩। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তরে: সড়ক; দক্ষিণে: এলওপি নং ১১৭৯, পূর্বে: সড়ক; পশ্চিমে: এলওপি নং ১১৭৬।	১৬.১২.২০২৪	৬,১৮,৯০৮/-
৫.	শ্রী সজল বিশ্বাস, শ্রীমতী কণিকা বিশ্বাস WB0770600000400 (বারাসাত শাখা অফিস)	জমির পরিমাণ আনুমানিক ৬.৬০ শতক বা ০৪ কাঠা অবস্থিত মৌজা : বেলতা, জেএল নং ১২২, দাগ নং ৫১২, খতিয়ান নং ১১২০, পাল্লা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা : গোপাল নগর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩৭০১, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অমিয় কুমার হীরা; দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : নারায়ণ মন্ডল; পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সড়ক।	১৬.১২.২০২৪	১৫,৭৭,১৮২/-
৬.	শ্রী অমিত কুমার দত্ত এবং শ্রী অসীম কুমার দত্ত, WB0770600000412 (বারাসাত শাখা অফিস)	জমির পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ৬ ছটাক এবং তদস্থিত একতলা পাকা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৩৭/সি, ন'কড়ি মন্ডল রোড, মৌজা: বাহির বাগ, জেএল নং ২, তৌজি নং ২৪৬২ এবং ২৪৬৩, আরএস দাগ নং ৫৫৮, আরএস খতিয়ান নং ৬০৬/১, এলআর দাগ নং ৩১৩৫, এলআর খতিয়ান নং ১৬০, থানা: বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৪৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : নিতাই পদ দত্তর সম্পত্তি; প্লট নং ই; দক্ষিণে : ননী বালা দত্তর সম্পত্তি; পূর্বে: ন'কড়ি মন্ডল রোড; পশ্চিমে : কানাই লাল দত্ত এর সম্পত্তি প্লট নং ডি।	১০.১২.২০২৪	৮,৪২,৬৭৪/-

এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বহির্দরজায় সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

তারিখ: ১৯.১২.২০২৪
স্থান: কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিন্যান্স লিঃ এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

AXIS FINANCE

অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

(CIN : U65921MH1995PLC212675)
অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি, মুম্বই - ৪০০ ০২৫

Ref. No. AFL/CO/2024-25/Legal/Nov/168 — **২১ নভেম্বর ২০২৩**

স্পিড পোস্ট/রেজিস্টার্ড এ.ডি./ইমেল মাধ্যমে আগাম বাধ্যবাধকতা ছাড়াই প্রেরণ

প্রতি

১. **ভিশন ইন্টেরিয়রস (ঋণগ্রহীতা),** ২২ রূপ চাঁদ রায় স্ট্রিট, একতলা, মদন মোহন মন্দিরের নিকট, পশ্চিমবঙ্গ -৭০০০০৭, **মোবাইল নং** : ৯৮৩০৭৪৬৫৯৪, ইমেল : suneetij@gmail.com

২. **বিকাশ পোপাত (সহ ঋণগ্রহীতা ১/বন্ধকদাতা ১),** ৭৬-এ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বৌবাজার, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২, মোবাইল নং : ৯৮৩০১৫৫৪৯৪, ইমেল : gme242000@gmail.com

৩. **সুনীতি পোপাত, (সহ ঋণগ্রহীতা ২/ বন্ধকদাতা ২)** ৭৬-এ, বিবি গাঙ্গুলি স্ট্রিট, বৌবাজার, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১২, মোবাইল নং : ৯৮৩০৭৪৬৫৯৪, ইমেল : suneetij@gmail.com

(পরবর্তীতে একত্রে ''ঋণগ্রহীতাগণ'' হিসেবে উল্লিখিত)
মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,

বিষয় : ২০০২ সালের সিকুইরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে (সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে) এবং বিধিমালা অধীনে

আমরা, অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড (''এএফএল''), কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধানের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি কোম্পানি এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন, ১৯৩৪ এর অধীনে নিবন্ধিত একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্স কোম্পানি অ্যাক্সিস হাউস, সি-২, ওয়াদিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার, পাণ্ডুরঙ্গ বুধকর মার্গ, ওরলি মুম্বই - ৪০০০২৫-এ এর নিবন্ধিত অফিস, অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে এতদ্বারা আর্থিক সম্পদ ও প্রয়োগের সুরক্ষা এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে এই নোটিশটি প্রদান করছি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (পরবর্তীতে 'সারফায়েসি আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সুরক্ষিত পাওনাদার হিসাবে।

১. এএফএল, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে, ঋণগ্রহীতার অনুরোধে মঞ্জুর করা মেয়াদী ঋণ আরও বিশেষভাবে এখানে তফসিল এ-তে বর্ণনা করা হয়েছে, মোট আইএনআর ১,৫১,৩৮,৩০২/- (এক কোটি একান্ন লাখ আটত্রিশ হাজার তিনশ দুই টাকা) ('ঋণ সুবিধা') সেখানে উল্লিখিত শর্তাবলীতে সারফেসি আইনের ধারা ২(১)(জেডসি) এর অর্থের মধ্যে তফসিল এ-তে বর্ণিত উপরোক্ত নিরাপত্তা একটি 'সুরক্ষিত সম্পদ' এবং এর ফলে এএফএল-এর পক্ষে সুরক্ষিত আগ্রহ তৈরি হয়েছে।

২. যেহেতু ঋণগ্রহীতারা আপনার সমান মাসিক কিস্তি (এমআইএস) পরিশোধের জন্য ক্রমাগত দাখিল খেলাপ করেছেন, তাই ঋণগ্রহীতাদের অ্যাকাউন্টগুলি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (''এনপিএ'') কার্যকর ০৩.১১.২০২৪ তারিখ থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশ অনুযায়ী এবং ঋণগ্রহীতাকে তা জানানোও হয়েছে।

৩. এখানে বলা আবশ্যক যে এনপিএ হিসাবে অ্যাকাউন্টের শ্রেণীবিভাগের উপরোক্ত তথ্যটি এএফএল দ্বারা আপনাকে জানানো হয়েছিল **০৭.১১.২০২৪** তারিখের এনপিএ ইঙ্গিত পত্রের মাধ্যমে যার রেফারেন্স নং AFL/NPAICO/Nov-24/2400 ঋণ সুবিধা ১ জন্য, এনপিএ জ্ঞাত করার পত্রের তারিখ ০৭.১১.২০২৪ রেফা নং AFL/NPAICO/Nov-24/2683 ঋণ সুবিধা ২ জন্য।

৪. পূর্বোক্ত বিবেচনায়, সিকিউরিটিজ ক্রেডিটর আর্থিক সম্পদ এবং এনফোর্সমেন্টের সিকিউরিটাইজেশন এবং পুনর্গঠনের ধারা ১৩(২) এর পরিপ্রেক্ষিতে ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতাকে এই বিধিবদ্ধ নোটিশ জারি করার অধিকারী হয়েছে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং এতদ্বারা আপনাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে এবং পৃথকভাবে সিকিউরড ক্রেডিটরের প্রতি বকেয়া পরিমাণ/সমষ্টি জমা দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি আইএনআর **১,১৪,৩৩,৪০২/- (এক কোটি চোদ্দ লাখ তেত্রিশ হাজার চারশ দুই টাকা)** ০৫.১১.২০২৪ অনুযায়ী পর্যন্ত বকেয়া প্রযোজ্য সুদ, আরও সুদ, ডিফল্ট সুদ, প্রিমিয়াম, খরচ সহ এখানে **তফসিল বি**-তে আরও বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, সারফায়েসি আইনের ধারা **১৩(২) এর অধীনে জারি করা এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের (ষাট দিনের) মধ্যে এই তারিখ** থেকে ঋণ পরিশোধে সুরক্ষিত এখানে উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের ক্ষেত্রে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৪) এবং ১৫ এর অধীনে তার কাছে উপলব্ধ নিরাপত্তা সুদ প্রয়োগের অধিকার প্রয়োগ করতে পাওনাদারকে বাধ্য করা হবে যার মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নীচে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;

ক তফসিল এ-তে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিতে হবে, যার মধ্যে এটি আদায় করার জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার রয়েছে;

খ. ধারা ১৩(৪)(বি) এর শর্তাবলীতে নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে সুরক্ষিত সম্পদ আদায়ের জন্য ইজারা, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তর করার অধিকার সহ আপনার ব্যবসার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করুন সারফেসি আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী।

গ. সুরক্ষিত সম্পদ পরিচালনার জন্য যে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করুন, যার দখল এএফএল দ্বারা নেওয়া হবে;

ঘ যেকোন সময় লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, যে কোনো ব্যক্তি যিনি আপনার কাছ থেকে যে কোনো সুরক্ষিত সম্পদ অর্জন করেছেন এবং যার কাছ থেকে কোনো টাকা বকেয়া আছে বা আপনার কাছে বকেয়া হতে পারে, তাকে এএফএল কে প্রদান করতে হবে, তাই অর্থের বেশিরভাগই সুরক্ষিত ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট

৫. এখানে বলা আবশ্যক যে ঋণগ্রহীতা একটি ব্যবসায়িক ঋণও নিয়েছিলেন আইএনআর ২০,০০,০০০/- (কুড়ি লাখ টাকা) (''ঋণ সুবিধা ৩'') ১৮.১২.২০২০ তারিখের লোন এগ্রিমেন্টে উল্লিখিত শর্তাবলীতে (''ঋণ সুবিধা ৩'') ১৮.১২.২০২০ তারিখের অনুমোদন পত্রের সাথে পড়া হয়েছে চিঠি ৩), ঋণগ্রহীতার দ্বারা স্বাক্ষরিত এবং সম্পাদিত, এএফএল-এর সাথে সহ-ঋণগ্রহীতা ১ এবং সহ-ঋণগ্রহীতা ২, ০৫.১১.২০২৪ তারিখে, ঋণগ্রহীতাদের ঋণ সুবিধা ৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিকিউরড ক্রেডিটরের কাছে প্রদেয় বকেয়া ঋণ হল আইএনআর ৩,৬৭,৭০৫/- (তিন লাখ সাতষট্টি হাজার সাতশ পাঁচ টাকা) এখানে তফসিল সি-তে আরও বিশেষভাবে বিস্তারিত।

৬. আপনাদের সকলকে অবহিত করা হচ্ছে এবং সতর্ক করা হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (১৩) এর বিধান অনুসারে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে সুরক্ষিত সম্পদের (এখানে তফসিল এ-তে উল্লেখ করা হয়েছে) হস্তান্তর করা হবে না। সুরক্ষিত পাওনাদারের পূর্ব লিখিত সম্মতি ছাড়াই করা হবে।

৭. সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে সারফেসি আইনের ধারা ১৩ (৮) এর বিধানগুলিতে আপনার মনোযোগ আমন্ত্রিত।

৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ধারা ১৩ (৪) এর অধীনে এএফএল এর ক্রিয়াকলাপের প্রক্রিয়াতে যে সমস্ত খরচ, চার্জ, ব্যয় বহন করবে এবং আনুষঙ্গিক সেইগুলি আইনের অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপনার কাছ থেকে আদায়যোগ্য হবে।

৯. অনুগ্রহ করে আরও মনে রাখবেন যে এই সংবিধিবদ্ধ নোটিশটি সুরক্ষিত পাওনাদারের অধিকারের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়াই জারি করা হয়েছে যেটি আপাতত বলবৎ কোনো আইনের বিধানের অধীনে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত অন্য কোনো আইনি প্রক্রিয়া/আইনি পদক্ষেপের সূচনা এবং/অথবা চুক্তি বা উভয় অনুযায়ী।

আপনাদের বিশ্বস্ত

অনুমোদিত কর্মকর্তা
অ্যাক্সিস ফিনান্স লিমিটেড

তপশিল এ
জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত
সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধা ১এর প্রেক্ষিতে জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বিনা অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৩০১, পরিমাণ আনুমানিক ৫০৪, বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) ৪র্থতলে ভবনের এবং নির্মিত প্লট জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ কাঠা , আরএস দাগ নং ৭২০, আরএস খতিয়ান নং ৭৩৫, জেএল নং ১২, তৌজি নং ৮, মৌজা স্পিরিট , থানা : বেহালা বর্তমানে হরিদেবপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৬৩, চাঁদের গ্রাম রোড, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১৫, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন **এবং চৌহদ্দি :** ভবন/ প্লটের : পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া চাঁদেরগ্রাম রোড, পশ্চিমে : শ্রীমতি বীনা সাহার ভবন, উত্তরে : শ্রীমতি কৃষ্ণা ঘোষের ভবন, দক্ষিণে : শ্রী এ মজুমদারের ভবন।

ঋণ সুবিধা ২ এর প্রেক্ষিতে জামিনদত্ত সম্পদের বিসারিত

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ আনুমানিক ১২০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) একতলায় (উত্তর পশ্চিম গেট) শ্রী সদন এর, এবং ২ টি ঢাকা কার পার্কিং স্পেস চিহ্নিত ৫ এবং ৬ হিসেবে মোট পরিমাণ আনুমানিক ২৭০ বর্গফুট (বিল্ট আপ এরিয়া) (প্রতিটি ১৩৫ বর্গফুট) সংশ্লিষ্ট ভবনে নির্মিত প্লট জমি পরিমাণ আনুমানিক ৮ কাঠা ১৪ ছটাক অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪, এস এন রায় রোড, কলকাতা -৭০০০৩৮, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পুরসভা ওয়ার্ড নং ১১৭, কলকাতা পৌর সংস্থ অধীন। ভবন /প্লট এর চৌহদ্দি : পূর্বে : শিওনাথ অয়েল মিল, পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, এস এন রায় রোড থেকে ; উত্তরে কেএমসি রোড ; দক্ষিণে : এডিবিওয়াইএ এস্টেট।

৫ নভেম্বর ২০২৪ অনুযায়ী মোট বকেয়ার বিস্তারিত

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল অনুমোদনের সীমা (আইএনআর)	মূল ও/এস (আইএনআর)	অধার্য সুদ (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্য চার্জ (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
বন্ধকী ঋণ (''ক্রেডিট ফেসিলিটি ১'')	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
বন্ধকী ঋণ (''ক্রেডিট ফেসিলিটি ২'')	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট বকেয়া						1,14,33,402

সুবিধা	ঋণ অ্যাকাউন্ট নং	মূল অনুমোদনের সীমা (আইএনআর)	মূল ও/এস (আইএনআর)	অধার্য সুদ (আইএনআর)	জরিমানা এবং অন্য চার্জ (আইএনআর)	মোট বকেয়া (আইএনআর)
ব্যবসা ঋণ (''ক্রেডিট ফেসিলিটি ৩'')	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
মোট বকেয়া						[illegible]

দ্রষ্টব্য - বার্ষিক ১২.৫০ শতাংশ, বার্ষিক ১০ শতাংশ এবং বার্ষিক ১৬ শতাংশ হারে সুদ ঋণ সুবিধা ১, ঋণ সুবিধা ২, ঋণ সুবিধা ৩ যথাক্রমে মূল বকেয়া, এবং অনুমোদনের শর্তাবলী অনুযায়ী খেলাপি সুদের উপর এএফএল দ্বারা চার্জ করা হয়।

পাঞ্জাব নैशनल बैंक punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার,
পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১

লিজে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক - **হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৬৬ এবং ৫০০ মিটার চৌহদ্দির মধ্যে লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে** (১২০০ বর্গফুট থেকে ১৬০০ বর্গফুট) শাখার জন্য উপযুক্ত তৈরি স্পেস চাইছে। প্রেমিসেস একতলায় অগ্রাধিকার পাবে।

প্রস্তাবক প্রেমিসেস এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সমুদয় ছাড়পত্র আবশ্যক। আগ্রহী প্রেমিসেসের মালিকগণ/ নথিভুক্ত পাওয়ার অব এটর্নি ধারীগণ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে প্রাপ্তব্য **www.pnbindia.in** বা উক্ত ঠিকানা থেকে কাজের দিন বা পিএনবি হরিহরপাড়া শাখা অফিস থেকে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত বয়ানে দীর্ঘ মেয়াদী লিজ সম্ভাব্য ১৫ বছরের জন্য বা অধিক সময়ের জন্য ইতিমধ্যেই তৈরি প্রেমিসেস আবশ্যক এরিয়াস্থিত প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। যথাযথভাবে সিল করা এবং স্বাক্ষর করা সম্পূর্ণ প্রস্তাব নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট **১৮.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫ টার মধ্যে** উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। যথাযথভাবে সিলকরা এবং স্বাক্ষর করা টেকনিক্যাল টেন্ডার (বয়ান এ) এবং আর্থিক টেন্ডার (বয়ান -বি) দুইটি পৃথক খামে এবং (অংশ-এ) টেকনিক্যাল বিড এবং (অংশ-বি) আর্থিক ডাক প্রধান খামে শীর্ষাঙ্কিত ভাবে পাঠাতে পারেন। উভয় খাম একটি বড় খামে **''টেন্ডার ফর প্রেমিসেস অব ব্রাঞ্চ অফিস হরিহরপাড়া, মুর্শিদাবাদ''** শীর্ষাঙ্কিতভাবে পাঠাতে হবে।

ব্যাঙ্ক কোনও দালালি দেবে না। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

সার্কেল হেড

পাঞ্জাব नैशनल बैंक punjab national bank

সার্কেল অফিস : মুর্শিদাবাদ, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, গোরাবাজার,
পো এবং থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪২১০১

লিজে প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব আহ্বায়ক বিজ্ঞাপন

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক - **ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২৩০৪ এবং ৫০০ মিটার চৌহদ্দির মধ্যে লিজ/ভাড়ার ভিত্তিতে** (১২০০ বর্গফুট থেকে ১৬৬০ বর্গফুট) শাখার জন্য উপযুক্ত তৈরি স্পেস চাইছে। প্রেমিসেস একতলায় অগ্রাধিকার পাবে।

প্রস্তাবক প্রেমিসেস এর জন্য সংশ্লিষ্ট বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের সমুদয় ছাড়পত্র আবশ্যক। আগ্রহী প্রেমিসেসের মালিকগণ/ নথিভুক্ত পাওয়ার অব এটর্নি ধারীগণ ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে প্রাপ্তব্য **www.pnbindia.in** বা উক্ত ঠিকানা থেকে কাজের দিন বা পিএনবি ইসলামপুর শাখা অফিস থেকে প্রাপ্তব্য নির্ধারিত বয়ানে দীর্ঘ মেয়াদী লিজ সম্ভাব্য ১৫ বছরের জন্য বা অধিক সময়ের জন্য ইতিমধ্যেই তৈরি প্রেমিসেস আবশ্যক এরিয়াস্থিত প্রেমিসেসের জন্য প্রস্তাব পাঠাতে পারেন। যথাযথভাবে সিল করা এবং স্বাক্ষর করা সম্পূর্ণ প্রস্তাব নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট **১৮.০১.২০২৫ তারিখ বিকেল ০৫ টার মধ্যে** উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে হবে। যথাযথভাবে সিলকরা এবং স্বাক্ষর করা টেকনিক্যাল টেন্ডার (বয়ান এ) এবং আর্থিক টেন্ডার (বয়ান -বি) দুইটি পৃথক খামে এবং (অংশ-এ) টেকনিক্যাল বিড এবং (অংশ-বি) আর্থিক ডাক প্রধান খামে শীর্ষাঙ্কিত ভাবে পাঠাতে পারেন। উভয় খাম একটি বড় খামে **''টেন্ডার ফর প্রেমিসেস অব ব্রাঞ্চ অফিস ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ''** শীর্ষাঙ্কিতভাবে পাঠাতে হবে।

ব্যাঙ্ক কোনও দালালি দেবে না। ব্যাঙ্ক কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও বা সকল প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখে।

সার্কেল হেড

শ্রীপুর গজনীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিঃ নং-১৬৪, তাং- ২১-০৩-১৯৬৪ পোঃ-গজনীপুর, থানা-হরিহরপাড়া, জেলা-মুর্শিদাবাদ

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা শ্রীপুর গজনীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের সকল সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যায় তেছে যে, আগামী২৮-০১-২০২৫ তারিখ, মঙ্গলবার সকাল ১২ ঘটিকায় গজনীপুর এম.এস.কে বিদ্যালয়ে অত্র সমবায় সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য/সদস্যা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত সভায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত নির্বাচন নির্ঘণ্ট (সংযুক্ত) অনুযায়ী নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। অত্র সমবায় সমিতির সকল সদস্য/ সদস্যাগণকে উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ কার হচ্ছে।

উল্লেখ্য অত্র বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে খসড়া নির্বাচক তালিকা ও নির্বাচনী নির্ঘণ্ট সংযুক্ত হল যা এই বিজ্ঞপ্তির অংশ বলে বিবেচিত হবে এবং সমিতির নোটিশ বোর্ডে প্রকাশিত হবে।

সংযুক্তি-খসড়া নির্বাচক তালিকা ও নির্বাচনী নির্ঘণ্ট।

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা-৯ (নয়) জন।
(অসংরক্ষিত -৬ জন, সংরক্ষিত-মহিলা-২ জন ও তপশিলী জাতী-উপজাতী-১ জন)

নির্বাচনী নির্ঘণ্ট

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান	দায়িত্ব প্রাপ্ত আধিকারিক
১.	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৮/১২/২০২৪	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
২.	খসড়া নির্বাচক তালিকায় আপত্তি গ্রহণ	১৮/১২/২০২৪ ও ২৪/১২/২০২৪	১২ঃ০০- ০৩ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও/ সমিতির ম্যানেজার
৩.	গ্রহীত আপত্তিকর প্রমানাদি সাপেক্ষে নিস্পত্তি করণ	২৬/১২/২০২৪	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৪.	চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	২৬/১২/২০২৪	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৫.	আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র বিতরণ	০২/০১/২০২৫ ও ০৩/০১/২০২৫	১২ঃ০০- ০৩ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৬.	প্রার্থী বা তার প্রতিনিধি কর্তৃক মনোনয়ন পত্র দাখিল (সমিতি অফিস)	০২/০১/২০২৫ ও ০৩/০১/২০২৫	১২ঃ০০- ০৩ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও/ সমিতির ম্যানেজার
৭.	মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও তার অব্যহিত পরে বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	০৭/০১/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৮.	প্রার্থীর লিখিত আবেদন ক্রমে মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার	০৯/০১/২০২৫	০৩ঃ০০ পর্যন্ত	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
৯.	চুড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	০৯/০১/২০২৫	প্রত্যাহারের পরে	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
১০.	প্রয়োজন অনুসারে প্রতীক বন্টন	০৯/০১/২০২৫	১২ঃ০০	সমিতির অফিস গৃহ	এ.আর.ও
১১.	আবশ্যক ক্ষেত্রে ভোট গ্রহণ	২৮/০১/২০২৫	১২ঃ০০- ০৩ঃ০০	গজনীপুর এম.এস.কে	এ.আর.ও
১২.	ভোট গ্রহণ শেষে ভোট গননা ও ফল প্রকাশ	২৮/০১/২০২৫	গননার পরে	গজনীপুর এম.এস.কে	এ.আর.ও

বিঃদ্রঃ- পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের আইন ২০০৬ ও পশ্চিমবঙ্গ সমবায় সমিতি সমূহের নিয়মাবলী ২০১১ অনুযায়ী প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত ভোটার পরিচয় পত্র সমিতির পাশ বহি অথবা বিকল্প স্বচিত্র পরিচয় পত্র ভোট দান কেন্দ্রে সঙ্গে আনিবেন।

সাগরী মণ্ডল সহকারী রিটার্নিং অফিসার
শ্রীপুর গজনীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
ব্লক এন, প্লট নং ৫৫৪, নিউ আলিপুর
টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা - ৭০০০৫৩

পরিশিষ্ট IV রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু

নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৪.০৯.২০২৪ তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতী রূপা প্রধান (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বামী শ্রী বিষ্ণু প্রধান, ঠিকানা - ১০২এ, মজলিশি আরা রোড, ৪র্থ তল, সুকান্ত পল্লী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৪১ এবং শ্রী বিষ্ণু প্রধান (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) পিতা শ্রী সুধাংশু প্রধান, ঠিকানা - ১০২এ, মজলিশি আরা রোড, ৪র্থ তল, সুকান্ত পল্লী, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০০৪১** আলিপুর শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **২০,৯০,৩১২ টাকা (কুড়ি লাখ নব্বই হাজার তিনশ বারো টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।** ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক,** নিকট বকেয়া ২০,৯০,৩১২ টাকা (কুড়ি লাখ নব্বই হাজার তিনশ বারো টাকা) ০৪.০৯.২০২৪ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ।

''এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট চতুর্থতলে পরিমাণ ৯৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমি এবং সকলের ব্যবহারের এরিয়া জি-৩ তলা ভবনে, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০২এ, মজলিশ আরা রোড,সুকান্ত পল্লি,থানা : বেহালা, ওয়ার্ড নং ১২১, কেএমসি অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০৪১, জমির পরিমাণ ০১ কাঠা ১২ ছটাক , মৌজা : সিরিটি, পরগনা : মাগুরা, জেএল নং ১১, আরএস নং ১৮৬, তৌজি নং ৩৫, ১৭৭, ৪১১, দাগ নং ৪৪৮, খতিয়ান নং ৩৯৮, শ্রীমতি রূপা প্রধান এবং শ্রী বিশু প্রধান এর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্রেমিসেস নং ১০২, মজলিশ আরা রোড, **দক্ষিণে :** অজিত কুমার দাসের সম্পত্তি, **পূর্বে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড, **পশ্চিমে :** প্রেমিসেস নং ৩৬, মজলিশ আরা রোড।

তারিখ :১৬.১২.২০২৪ , স্থান : কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

Indian Bank

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক জোনাল অফিস
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় এবং ৪র্থ তল,
কলকাতা-৭০০০০১
শাখা অফিস : গলফ গার্ডেন শাখা, কলকাতা - ৭০০০৩২

পরিশিষ্ট - ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :

নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে ০৮.১০.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা **শ্রীমতী সুদীপ্তা ব্যানার্জি এবং শ্রী পরাগ ব্যানার্জি গলফ গার্ডেন শাখা** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৯,১০,৮৪৬.০০ টাকা (উনিশ লাখ দশ হাজার আটশ ছেচল্লিশ টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৯,১০,৮৪৬.০০ টাকা (উনিশ লাখ দশ হাজার আটশ ছেচল্লিশ টাকা) ১৬.১২.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।

''এতদ্বারা জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।''

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নিম্নোক্ত সম্পত্তির জন্য :

সম্পত্তির বিস্তারিত	সীমানা
বন্ধকদত্ত সম্পদ : সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০০৭৭৭২৯৯৩ : সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইডি : ৪০০০০৭৭৮২৮৭৭। সিবিএস অ্যাকাউন্ট নং ৫০২০৮০৭১৭৬৮, ৫০২৩৩২০০৯১২। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট ৩য়তলে, (দক্ষিণ পূর্ব/ পিছনের অংশে) পাঁচ (জি-৪) তলা ভবনে নাম 'শিবম অ্যাপার্টমেন্ট', দুই বেড রুম, এক কিচেন, এক ডাইনিং রুম এবং ২ টয়লেট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৬৫ বর্গফুট এবং ঢাকা গ্যারাজ একতলায় উক্ত ভবনে পরিমাণ এরিয়া ১৯৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি এবং ১ কক্ষ অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১/১এ/২২, এসএইচকেবি সরণি (জপুর রোড) এবং বর্তমানে পুরসভা হোল্ডিং নং ১০২৭(নতুন), এসএইচকেবি সরণি, মৌজা : কালিদহ, জেএল নং ২৩, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আরএস নং ১৬, সিএস দাগ নং ৪১৫, সিএস খতিয়ান নং ৩০৬, ওয়ার্ড নং ১৮, দক্ষিণ দমদম পুরসভা অধীন , থানা : দমদম, কলকাতা : ৭০০০৭৪, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।	**চৌহদ্দি : উত্তরে :** জপুর রোড, **দক্ষিণে :** পি জি ব্যানার্জি এবং আর এন ঘোষের ভবন, **পূর্বে :** পি জি ব্যানার্জি এবং আর এন ঘোষের ভবন; **পশ্চিমে :** কালাচাঁদ দত্ত এর ভবন।

তারিখ :১৬.১২.২০২৪, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে হুমকি, দিল্লি থেকে গ্রেপ্তার মালদার টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে খুনের হুমকি দেওয়ার ঘটনায় দিল্লিতে গ্রেপ্তার হল মালদার এক টোটো চালক। মঙ্গলবার রাতে দিল্লির শাহিনবাগ এলাকা থেকে মালদা জেলার রতুয়ার এলাকার বাসিন্দা ওই টোটো চালককে গ্রেপ্তার করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি পিস্তল ও ধারালো চাকু। মঙ্গলবারের এই ঘটনার পর বুধবার রতুয়ার গ্রামের বাড়িতে আতাউল শেখ গ্রেপ্তারের ঘটনা জানাজানি হতেই জোর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামের রাস্তায় মোড়ে মোড়ে চর্চা শুরু হয় আতাউল শেখকে নিয়ে। সাদামাটা খেটে খাওয়া দিনমজুরের ঘরের ছেলে আতাউল যে

এমন কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলবে, তা ভাবতেই পারছে না পরিবার থেকে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। তবে আতাউল যে নির্দোষ, তাকে ফাঁসানো হয়েছে বলেও দাবি করেছেন পরিবারের লোকেরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩৮ বছর বয়সি আতাউল শেখ গত চার মাস আগে দিল্লিতে গিয়েছিল কাজ করতে। সেখানে শাহিনবাগ এলাকায় সহকর্মীদের সঙ্গে মেসবাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতো আতাউল। সেখানে ভাড়াতে একটি টোটো চালাতো সে। আতাউল শেখের বাড়ি চাঁচল মহকুমার রতুয়া থানার বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সাহাপুর এলাকায়। আতাউলের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা ওসমান গনি রয়েছেন। মা অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছেন। আতাউলের স্ত্রী আনজুমানা বিবি বাড়িতেই বিড়ি বাঁধার কাজ করেন। পরিবারে এক সাবালক এবং তিন নাবালক ছেলে রয়েছে। এছাড়াও আতাউলের গ্রামের বাড়িতে অবিবাহিত মানসিক ভারসাম্যহীন একটি বোন রয়েছে।

ধৃত আতাউলের বাবা ওসমান গনি বলেন, আমাদের কাছে আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বাড়ির দলিল সবই আছে। বংশ পরম্পরায় আমরা এখানেই বসবাস করছি। আমার ছেলে গত চার মাস আগে দিল্লি গেলেও তেমনভাবে রোজগার করতে পারছিল না। দু'মাস ধরে ও টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিল। ফোনও ঠিকমতো করত না। যখন তখন আবোল তাবোল বকতো। মানসিকভাবেই ও ভেঙে পড়েছিল। তবে ও এমনটা কেন করল বুঝতে পারছি না। ছেলের রোজগার করতে কাল ঘাম ছুটে যাচ্ছিল, সে বন্দুক আর চাকু কোথায় পাবে? ও কে ফাঁসানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে খুনের হুমকি এবং কিছু সাম্প্রদায়িক আপত্তিকর ভিডিও পোস্ট করার ঘটনায় মঙ্গলবাড় দিল্লির শাহিনবাগ এলাকা থেকে রতুয়ার টোটোচালক আতাউল শেখকে গ্রেপ্তার করে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। আর তারপরেই আতাউলের গ্রেপ্তারের ঘটনা নিয়ে মালদায় শোড়গোল পড়ে গিয়েছে।

ধৃত আতাউলের স্ত্রী আনজুমানা বিবি জানিয়েছেন, বিড়ি বেঁধে সংসার চলে না। রোজগার ছিল না বলেই ও দিল্লিতে গিয়েছিল। সহকর্মীদের সঙ্গে একটি মেস ভাড়া নিয়ে থাকতো। রোজগারের অভাব ছিল। তাতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল। নিজে খেতে পায় না ও পিস্তল পাবে কোথায়। আর এমনই বা কেন করল কিছুই বুঝতে পারছি না। ষড়যন্ত্র করে স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে। তবে ভুল যদি করে থাকে ওকে ক্ষমা করে দিক যোগী স্যার।

বাড়ি ভাঙচুর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে, পাল্টা অভিযোগ কাউন্সিলরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: মহিলার বাড়ির পাঁচিল ও টিনের চালার বাড়ি ভাঙচুর ও শ্লীলতাহানি অভিযোগ কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে। ওই মহিলা খাস জমি দখল করে ঘর করছিল পাল্টা দাবি কাউন্সিলরের। অপরদিকে মহিলার অভিযোগ, জমি দখলের চেষ্টা করছে কাউন্সিলর। চাওয়া হয়েছিল টাকাও। সেই টাকা না দেওয়ায় মহিলার নির্মীয়মাণ বাড়ি ভাঙচুর ও মহিলাকে মারধর করে কাউন্সিলরের করার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে আট বছর আগে জমি কিনেছিলেন শিপ্রা বিশ্বাস। বুধবার সকালে সেখানে তিনি টিনের চালা দিয়ে ঘর করতে যান। শিপ্রা দেবীর অভিযোগ সেই সময় স্থানীয় কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস ও তার অনুগামীরা এসে সেই ঘর ও তার বাড়ির পাঁচিল ভেঙে দেয় এবং জিনিসপত্র নিয়ে চলে যায়। শিপ্রা দেবী ও তার মা বাধা দিতে গেলে তার মাকে মারধর করা হয় এবং শিপ্রা দেবীকে শ্লীলতাহানি করা হয়। এদিন বিকেলে এই মর্মে তিনি বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শিপ্রা দেবীর আরো অভিযোগ এর আগে চিরঞ্জিত এই জমির জন্য তার কাছে ২ লক্ষ টাকা দাবি করেছিল। সেই টাকা না দিতে পারায় তাকে কুপ্রস্তাবও দিয়েছিল চিরঞ্জিত। শিপ্রা দেবীর দাবি, তার জমি দখল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি আতঙ্কে রয়েছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন কাউন্সিলর চিরঞ্জিত বিশ্বাস। তার পাল্টা দাবি ওই মহিলার জমির পাশে দুই তিন কাঠা খাস জমি রয়েছে। যেখানে পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা করে। মহিলা সেই জমি দখল করার চেষ্টা করছিল। তখন পাড়ার মহিলারা জমি দখলমুক্ত করে। তিনি অভিযোগকারী মহিলাকে ঠিকমতো চেনেনও না।

ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের

খুনের অভিযোগ তুলে কাঁকসা থানার দ্বারস্থ পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো কাঁকসার কেনেলপাড় এলাকায়। মৃত ওই শ্রমিকের নাম সতীশ মণ্ডল (৩৩)। খুনের অভিযোগ তুলে দেহ ফিরে পেতে কাঁকসা থানার পুলিশের দ্বারস্থ হল মৃতের পরিবার। পরিবারের অভিযোগ গত কয়েক বছর ধরে রবি সরকার নামের এলাকার এক ঠিকাদারের সঙ্গে ওই শ্রমিক বেঙ্গালুরুতে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। গত কালীপুজোর পর সে ছুটি কাটিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিল। রবিবার সকালে কাঁকসার ক্যানেলপাড়ের বাড়িতে ঠিকাদার ফোন করে মৃত্যুর খবর জানায়। পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের বেঙ্গালুরু গিয়ে দেহ নিয়ে আসতে বলে ফোন কেটে দেয়। জানা গিয়েছে, কাজের সূত্রে বেঙ্গালুরুর যে ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরের বিছানায় তাকে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে

সেখানকার পুলিশ। পরিবারের অভিযোগ শনিবার রাতে ফোনে কথা হয় তার পর রবিবারে মৃত্যুর খবর আসে। পরিবারের অভিযোগ তাকে খুন করা হয়েছে। দেহ উদ্ধারের পর থেকে তার মোবাইল ফোন পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, ওই শ্রমিক বাড়িতে টাকা পাঠানোর জন্য ঠিকাদারের কাছে পয়সা চেয়েছিল। সেই দিয়েই কিছু হয়ে থাকতে পারে বলে দাবি পরিবারের। ঠিকাদারকে ফোন করা হলে ঠিকাদার আজ না হয় কাল দেহ পাঠানোর ব্যবস্থা করবে বলে বারবার ফোনে জানায়। এই ভাবে ৪ দিন কেটে গিয়েছে। এদিকে পরিবারের সকলেই দিনমজুরের কাজ করে। তাই বেঙ্গালুরু যাওয়ার মতো তাদের সামর্থ্য নেই বলে জানিয়েছে। তাই বাধ্য হয়ে বুধবার সন্ধ্যায় দেহ ফিরিয়ে আনতে ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে গোটা পরিবার কাঁকসা থানার দ্বারস্থ হয়।

পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহি থানা এলাকায় পুলিশের মদতে চলছে কয়লা, বালি ও পাথর পাচার

ফের ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: পুরুলিয়া জেলাজুড়ে বালি, পাথর, কয়লা চালানোর ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করেছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ প্রশাসন। ফলে চোরাই পথেই বালি, পাথর, কয়লা চালানোর আপ্রাণ চেষ্টা সাঁওতালডিহি থানার পুলিশের মদতে মাফিয়াদের।

দিনের বেলায় জনগণের চোখ কে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারকেই হাতিয়ার করে বালি, পাথর, কয়লা পাচার করতে গিয়ে বারে বারে ঘটছে বিপত্তি। টামনা থানা এলাকায় রাতের বেলা নদী থেকে বালি চালাতে গিয়ে ট্রাক্টর উল্টে মৃত্যু হয় ট্রাক্টরের চালকের।

এবার চোরাই পথে কয়লা চালাতে গিয়ে জলাশয়ে উল্টে গেল কয়লা বোঝাই ডাম্পার। বুধবার সকালের আলো ফুটতেই দেখা গেল পুরুলিয়ার সাঁওতালডিহি -রঘুনাথপুর রাস্তায় মনোগ্রাম রেল গেটের পাশে নয়ানজুলিতে উল্টে যায় একটি কয়লা বোঝাই ডাম্পার। ওই গাড়ির চালক ও খালাসি পলাতক।

যদিও পুরুলিয়া জেলাজুড়ে সম্প্রতি বালি, পাথর, কয়লা চালানো একে বারেই বন্ধ করে দিয়েছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশ প্রশাসন। তবে দুর্ঘটনা ঘটনার পর প্রমাণ হচ্ছে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি এড়িয়ে পুলিশের মদতে শীতের রাতেও অবাধে জেলায় চলছে বালি, পাথর, কয়লা। জেলার সাঁওতালডিহি থানার পুলিশের মদতে আস্ত দেউলি পাহাড়ের পাথর চুরি করে ঝাড়খণ্ড সহ এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হচ্ছে পাচার, হচ্ছে সাঁওতালডিহি থানার গোয়াই নদী থেকে বালি পাচার। তাছাড়া চোরাই পথে কয়লা পাচার হচ্ছে সাঁওতালডিহি থানার পুলিশের মদতে। সম্প্রতি এলাকার বাসিন্দা তথা পাড়া বিধানসভার বিধায়ক নদিয়ারচাঁদ বাউড়ি খোদ সাংবাদিক সম্মেলন করে সাঁওতালডিহি থানার পুলিশের মদতে কয়লা, বালি, পাথর পাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার বিধায়কের সেই অভিযোগে শিলমোহর পড়ল। এদিন বিধায়ক বলেন, আমি কয়েকদিন আগেই সাংবাদিক সম্মেলন করে সাঁওতালডিহি থানার পুলিশের মদতে কয়লা বালি পাথর পাচার করার কথা বলেছিলাম। এবার কয়লা বোঝাই ডাম্পার উল্টে তার প্রমাণ মিলল।

অনুষ্ঠিত প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, ব্যাট করলেন বিদ্যালয় পরিদর্শক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: মাঠে নেমে ব্যাট চালালেন বিদ্যালয় পরিদর্শক, উৎসাহ দিলেন প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া মানুষ গড়ার কারিগরেরা। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বাড়াতে অনুষ্ঠিত হল প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের ক্রীড়া সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়ে আয়োজিত এদিনের এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় উপস্থিত ছিলেন, গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক সুনীল কুমার দাস, গঙ্গারামপুর সদর চক্রের অবর বিদ্যালয়ের পরিদর্শক এনামুল শেখ, তপন পশ্চিম চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক মদন বর্মন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

জানা গিয়েছে, এদিনের এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অন্তর্গত চারটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মোট চারটি দল অংশগ্রহণ করে। স্বয়ং গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শককে উদয় গ্রাম পঞ্চায়েতের হয়ে ব্যাট হাতে ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে দেখা যায়। জানা গিয়েছে, ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে বাশুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত নির্ধারিত ৭ ওভারে ৯৬ রান করে। জবাবে নির্ধারিত ওভারের আগে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অশোগ্রাম। ম্যাচের ও টুর্নামেন্টের সেরা হন মানস মজুমদার। সেরা ব্যাটসম্যান হন অভিজিৎ সাহা। সেরা বোলার হন দেবাশিস রায়।

উল্লেখ্য, শিক্ষকদের পাশাপাশি শিক্ষিকারা এদিন টেনিস বল নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম হন শিক্ষিকা মেহবুবা পারভীন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে সুলতা পারভিন ও নীলাঞ্জনা দাস। এবিষয়ে গঙ্গারামপুর উত্তর চক্রের বিশিষ্ট শিক্ষক তমাল কর জানান, 'সারা বছর ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে পড়াশুনার বিষয়ে যুক্ত থাকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই এই ধরনের একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।'

এবারও শীতের অতিথিরা হাজির বাঁকুড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে, ভিড় পক্ষীপ্রেমীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: প্রায় একটি বছরের অপেক্ষা শেষ, দীর্ঘ বেশ কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা মেনে এবারও 'শীতের অতিথি' পরিযায়ী পাখিদের ভীড় জমাতে শুরু করেছে বাঁকুড়া উন্নয়নী ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের জলাশয়েও। সুদূর সাইবেরিয়া, ইউরোপ, রাশিয়া, চিন ও তিব্বতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এখানে আপাতত বেশ কিছু দিনের অস্থায়ী আস্তানা গেড়েছে তারা। শীত কমতে শুরু করলে এই পাখিদের দল পুরনো পথ ধরে আবারও পাড়ি দেবে নিজের দেশে।

অন্যান্যবারের মতো এবারও পক্ষীপ্রেমী মানুষদের ভিড় বাড়তে শুরু করেছে শহর সংলগ্ন পুয়াবাগানের এই কলেজে। তবে এই 'অতিথি'দের স্বাভাবিক জীবনে কোনও ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকেও কড়া নজর রেখেছেন বেসরকারী এই কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কৃষ্ণেন্দু অধূর্য্য বলেন, পরিযায়ী পাখিদের এবার আসতে দেরী হওয়ায় আমরা বেশ চিন্তিত ছিলাম। পাখিদের যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে সেই বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি, সঙ্গে পূরো এলাকাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ তো আছেই বলে তিনি জানান।

নিজেদের কলেজের জলাশয়ে 'পরিযায়ী পাখি'দের দেখা পেয়ে খুশি পড়ুয়ারাও। তাঁরাও নিজেদের মতো করে খেয়াল রাখছেন পাখিদের। এই কলেজেরই ছাত্রী বৃষ্টি দত্ত বলেন, পাখির ডাকই আমাদের মনে করায় এই যান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরেও একটা জগৎ আছে। আমরা যখন ক্লাস রুমে থাকি, ঠিক তখন এই পাখিদের কিচির মিচির আওয়াজই আমাদের আওয়াজই পড়াশুনায় আরও বেশী মনোযোগী করে তোলে। তবে এই পাখিদের ফিরে যাওয়ার সময় হলে খানিক মন খারাপ হয় বলেও তিনি জানান।

পাখিদের আসা যাওয়া ও তাদের কিচির মিচির ডাক মনের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি জাগায়- মনে করেন ওই কলেজের পড়ুয়া সায়ন মণ্ডল, বর্ণালী আদকরা। শীতের এই দিন গুলিতে প্রতিদিন পাখিদের দেখতে আসা ও ছবি তোলা তারা অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছেন বলে জানান।

৫৩টি হাতির হানায় ভাঙল দুটি বাড়ি, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল দুটি পরিবার

বিঘের পর বিঘে জমির আলুর ক্ষতি, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জয়পুর: সোমবার রাতেই পশ্চিম মেদিনীপুর সীমানা পেরিয়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের জঙ্গল হয়ে ৫৩টি হাতির একটি দল জয়পুরের জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। বুধবার রাতে হাতির দলটি সটান হাজির হয় জয়পুর ব্লকের আঙারিয়া গ্রামে। আচমকাই হাতির দলটি খাবারের খোঁজে পরপর দুটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায়। ঘুমের মধ্যেই প্রবল শব্দ শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে হাতির দল দেখে আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন স্থানীয়রা। কোনওক্রমে বাড়ি থেকে পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যরা। পরে গ্রামবাসীদের তাড়া খেয়ে হাতির দল গ্রাম থেকে বেরিয়ে গ্রাম লাগোয়া আলুর জমিতে তাণ্ডব চালাতে শুরু করে। হাতির দলের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিঘের পর বিঘে জমির আলু চাষ। মাথায় হাত কৃষকদের। আর কিছুদিনের মধ্যেই আলু ঘরে তুলতে হতে, তার আগে সব সর্বনাশ করে দিয়ে চলে যায় হাতির দলটি। কৃষকরা জানাচ্ছেন মহাজনের কাছে ঋণ নিয়ে আলু চাষ করতে হয়েছে এক বিঘা আলু চাষ করতে ৩৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা খরচ। এই পরিস্থিতিতে সরকারি সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন তারা। তবে শুধুমাত্র বনদপ্তরের গাফিলতিতে বারবার হাতি লোকালয়ে চলে আসছে ক্ষোভ এলাকার মানুষের।

সম্পত্তির লোভে মাসি ও মেসোকে খুন, গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: মঙ্গলবার বিকালে ভাতারের রবীন্দ্রপল্লি এলাকায় বাড়ির ভিতর থেকে এক দম্পতির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ৩ জনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। দেহ উদ্ধারের প্রায় ৩ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ তদন্তে নেমে সবিতা যশের বোন ও তার দুই ছেলেকে গ্রেপ্তার করে। বুধবার ধৃতদের বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করে।

সম্পত্তির লোভেই তাদের খুন করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে।

মঙ্গলবার ঘটনার পরেই জেলা পুলিশ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তদন্ত শুরু করে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন জেলা পুলিশ সুপার। আনা হয় পুলিশ কুকুর। গ্রেপ্তার করা হয় মহুয়া সামন্ত ও তার দুই ছেলে অনিকেত সামন্ত এবং অরিত্র সামন্তকে। দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং একজন কলেজ পড়ুয়া বলে জানা গিয়েছে।

পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের রবীন্দ্রপল্লির দম্পতি খুনের ঘটনায় জড়িত তিনজনের বাড়ি বর্ধমান শহরের মিঠাপুকুর এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মোবাইলের চার্জারের তার দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন বলে পুলিশের

প্রাথমিক অনুমান। মৃত সবিতা যশের মাথায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। ঘরের রান্নাঘর থেকে তার দেহ উদ্ধার হয়। অভিজিৎ যশের দেহ ঘরের মেঝেতে উবুর হয়ে পড়েছিল। বাড়ির আলমারি লণ্ডভণ্ড অবস্থায় ছিল। জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস জানিয়েছেন, খুন করে বাড়ির আলমারি ভেঙে টাকা-পয়সা বা যা সম্পত্তি ছিল তা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল তারা। ওই দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। আর এই খুনের তথ্য সামনে আসতেই বুধবার সকাল থেকেই রবীন্দ্রপল্লিতে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, খণ্ডঘোষ: মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত উখরিদ এলাকায় বাড়ির ভেতর থেকে এক গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার নাম অপর্ণা রুইদাস। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগের ভিত্তিতে খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ মৃতার স্বামী সুমন রুইদাস ও শ্বশুর অসিত রুইদাসকে কুলে বাজার থেকে গ্রেপ্তার করে বুধবার বর্ধমান আদালতে পেশ করে। জানা গিয়েছে, মাত্র ছয় মাস আগে বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার অন্তর্গত ধওগড়িয়া এলাকার অপর্ণা রুইদাসের সঙ্গে খণ্ডঘোষ থানার অন্তর্গত উখরিদ এলাকার বাসিন্দা সুমন রুইদাসের বিয়ে হয়। মৃত গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই তাদের মেয়ে অপর্ণা রুইদাসের ওপর শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার চালাতেন তাদের জামাই সুমন রুইদাস। তাদের জামাই সুমন রুইদাস তাদের মেয়ে অপর্ণা রুইদাসকে মারধর করে ঘরের ভিতরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। খণ্ডঘোষ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। এই ঘটনায় পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার স্বামী ও শ্বশুরকে গ্রেপ্তার করে।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় ১৩টি পঞ্চায়েতের পরিদর্শন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে কাজের গতি আনতে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা জুড়ে ১৩টি পঞ্চায়েতের পরিদর্শন শুরু করলেন বিধায়ক।

মুখ্যমন্ত্রী সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ১২ লক্ষ মানুষের অ্যাকাউন্টে বাংলার বাড়ির টাকা পৌঁছে দিয়েছেন। সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সঠিক বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে ও সামাজিক পরিষেবা অটুট রাখার লক্ষ্যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা জুড়ে ১৩ টি পঞ্চায়েতের পরিদর্শন শুরু করলেন বিধায়ক। তিনি পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা গ্রাম পঞ্চায়েত পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে এই কর্মসূচি শুরু করেন। বিধায়ক বলেন, প্রত্যেক পঞ্চায়েত এলাকায় নতুন উন্নয়ন কমিটি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ করে দুর্নীতি রোধে এই ব্যবস্থা এবং মুখ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের মধ্যে যে বাংলার বাড়ির টাকা ইতিমধ্যেই দিতে শুরু করেছেন সেগুলো যেন সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তার নজর দিতে হবে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে এবং নাগরিক পরিষেবা জল, রাস্তাঘাট যেন সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং কেউ যেন বঞ্চিত না হয়।

বুধবার সিঙ্গুর আন্দোলনের শহিদ তাপসী মালিকের অষ্টাদশ মৃত্যুবার্ষিকীতে কামারকুন্ডু বাজেমেলিয়া উজ্জ্বল সংঘের সামনে তাপসী মালিকের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। ছবি—বনস্পতি দে

শ্মশানের মাটি কাটার অভিযোগে তৎপর পুলিশ

বাজেয়াপ্ত ট্রাক্টর ও মাটি কাটার মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: আদিবাসীদের শ্মশানের উপর দিয়ে অবৈধভাবে মাটি নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পেয়ে তৎপর পুলিশ। মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে বাজেয়াপ্ত করল ট্রাক্টর ও মাটি তোলার মেশিন। উত্তর ২৪ পরগনা গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোল্লা হাঁটি গ্রামের আদিবাসীদের শ্মশানের পাশে মাটি কাটার কাজ চলছিল। মাটি কেটে শ্মশানের উপর দিয়ে মাটি বোঝাই ট্রাক নিয়ে যাচ্ছিল। বুধবার সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা শ্মশানের উপর দিয়ে মাটি নিয়ে যেতে বাধা দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় গোপালনগর থানার পুলিশ। তৎপরতার সঙ্গে মাটি কাটার কাজ বন্ধ করে শ্মশানের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত মাটি তোলার মেশিন ও ট্রাক্টর আটক করে গোপালনগর থানার পুলিশ। এই বিষয়ে জমির মালিক জানিয়েছেন আর্থিক অনটনের জন্য তিনি তার জমির মাটি বিক্রি করে দিয়েছিলেন। যিনি মাটি কিনেছিলেন সমস্ত রকম অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব তার ছিল। কিন্তু এদিন গ্রামের লোক শ্মশানের উপর দিয়ে মাটি নিয়ে যেতে বাধা দেয়। তিনি চাইছেন যেভাবে সমস্যার সমাধান হয় সেটা করা হোক। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, আদিবাসীরা যা করেছে ভালো করেছে। আমি বলব তাদের থানায় অভিযোগ করতে, তাদের সঙ্গে আমরা আছি। এই প্রসঙ্গে বনগাঁ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি জাফর আলি মণ্ডল জানিয়েছেন, অভিযোগ আমিও শুনেছি। প্রশাসনিকভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে। এই বিষয়ে জিরো টলারেন্স।

হেরিটেজ ঘোষণা হলেও এখনও শ্রীহীন রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটা

মহেশ্বর চক্রবর্তী

আরামবাগ: প্রতিশ্রুতি ছিল নতুন ভাবে সাজানো হবে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটাকে। ক্ষোভ রামমোহন প্রেমী মানুষদের। ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাস মানেই পিকনিকের মরশুম। রঘুনাথপুরের আম বাগানে পিকনিক করতে আসা মানুষের ভিড়। শুধু রামমোহনের বাগান বলে মানুষ পিকনিক করতে আসছেন তা নয় এই বাগান দাউদ ইব্রাহিম তৈরি করলেও মানুষ পিকনিক করতে আসতেন। শুধু দেখার বিষয়, এখানে তারস্বরে ডিজে বাজাবার বা খুল্লামখুল্লা আরো কিছু করার পারমিশন আছে কিনা। প্রশাসন জানে, সরকারও বোঝে। কিন্তু এই সব বন্ধ করার জন্য কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। হেরিটেজ, জাতীয় ঐতিহ্য এইসব মনে করে রামমোহনপ্রেমী মানুষেরা সংরক্ষণের দাবি তুললেও উদাসীন প্রশাসন। রাজা রামমোহন রায়ের

জন্মের ২৫০ বছর পেরিয়ে গেলেও তাঁর জন্মভিটে তথা বসতবাড়ি বেহাল হয়েই পড়ে রয়েছে খানাকুলের রাধানগরে। হেরিটেজ ঘোষণার পরেও কোনও কাজ না হওয়ায় হতাশ এলাকার মানুষ। সরকারি উদ্যোগে এখনও পর্যন্ত কাজ হয়েছে পাঁচ-ছয়টি। তাঁর বাস্তুভিটের জমি অধিগ্রহণ হয়েছে। জাতীয় স্মারক হিসেবে তাঁর নামে পাঠাগার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। স্মৃতি ও স্বত্ত্ব সংরক্ষণ কমিটি পার্ক গড়লেও তা এখন প্রায় শ্রীহীন। বাম আমলে তাঁর জন্মস্থান পর্যন্ত কলকাতা থেকে বাস পরিষেবা চালু হলেও কোনও বাস ডিপো না হওয়ায় ক্ষোভ এলাকার মানুষের। রাধানগরে তাঁর ভগ্নপ্রায় বাড়িকে সংস্কার করে এবং তাঁর হাতে লাগানো আমবাগানকে ঘিরে বিশ্বমানের পর্যটনকেন্দ্রের দাবি দীর্ঘদিনের। কিন্তু এখনও সেই দাবি পূরণে আশ্বাস মিললেও কাজ হচ্ছে না বলে তাঁদের অভিযোগ। রামমোহনের স্মৃতি সংরক্ষণ নিয়ে সরকারি স্তরে ৪০ বছর ধরে অনেক পরিকল্পনা হলেও কাজ কিছু হয়নি। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী যখন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী ছিলেন, তখনই রামমোহনের জন্মভূমিকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর কাছে আবেদন জানানো হয়েছিল। স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করছেন দেবাশিস শেঠ। তাঁর দাবি, রামমোহনের জন্মভূমিতে অনেক কিছু করার ছিল। প্রচুর প্রতিশ্রুতি এসেছে। কিন্তু সেই অনুযায়ী কাজ হয়নি। তিনি বলেন, 'জেলা পরিষদের দাবি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সাড়া মেলেনি। হেরিটেজ ঘোষণার পর আমাদের প্রত্যাশা বেড়েছিল। ২০০২ সালে জেলা পরিষদ 'রামমোহন স্মৃতি ও স্বত্ব সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করে কিছু কাজের সূচনা করে। তার মধ্যে রয়েছে রঘুনাথপুরে রামমোহনের বাসভূমি এলাকায় একটি পার্ক নির্মাণ করে তার সৌন্দর্যায়ন এবং রাধানগর স্মৃতিমন্দিরের দেওয়ালে রাজার জীবনের চিত্ররূপ তুলে ধরা হয়। সেই পার্ক এখন শ্রীহীন। রঘুনাথপুরে রামমোহনের বাড়ি, উপাসনা-বেদি এবং তাঁর বউদি অলকমঞ্জুরী দেবীকে যেখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, সেখানে নির্মিত স্মৃতি-বেদিও ভগ্নপ্রায়। রামমোহনের জন্মস্থান অবহেলিত। এই বিষয়ে খানাকুলের রামনগর অতুল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অমিত আঢ্য বলেন, হেরিটেজ হলেও পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে আরও উন্নতি করা দরকার।

রোহিতদের টেস্ট বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠতে কী করতে হবে

ব্রিসবেন: টেস্ট ড্র হওয়ায় আরও চাপ বেড়েছে ভারতীয় দলের উপর। টানা তিন বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার সুযোগ নাও পেতে পারেন রোহিত শর্মারা। বাকি দু'টি টেস্টই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলতে হবে ভারতকে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ কঠিন।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্ট ড্র হওয়ায় ভারতের টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলার সম্ভাবনা টিকে রইল। প্যাট কামিন্সদের পরের দু'টি টেস্টে হারিয়ে ৩-১ ব্যবধানে সিরিজ জিততে পারলে রোহিতদের ফাইনাল খেলা নিশ্চিত। সে ক্ষেত্রে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ হবে ৬০.৫। শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়া দু'টি টেস্ট জিতলেও ভারতকে টপকাতে পারবে না। তবে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পর পর দু'টি টেস্ট জেতা সহজ নয়। বিশেষ করে রোহিত, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থদের ফর্ম তেমন আশাবাদী করছে না।

পরের দু'টি টেস্টের একটি ভারত জিতলে এবং অন্যটি হারলে সিরিজ শেষ হবে ২-২ ফলে। সে ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও কঠিন হবে ভারতের জন্য। ফাইনাল খেলার আশা সম্পূর্ণ শেষ না-হলেও রোহিতদের তাকিয়ে থাকতে হবে অন্য সিরিজগুলির ফলের দিকে। ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজ ২-২ ফলে শেষ হলে শ্রীলঙ্কা সফরে গিয়ে কোনও ম্যাচ জেতা চলবে না কামিন্সদের। তা হলেই আশা শেষ হয়ে যাবে ভারতের। শ্রীলঙ্কা ১-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতলে টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালের দৌড় থেকে ছিটকে যাবে অস্ট্রেলিয়া। ফাইনাল খেলবে ভারত। কারণ সে ক্ষেত্রে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ হবে ৫৫.২৬। অন্য দিকে, অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট শতাংশ হবে ৫৩.৫।

আরও একটি সম্ভাবনা রয়েছে ভারতীয় দলের সামনে। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি ২-২ ফলে শেষ হওয়ার পর দক্ষিণ আফ্রিকা ঘরের মাটিতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ০-২ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারলেও ফাইনালে ভারতের জায়গা নিশ্চিত হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে ভারতের পয়েন্ট শতাংশ হবে ৫৫.২৬ হবে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার পয়েন্ট শতাংশ হবে ৫২.৫৭। আবার শ্রীলঙ্কা একটি টেস্ট অস্ট্রেলিয়া ড্র রাখলেও দৌড় থেকে ছিটকে যাবে দক্ষিণ আফ্রিকা।

সব মিলিয়ে পরিস্থিতি বেশ কঠিন রোহিতদের জন্য। ফাইনাল খেলার সবচেয়ে সহজ পথ অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বাকি দু'টি টেস্ট জেতা। সিরিজের ফল ২-২ হলে তাকিয়ে থাকতে দেখা যাবে শ্রীলঙ্কা-অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা-পাকিস্তান সিরিজের ফলের দিকে। বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি হারলে আর কোনও সুযোগ থাকবে না রোহিতদের সামনে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা অশ্বিনের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল কিছু ক্ষণ আগে। সাজঘরে বিরাট কোহলির পাশে বসে কেঁদে ফেলেছিলেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। সেটাই সত্যি হল। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণা করলেন অশ্বিন। ব্রিসবেনে তৃতীয় টেস্ট শেষ হওয়ার পরেই নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন তিনি। অর্থাৎ, সিরিজের বাকি দুই টেস্টে অশ্বিনকে আর পাবেন না রোহিত শর্মারা।

ব্রিসবেনে খেলা শেষে অধিনায়ক রোহিতের সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে যান অশ্বিন। তিনি বলেন, আমার এখানে আসার কথা ছিল না। কিন্তু একটা কথা সকলকে জানানোর জন্য এসেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এটাই আমার শেষ দিন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে আমি অবসর নিচ্ছি। আইপিএলে অবশ্য খেলতে দেখা যাবে অশ্বিনকে। তিনি বলেন, আমার মনে হয়ে এখনও কিছুটা ক্রিকেট আমার মধ্যে বাকি রয়েছে। সেটা আমি ক্লাব স্তরের ক্রিকেটে দেখাতে চাই।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

'আর নয় পলায়ন, এবার পরাক্রম'

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারে নয়া স্লোগান আরএসএসের

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে এবার স্লোগানে বদল আনল আরএসএস। আরএসএসের এবার নয়া স্লোগান 'আর নয় পলায়ন, এবার পরাক্রম'।

আরএসএসের দাবি, বাংলাদেশে অত্যাচারিত হওয়ায় কেন সেখানকার হিন্দু সংখ্যালঘুরা নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে এদেশে চলে আসবে? ১৯৭১ সালের ঘটনা আর এবার ঘটবে না। আরএসএসের কার্যকর্তা ড. জিষ্ণু বসুর বক্তব্য, 'দুই বাংলাতেই হিন্দু বাঙালির অস্তিত্বের সংকট। দুই বাংলায় বাঙালি হিন্দু

আজ ঐক্যবদ্ধ। তথাকথিত উচ্চ-নিচ, ঘটি-বাঙাল, ধনী-দরিদ্র এই লড়াইটা সকলের। আর এক পাও পিছোব না। যেখানে যে আছি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেখানে থাকব। লড়াই করব।'

আরএসএস চাইছে, কোনও হিন্দু যেন বাংলাদেশ থেকে চলে না এসে প্রতিরোধ গড়ে তুলুক। তবে রাজনৈতিক মহলের মত, বাংলাদেশ ইস্যুকে সচল রাখতে চাইছে আরএসএস। কারণ, 'হিন্দুত্ব খতরা মে হ্যায়' এটা প্রচার করছে তারা। তাই বাংলাদেশের হিন্দুদের পাশে থাকার সবরকম বার্তা দিয়েছে আরএসএস-বিজেপি। বাংলাদেশ ইস্যুকে সামনে রেখে জেলায় জেলায় প্রচার আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়ানোর জন্য বঙ্গ বিজেপিকেও নির্দেশ দিয়েছে আরএসএস। হিন্দুত্বের আবেগকে ধরে তাই বাংলাদেশ ইস্যুকে হাতিয়ার বানিয়ে এ রাজ্যে এগোতে চাইছে বিজেপি। কারণ, বাংলায় গত লোকসভা নির্বাচনে শক্তি কমেছে বিজেপির। বাংলায় রাজনৈতিক জমি দখল বেশ কঠিন তা মোদি ব্রিগেড ভালোই বুঝেছে।

ভোটে জিতলে হাসপাতালে প্রবীণদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, ঘোষণা কেজরির

নয়াদিল্লি, ১৮ ডিসেম্বর: নতুন বছরেই ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লির মসনদ দখল করতে এবার প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বড় প্রতিশ্রুতি আপ প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। ক্ষমতায় ফিরলেই দিল্লির হাসপাতালগুলিতে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করলেন কেজরি। সঞ্জীবনী যোজনা প্রকল্পে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের এই সুবিধা দেওয়া হবে।

প্রবীণদের জন্য প্রকল্প ঘোষণা করে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কেজরি বলেন, 'আপনাদের দেখভাল করা আমাদের কর্তব্যের। আপনারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন।' খয়রাতির রাজনীতি নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের মধ্যেই নির্বাচনে জয় পেতে দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে খয়রাতি। ইতিমধ্যে বাংলার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ধাঁচে দিল্লিতে মহিলাদের জন্য মাসিক ভাতা চালু করেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আপ ফিরলে ভাতার অঙ্ক দ্বিগুণ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন আপ সুপ্রিমো। কেজরি ঘোষণা করেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর আপ সরকার গড়লে মহিলাদের মাসিক ২১০০ টাকা দেওয়া হবে। এর সঙ্গে যোগ হল প্রবীণদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি।

ইতিমধ্যে দিল্লি নির্বাচনে ৭০ জনের প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করেছে আপ। নয়াদিল্লি আসনে লড়বেন খোদ আপ সুপ্রিমো। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী আতিশী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন কালকাজি কেন্দ্রে।

জম্মু ও কাশ্মীরে অগ্নিকাণ্ডে মৃত প্রাক্তন ডিএসপি সহ ছয়

শ্রীনগর, ১৮ ডিসেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়া জেলায় একটি বাড়িতে আগুন লেগে ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু হল ৬ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন একজন প্রাক্তন ডেপুটি পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট এবং তাঁর তিন বছরের নাতি। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ৮১ বছরের প্রাক্তন ডিএসপি অবতারকৃষেণ রায়না, তাঁর মেয়ে বরখা রায়না, নাতি তিন বছরের তাকাশ ও ১৭ বছরের গঙ্গা ভগৎ, ১৫ বছরের দানিশ ভগৎ এবং ৬ বছরের আদভিক। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গিয়ে, দুর্ঘটনায় নিহত প্রাক্তন ডিএসপির পরিবার ওই বাড়িটিতে ভাড়া থাকত। মঙ্গলবার রাত আড়াইটে নাগাদ আচমকাই কাঠুয়ার শিবনগরের সেই বাড়িতে আগুন লেগে যায়।

নয়া লুকে ট্রাম্প

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৮ ডিসেম্বর: নতুন বছরের আগে নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দেখা মিলল নতুন লুকে। একেবারে ভিন্ন এক চুলের ছাঁটে দেখা গেল বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতাকে। ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল গোল্ড ক্লাবে তাঁকে দেখা গেল হাতে টুপি নিয়ে হেঁটে আসতে। তাঁর নতুন হেয়ারকাট দেখে উচ্ছ্বসিত অনেকেই।

উল্লেখ্য, দ্বিতীয়বারের জন্য টাইম ম্যাগাজিনের বর্ষসেরা ব্যক্তিত্ব নির্বাচিত হয়েছেন নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর আগে ২০১৬ সালে প্রথমবারের জন্য তাঁকে এই শিরোপা দেওয়া হয়েছিল। এবার তাঁকে বেছে নেওয়ার পিছনে রয়েছে তাঁর দুরন্ত রাজনৈতিক কামব্যাক। মার্কিন ইতিহাসে এমন প্রত্যাবর্তন নজিরবিহীন বলেই দাবি পত্রিকার।

তবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসার আগে অস্বস্তি বেড়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের। পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত ট্রাম্প শাস্তি থেকে অব্যহতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তবে সে আর্জি খারিজ করে সোমবার আদালতের তরফে জানানো হয়েছে, উনি রাষ্ট্রপতি পদে বসলেও রক্ষাকবচের কোনও প্রশ্নই নেই। কিন্তু এরপরও বেশ খোশমেজাজেই দেখা গেল ট্রাম্পকে।

e-Tender Notice

e-tender notice invited by the Prodhan Ruipukur Gram Panchayet Amghata Nadia. Nit No. 09/15th CFC/ RGP/ 2024-2025 Momo No. 250/RGP/2024-2025 Dated 17/12/2024 Last date of Submission Bid 27/12/2024 up to 10 A.M. Technical Bid Opening Date 30/12/2024 at 11 A.M. More details please visit https://wbtenders.gov.in

Sd/- Prodhan
Ruipukur G.P., Amghata, Nadia.

E-TENDER NOTICE
Habra-II Panchayat Samity
Vill+P.O.- Talsa , P.S.- Ashoknagar, Dist.- North 24 Parganas

1. CONSTRUCTION OF ARSENIC FREE WATER TREATMENT PLANT (WITH SOAKPIT) AT HATNAPARA OF MOUZA-HATNAPARA UNDER DIGHRA MALICKBERIA GRAM PANCHAYAT, HABRA-II DEV. BLOCK, NORTH 24 PARGANAS. under 15th CFC Fund. **Tender Notice No.- 227/N-1/DMGP/24-25, Dtd- 12.12.2024. Last date of Bid Submission 23.12.2024 up to 2 PM.**

Sd/- Prodhan
Dighra Malikberia GP

TENDER NOTICE
TAKI GOVT. COLLEGE
E- tender for Security Services with ref. no. NIT/279/G-51 is hereby invited.
Last date is 01.01.2025
Please visit **https://wbtenders.gov.in and www.tgc.ac.in**
Sd / -
OIC, Taki Government College.

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUATATION NO. - N.I.Q NO-07/SDO/BISD/2024-25
Sealed Quotations are invited from eligible bonafide, experienced, Govt. Registered Agencies for Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of Different Chainage of N.D.Cut Drainage Channel (From Khirkishanko Culvert to Kharsadanga Adibasi Primary School) for a approx. length of 4.00 KM consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies along with BM carry & connection at different point in the District-Murshidabad". Last date of receiving application **30.12.2024** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**
Sd/- Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation Sub-Division
Berhampore, Murshidabad

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O. - Panihati, P.S.-Khardah, Dist. - North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No. - 033 2553-2909, 033 25634457
Notice Inviting Quotation No. PM/Acct/IT/2024-2025/02
Notice Inviting Quotation No. PM/Acct/IT/2024-2025/03
Quotation Submission Start Date- 19th December-2024 11:30 AM.
Quotation Submission End Date- 27th December-2024 11:00 AM.
Sealed **percentage rate Quotation** in printed form are hereby invited from the bonafide Chartered Accountant firms under valid registration of the Institute of Chartered Accountant of India for **preparation of Annual Accounts for the financial year 2020-2021** as per Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India as well as common format approved by the Comptroller and Auditor General of India in respect of Office of the Municipal Councilors of Panihati, an urban local body established on the 1st April, 1900 under UD & MA Department, Government of West Bengal.
Sealed **percentage rate Quotation** in printed form are hereby invited from the bonafide Chartered Accountant firms under valid registration of the Institute of Chartered Accountant of India for preparation of **Internal Audit for the financial year 2022-2023** as per Accounting Standard issued by the Institute of Chartered Accountant of India as well as common format approved by the Comptroller and Auditor General of India in respect of Office of the Municipal Councilors of Panihati, an urban local body established on the 1st April, 1900 under UD&MA Department, Government of West Bengal.
For details please see the website **www.panihatimunicipality.in** & **https://wbtender.gov.in**
Sd/ Executive Officer, Panihati Municipality

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUATATION NO. - N.I.Q NO-08/SDO/BISD/2024-25
Sealed Quotations are invited from eligible bonafide, experienced, Govt. Registered Agencies for Carrying out Bank to Bank cross sections & long sections survey work of Different Chainage of N.D.Cut Drainage Channel (From Kharsadanga Adibasi Primary School to Bhandar daha Beel) for a approx. length of 4.00 KM consisting of survey & preparation of maps, plan, cross section & long section in requisite scales to supply them in both soft and hard copies along with BM carry & connection at different point in the District-Murshidabad". Last date of receiving application **30.12.2024** kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to **16.00hrs**
Sd/- Sub-Divisional Officer
Berhampore Irrigation Sub-Division
Berhampore, Murshidabad

e-Tender Notice
e-TENDER invited by the Prodhan Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. e-NIT No: 20/15th CFC(TIED)/NADIA/BGGP/2024-25.Memo No: 374/BGGP. e-NIT No: 21/15th CFC(UNTIED)/NADIA/BGGP/2024-25.Memo No: 375/BGGP. Dated: 17/12/2024. Last date of Bid submission: 24/12/2024 up to 10 A.M. Technical Bid open: 26/12/2024 after 11 A.M. Details on : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Betna Gobindapur Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/13/2024 09.12.2024
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স ধন্বন্তরী ডাইয়াগনোস্টিক সেন্টার
প্রতি
১. **মেসার্স ধন্বন্তরী ডাইয়াগনোস্টিক সেন্টার,** ডাঙ্গাপাড়া হসপিটাল রোড, পো এবং থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৭।
২. **শ্রী সুজিত কুমার দাস**
ডাঙ্গাপাড়া হসপিটাল রোড, পো এবং থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৭।
৩. **শ্রী মদন দাস**
৫৪, জয়হাট্টা রোড, পো এবং থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন ৭৪২১৩৭।
৪. **শ্রীমতি চন্দ্রিকা দাস**
ডাঙ্গাপাড়া হসপিটাল রোড, পো এবং থানা : কান্দি, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১৩৭।
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/892/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৪৭২৩৪৩.৭৪ টাকা (চোদ্দ লাখ বাহাত্তর হাজার তিনশ তেতাল্লিশ টাকা এবং চুয়াত্তর পয়সা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৪.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **১৯.০৮.২০১৪** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৭০০০ টাকা (সতের হাজার টাকা)** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/ সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১১.০২.২০২৫** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : ০৯.১২.২০২৪
স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

Latiaboni Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender & Tender
e-Tender & Sealed Tender is invited for execution of 2 Nos. development work vide **e-NIT No. 12 & NIT No. 13, Date-18.12.2024.** Bid submission closing : **26.12.2024 up to 12.00 PM (NIT-12), 27.12.2024 up to 02.00 PM (NIT-13).** Tender Openning : **30.12.2024 at 12.00 PM (NIT-12), 27.12.2024 at 02.30 PM (NIT-13).** For details visit undersigned GP office & www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Latiaboni Gram Panchayat

Howrah Municipal Corporation
Borough-III
50, Panchanantala Road, Howrah-711101
Ph: 033-2640-4049/6292299603
TENDER NOTICE
NIT No.: TN/003/AE/B-III/24-25, Date: 18.12.2024
For details of N.I.T. Please refer to notice board of Borough-III & also H.M.C. Wbsite **www.myhmc.in** & **wbtenders.gov.in**. Bid submission starting date : **18.12.2024** at 06.00 P.M. (On-Line). Bid submission closing date : **30.12.2024** at 06.00 P.M. (On-Line). **Sd/-**
OSD & Officer-in-Charge Borough-III, H.M.C.

NOTICE INVITING e-TENDER
The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-12/2024-25(2nd Call), Date : 18.12.2024 in this Gram Panchayat. Bid submission end date and time 27.12.2024 up to 05.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) – 30.12.2024 at 10.30 A.M. Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.: 09/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25.** (FOR-4 Nos WORKS) and **10/ PRODHAN/ GARIBPUR GP/2024-25.** (FOR-6 Nos WORKS) Dated: **17.12.2024**, Last date of Bid submission **26.12.2024 upto 02:00 Hours.** For details please visit website **www://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK, MURSHIDABAD

বিজ্ঞপ্তি
মেমো নংঃ KGP/0528/2024-25, তারিখঃ ১৭.১২.২০২৪ অনুসারে কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এক জন ট্যাক্স কালেক্টর ও এক জন অতিরিক্ত ট্যাক্স কালেক্টর নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলি অবশ্য পূরণ করতে হবে। ১) এই দেশের নাগরিক হতে হবে। ২) কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ৩) কমপক্ষে মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। ৪) বয়স ১৮ বছর থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। ৫) কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনে কমপক্ষে ৬ মাসের অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। আবেদন পত্র গ্রাম পঞ্চায়েতে জমা দিতে হবে। আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ০৬.০১.২০২৫ **(বেলা ১১ টা থেকে বিকাল ৪ টে পর্যন্ত)।**
স্বা/- প্রধান
কুমড়া গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-৭৪-২৪, তারিখ ১৬.১২.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক প্রখ্যাত টেন্ডারদাতা যাঁদের বৈধ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স আছে এবং যাঁরা নিম্নলিখিত কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আর্থিকভাবে সক্ষম তাঁদের নিকট থেকে নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থান সহ কাজের নাম ঃ** (ক) আসানসোল ডিভিসন - কালুবাথান, জসিডি, চিত্তরঞ্জন, শিমুলতলা ইত্যাদিতে চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকাতে পাইপ লাইন এবং অন্যান্য আনষঙ্গিক কাজ সমেত আরসিসি ওএইচ ট্যাংকগুলি সমেত ক্ষতিগ্রস্ত ট্যাংক/আরসিসি ট্যাংক প্রতিস্থাপনের কাজ। (খ) আসানসোল ডিভিসন - এইএন/মধুপুর-এর অধীনে বিদ্যাসাগর স্টেশনে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সমেত নতুন ওএইচ ট্যাংক গঠনের ব্যবস্থা সহ জল সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৪,৩৫,৪৬৪.৯০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৬৮,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **বন্ধের ও খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের যে ওয়েবসাইট থেকে দেখা যাবে ঃ **www. ireps.gov.in** ।
ASN-277/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

সংশোধনী
১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে একদিন-সংবাদপত্রে প্রকাশিত ফর্ম জি -তে অ্যাকিউট রিটেইল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড এর পয়েন্ট নং ৪ নিম্নরূপ পড়তে হবে

ক্র.	প্রাসঙ্গিক বিবরণ	
৪	যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্পদ অবস্থিত তার বিশদ	দুর্গাপুর, কলকাতা

বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে ইমেল করুন - cirp.acute@gmail.com -তে
স্বা/-
রমেশ মুদ্দু শেট্টি
IBBI/IPA-001/IP-P01444/2018-2019/12226
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
অ্যাকিউট রিটেইল ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
তারিখ: ১৯ই ডিসেম্বর, ২০২৪
স্থান: মুম্বাই সাবারবার্ন

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-43 (05 No.) Dated 17.12.2024
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ দেখুন www.myhmc.in
কনসারভেন্সি ডিপার্টমেন্ট
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি, নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা বৈধ প্যান কার্ড, জিএসটি, পিটি, আইটিআর, ট্রেড লাইসেন্স এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।

নং	কাজের নাম	টেন্ডার নং এবং তারিখ
১	এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৫০, ৩২, ৪৮, ১২, (১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬), (৩০, ৩২, ৩৬ এবং ৩৭), ২৫, ৩৮, ৩৭, ৪৪, ৭ এবং (২০, ৩৫, ৩৯ এবং ৪৫) অধীন বিভিন্ন স্থানে নিকাশি এবং ভ্যাট কাজের নির্মাণ এবং সংস্কার।	নং ২২/কনস/২৪-২৫, তারিখ : ১৭/১২/২০২৪।
২.	এইচএমসি অধীন ওয়ার্ড নং ১৭ বেলিলিয়াস রোড ইস্ট ওয়েস্ট রোড ক্রসিং কমপ্যাক্টর স্টেশন হাওড়া অধীন ২ টি প্রতিটি ১০.৫ তথা ক্ষমতার পোর্টেবল কমপ্যাক্টর এবং ১ টি বুক লোডার এর বার্ষিক পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ।	নং ২৩/কনস/২৪-২৫, তারিখ : ১৭/১২/২০২৪।
৩.	এইচএমসি ওয়ার্ড নং ৩৩, ২৫ এবং ৩২ নং ওয়ার্ড অধীনে জোন ৯ এবং ৫ এর জন্য নিজ জ্বালানি পরিচালিত ভেহিকেল দ্বারা বিভাজিত আকারে দ্বিতীয় পর্যায়ের স্থানান্তর ক্ষেত্র থেকে ডাম্পসাইটে বিভাজিত বর্জ্য পরিবহণের সম্ভাব্য ব্যয়ের হিসেব প্রদান।	নং ২৪/কনস/ ২৪-২৫, তারিখ : ১৭/১২/২০২৪।

টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন)শেষ তারিখ : ০৬/০১/২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত, এনআইটি নং ২২/কনস/২৪-২৫ এর জন্য
টেন্ডার দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ০৯/০১/২০২৫ বিকেল ৫ টা পর্যনংত, এনআইটি নং ২৩/কনস/২৪-২৫ এর জন্য এবং ২৪/কনস/২৪-২৫ এর জন্য। অনুগ্রহ করে দেখুন : www.wbtender.gov.in
১২৩(৩)/২৪-২৫,
১৮/১২/২৪

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)
N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-30/24-25
Exe. Engr.(Civil), ADDA invites Percentage Rate Tender (Online Bid System) for the works **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_785871_1. **(2)** Tender ID No. 2024_ADDA_785899_1. **(3)** Tender ID No. 2024_ADDA_785945_1. **(4)** Tender ID No. 2024_ADDA_785990_1. **(5)** Tender ID No. 2024_ADDA_786145_1. **(6)** Tender ID No. 2024_ADDA_786152_1. **(7)** Tender ID No. 2024_ADDA_786155_1. **(8)** Tender ID No. 2024_ADDA_786162_1. **(9)** Tender ID No. 2024_ADDA_786174_1.
Sd/- Exe. Engr. (Civil), ADDA

RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT
HARINBARI, SAGAR, SOUTH 24 PARGANAS
ABRIDGED NIT
eTenders are being invited from the bidders w.r.t. **Tender ID No. 2024_ZPHD_786483, 2024_ZPHD_786492, 2024_ZPHD_786498, 2024_ZPHD_786504, 2024_ZPHD_786532, 2024_ZPHD_786538, 2024_ZPHD_786543, 2024_ZPHD_786555, 2024_ZPHD_786559, 2024_ZPHD_786566, 2024_ZPHD_786569– 2024_ZPHD_786575 are dated 18-12-2024.** Last date of tender dropping **04-01-2025 up to 10.30 P.M.** and opening date of the tenders **06-01-2025 at 10.30 A.M.** For details plz. see the website **www.wbtenders.gov.in** or office notice board.
Sd/-PRADHAN
RAMKARCHAR GRAM PANCHAYAT

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০২.১১.২০০৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-শিলং
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U45203AR2006PLC008234*
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	রেজিস্টার্ড অফিস : প্রযত্নে এভারেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং হাউস এ সেক্টর, নাহারলাগান, অরুণাচলপ্রদেশ, ভারত ৭৯১১১০ মূল অফিস : জিএন-১০, সেক্টর ৫, সল্টলেক, ২য় তল, কলকাতা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৯১
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৩.১২.২০২৪* (১৭.১২.২০২৪ তারিখে আইআরপি-র নিকট নির্দেশ পাঠানো হয়েছে)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১১.০৬.২০২৫
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	জীতেন্দ্র লোহিয়া রেজি নং- IBBI/IPA-001/P00170/2017-18/10339
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	২/৭ শরৎ বোস রোড বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : jitulohia@knjainco.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ক্লাস ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রফেশনালস প্রা. লি. ২/৭ শরৎ বোস রোড বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০ ইমেল : cirp.everest@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	৩১.১২.২০২৪
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Weblink: https://ibbi.gov.in/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - প্রযোজ্য নয়

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নির্দেশ দিয়েছে এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৩.১২.২০২৪ তারিখে।
এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ৩১.১২.২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
স্বা/- জীতেন্দ্র লোহিয়া
অন্তর্বর্তী প্রস্তাব পেশাদার
এভারেস্ট ইনফ্রা এনার্জি লিমিটেড
রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
রেজি ঠিকানা - ২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০২০
রেজি ইমেল : jitulohia@knjainco.com
তারিখ : ১৮.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
এএফএ নং : AAI/10339/02/311225/107871, এএফএ বৈধ : ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত

ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া
(ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৬ অধীনে)
পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৫ জুন ২০১৯
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U72501WB2019PTC232619
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	**রেজিস্টার্ড অফিস** - ৭৩/২৮ গলফ ক্লাব রোড এলপি ৮৫/৩/০, কলকাতা ৭০০০৩৩, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
৬.	কর্পোরেট ডেটরের ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ (মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ নথিভুক্ত তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে সিআইআরপি'র শুরুর গৃহীত তথ্য অনুযায়ী)
৭.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির আনুমানিক তারিখ	১৬ জুন ২০২৪
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	হংসরাজ জারিয়া IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৩৬ অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১০ পশ্চিমবঙ্গ ইমেল : hansrajjaria@gmail.com
১০.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদারের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	ঠিকানা - ৩৬ অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১০ পশ্চিমবঙ্গ ইমেল : paymark.cirp@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১ জানুয়ারি ২০২৫
১২.	বিনিয়োগকারীগণের শ্রেণি, যদি কিছু থাকে, সংশ্লিষ্ট আইনের ২১ ধারার উপধারা (৬এ) এর (বি) পরিমেল অধীনে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদার কর্তৃক নির্ধারিত	প্রযোজ্য নয়
১৩.	সংশ্লিষ্ট শ্রেণিতে বিনিয়োগকারীগণের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারগণের চিহ্নিতকরণের নাম (প্রতিটি শ্রেণিতে তিনটি নাম)	প্রযোজ্য নয়
১৪.	(ক) সম্পর্কিত ফর্মগুলি এবং (খ) প্রাপ্ত অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের বিস্তারিত	Web link: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads সংশ্লিষ্ট ঠিকানা - ৩৬ অবিনাশ শাসমল লেন, বেলেঘাটা, ফুলবাগান,পবনপুত্র হোটেলের নিকট, কলকাতা - ৭০০০১০ পশ্চিমবঙ্গ

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরু করার ১৩ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে (মহামান্য এনসিএলটি কলকাতা বেঞ্চ নথিভুক্ত তারিখ ১৮ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে সিআইআরপি'র শুরুর গৃহীত তথ্য অনুযায়ী)
পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
ক্রম নং ১২-য় উল্লিখিত তালিকা অনুযায়ী যেসকল আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভুক্ত তারা অনুমোদিত প্রতিনিধি বেছে নিতে পারেন ক্রম নং ১৩-য় উল্লিখিত তালিকায় ইনসলভেন্সি পেশাদার তিনজনের মধ্যে থেকে তাদের অনুকূলে অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসেবে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির ফর্ম সিএ অনুযায়ী কাজ করতে।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
স্বা/-
হংসরাজ জারিয়া
পেমার্ক পেমেন্ট টেকনোলজিস অ্যান্ড সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড এর
অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-002/IP-N00835/2019-2020/12663
তারিখ : ১৯.১২.২০২৪
স্থান : কলকাতা
এফএ নং - AA2/12663/02/300625/203326| বৈধ ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রতিদিন

বৃহস্পতিবার • ১৯ ডিসেম্বর ২০২৪ • পেজ ৮

বাংলাদেশ সমস্যার প্রভাব পড়বে না ভারতের বাজারে

শুভাশিস বিশ্বাস

বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ গণ্ডগোলের তেমন কোনও প্রভাব ভারতের বাজারে পড়বে বলে মনে করছেন না বিশেষজ্ঞরা। এটাও সত্য যে, ভারতের বাজার থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ তুলে নিয়ে চিন বা অন্যান্য দেশের বাজারে বিনিয়োগ করলেও শেয়ার বাজারে তার তেমন প্রভাব পড়েনি। এর সবচেয়ে বড় কারণ, ডোমেস্টিক ইনভেস্টররা ভারতের বাজার দখল করে রয়েছে। আর এই সমস্ত কারণেই ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পরিস্থিতির সার্বিকভাবে তেমন কোনও প্রভাব পড়বে না, মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল।

বরং উল্টো এক ছবি আমরা পেয়েছি অক্টোবর থেকে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাতে বাংলাদেশে অস্থিরতা শুরু হওয়ার পর থেকে পোশাক রপ্তানির অর্ডার বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সরকার প্রকাশিত বাণিজ্য পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, অক্টোবর মাসে পোশাক রপ্তানি ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। টেক্সটাইল রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছে ১১ দশমিক ৫৬ শতাংশ। এদিকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও বাজারের স্থিরতা না থাকার ফলে অনেক কোম্পানিই চাইছে তাদের ম্যানুফ্যাকচারিং ফেসিলিটি বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে। আর তাতেই আশার আলো দেখছে ভারতের বয়ন শিল্প। সুরাটের বয়ন শিল্পের মধ্যে থাকা অনেকেই জানাচ্ছেন, অনেক কোম্পানিই বাংলাদেশের বদলে সুরাটে তাদের রেডিমেড জামাকাপড়ের অর্ডার দেওয়ার জন্য খোঁজখবর করেছে। ফলে শিল্প মহল মনে করছে এই পরিস্থিতিতে সেই সব কোম্পানির অর্ডার যদি এদেশে আসে তাহলে

সুরাটের বয়ন শিল্পের বাজার ২০ থেকে অন্তত ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। সুরাট ছাড়াও ছাড়াও তামিলনাড়ু, পঞ্জাব ও নয়ডার মতো বয়ন শিল্পের অন্যান্য কেন্দ্রগুলিও লাভবান হবে। আর এতে সর্বোপরি ফুলে ফেঁপে উঠবে ভারতের অর্থনীতিই।

এই প্রসঙ্গে ভারতীয় টেক্সটাইল শিল্প কনফেডারেশনের চেয়ারম্যান রাকেশ মেহরা এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, এই অগ্রগতির পেছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে ভারতের পোশাক ও টেক্সটাইল রপ্তানির শেয়ার বৃদ্ধি, সরকারের সহযোগিতামূলক উদ্যোগ এবং ভারতের পছন্দের সরবরাহ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা অন্যতম। অ্যাপারেল এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিলের (এইপিসি) চেয়ারম্যান সুধীর শেঠি জানান, 'বৈশ্বিক অস্থিরতা ও চলমান যুদ্ধের প্রভাবের পরও ভারতীয় তৈরি পোশাক রপ্তানি রেকর্ড প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এটি প্রমাণ করে যে কঠিন সময়েও এই শিল্প ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম। গুণগত মানে জোর দেওয়ার সুফল আমরা এখন পাচ্ছি।' এর পাশাপাশি সুধীর শেঠি আরও বলেন, 'কিছু মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিভুক্ত (এফটিএ) বাজার যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং মরিশাসেও আমরা ভালো করছি।' এরই পাশাপাশি এইপিসির মহাসচিব মিথিলেশ্বর ঠাকুর বলেন, 'বাংলাদেশের সংকটের কারণে সরবরাহ শৃঙ্খল পুনর্গঠিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ক্রেতারা এখন চিনের বিকল্প খুঁজছে।' তিনি আরও বলেন, ' বিশ্বে যুদ্ধ আবহ তৈরি হওয়ার কারণে প্রচলিত বাণিজ্য রুটগুলো বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এতে ব্যয় বেড়ে গেছে। এ সময়ে সরকার যদি যথাযথ সহায়তা দেয়, তাহলে এই খাতে আরও ভাল ফল দেখাতে পারবে ভারত। এর জন্য প্রয়োজন হাতে-কলমে সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন, বিনিয়োগ এবং সঠিক আর্থিক সহায়তা।' তবে এটাও ঠিক বাংলাদেশে এই অস্থিরতার কারণে সমস্যায় পড়তে পারে ভারতের তুলো ও বয়ন শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহকারী বিভিন্ন ভারতীয় সংস্থা। কারণ, তুলো, ও বয়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো তাদের প্রাপ্য টাকা পেতে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।ভারত চিনের ওপর নির্ভরতা কমানোর চেষ্টা করছে, কিন্তু দুই দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য বাড়ছে, এটাও সত্যি। বাংলাদেশের এই অস্থিরতার জেরে বাংলার সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়েছে চিনের, অন্তত এমনটাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ, চিনের নজর মালদহের আম গাছের দিকে। যার জন্য ইতিমধ্যেই চিনে আলোচনা সেরে এসেছেন মালদহ প্রতিনিধি দল।

রিপোর্ট অনুযায়ী, গত আর্থিক বছরে ভারতের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক পার্টনার হিসাবে উঠে এসেছে চিন। যা আগে ছিল আমেরিকার দখলে। জিটিআরআই-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে চিন ও ভারতের মধ্যে ১১৮.৮ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়েছে। তুলনায় সামান্য পিছিয়ে আমেরিকা। ভারত ও আমেরিকার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য হয়েছে ১১৮.৩ বিলিয়ন ডলার। আর এরই মধ্যে কিছুটা হলেও জায়গা করে নিচ্ছে মালদহ। সৌজন্যে মালদহের আম নয়, আম গাছ। কারণ, আম গাছ থেকে যে প্লাইউড তৈরি হয়, তা পৃথিবীর কোনও গাছ থেকেই তৈরি হয় না। এমন উৎকৃষ্ট মানের প্লাইউড নজর কেড়েছে চিনের। শুধু নজর কাড়া নয়, শুরু হয়ে গিয়েছে ব্যবসায়িক লেনদেনও। ইতিমধ্যেই বছরে ১০০ কোটি টাকার বেশি টার্নওভার শুধুমাত্র মালদহ জেলা থেকেই। কারণ গোটা দেশে মালদহেই আম গাছের বা বাগানের পরিমাণ সব থেকে বেশি। মাত্র বছর দুই তিনের মধ্যেই চিনের এই চাহিদার জন্যে মালদহে আম গাছের বহু প্লাইউড কারখানা গড়ে উঠেছে।

আর চিনে মালদার আম গাছের প্লাইউড এর চাহিদা বৃদ্ধি এবং এক্সপোর্ট করার উদ্যোগ ক্রমশ বাড়ার কারণ, আম গাছ থেকে যে প্লাইউড তৈরি হয় তা সহজেই যেমন খুশি আকৃতি দেওয়া সম্ভব। আবার শক্তপোক্তও যা অন্যান্য প্লাইউড থেকে অনেক বেশি। তাই এই প্লাইউড দিয়ে বিভিন্ন রকমারি আসবাব যেমন বানানো যায়, তেমনই কাজে লাগে নতুন প্রযুক্তির বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতেও। খুব পাতলা মসৃণ প্লাইউড হিসাবে মালয়েশিয়ার প্লাই বিখ্যাত ছিল। কিন্তু এই প্লাই সব কাজে লাগে না। অন্যদিকে অন্য গাছ থেকে বিশেষ করে ইউক্যালিপটাস থেকে যে প্লাই তৈরি হয় তাও আবার যেমন খুশি আকৃতি দেওয়া যায় না, কারণ সেই প্লাই বাঁকানো মোড়ানো সম্ভব নয়। অথবা আম গাছের প্লাই দিয়ে সদৃশ্য আরাম দায়ক চেয়ার, সোফা, সব কিছুই করা সম্ভব। আর চিনে এই প্লাই এর তৈরি সামগ্রীর চাহিদা খুব বেশি। একই সাথে তাদের বিভিন্ন কাজকর্মে এই প্লাই এর প্রয়োজনও খুব বেশি। তাই ইতিমধ্যেই বার দুই তিন শুধুমাত্র প্লাই নিয়ে ব্যবসার স্বার্থেই মালদহ থেকে চিনে ঘুরে এসেছে মালদহের প্রতিনিধি দল। যাঁদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ছাড়াও রয়েছেন এই ব্যবসা ও কারখানার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা।

তবে কিছু কিছু সেক্টর রয়েছে যেখানে সামান্য হলেও বাংলাদেশের এই অস্থিরতার প্রভাব পড়তে পারে। শেখ হাসিনা দেশ ত্যাগের পর থেকেই বাংলাদেশে কট্টরপন্থা ও ভারতও বিরোধিতা ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করে। যা এখন অনেকটা প্রবল আকার ধারণ করেছে। তার জেরে সাফোলা তেল তৈরি করে যে কোম্পানি, তাদের লভ্যাংশের ১১ থেকে ১২ শতাংশ আসে বাংলাদেশ থেকে। আর অগাস্ট মাসের সেই আন্দোলনের সময় সেই সাফোলা তেল তৈরির কোম্পানি মারিকোর শেয়ারের দাম পড়ে গিয়েছিল প্রায় ৪ শতাংশ। মারিকো ছাড়াও পার্ল ইন্ডাস্ট্রিজ, ইমামি, ব্রিটানিয়া, ডাবর, এশিয়ান পেন্টস, পেডিলাইট বা বাজাজ অটোর মতো বড়বড় ভারতীয় কোম্পানি রয়েছে যারা ভারতের শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত এবং এই সব কোম্পানির পণ্য বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায়। এছাড়াও ইতিমধ্যেই সেদেশে ভারতের জুয়েলারি, ইঞ্জিনিয়ারিং সামগ্রী ও তৈলজাত বিভিন্ন পণ্যের রফতানির পরিমাণ কমেছে। তবে সামগ্রিকভাবে এই বাংলাদেশে এই অস্থিরতার জেরে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছে ভারতই।

১ লক্ষ ডলার পার করল বিটকয়েন

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিটকয়েনের দাম প্রথম বার ১ লক্ষ ডলার পার করল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পর থেকেই দ্রুত বাড়ছে বিটকয়েনের দাম। রোজই তৈরি হচ্ছে দামের নয়া রেকর্ড। নির্বাচনী প্রচারের সময়ই ক্রিপ্টোকারেন্সির পক্ষে সওয়াল করেছেন ট্রাম্প। তাই বিনিয়োগকারীদের আশা, তাঁর প্রশাসন এমন কিছু পদক্ষেপ করবে, যা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে লগ্নির পক্ষে সহায়ক হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই কারণেই বিশ্বের সবথেকে বড় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিটকয়েনের দাম বেড়েই চলেছে।

এ বছরের শুরুতেই বিটকয়েনের দাম প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গিয়েছে। ট্রাম্পের জয়ের পর গত এক মাসে তা বেড়েছে প্রায় ৪৫ শতাংশ। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টায় প্রায় ৫ শতাংশ বেড়ে বিটকয়েনের দাম হয়েছে ১ লক্ষ ৩ হাজার ২৬৭ মার্কিন ডলার। যা ভারতীয় মুদ্রায় ৮৭ লক্ষ ৫০ হাজার ১১১ টাকা। এই দাম বৃদ্ধির প্রসঙ্গে আমেরিকার এক ক্রিপ্টোকারেন্সি ফার্মের সিইও মাইক নভোগ্রাজ জানান, 'আমরা একটা প্যারালাল শিফ্ট দেখতে পাচ্ছি। চার বছর পর রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণের পর বিটকয়েন এবং ডিজিটাল অ্যাসেট ইকোসিস্টেম নতুন প্রাণ পেয়েছে। খাদের কিনারা থেকে অর্থনীতির মূলধারায় তা ফিরে এসেছে।'

এজাস্টিন অ্যানেথান নামের এক ক্রিপ্টো বিশেষজ্ঞের বক্তব্য, 'বিটকয়েনের দাম ১ লক্ষ ডলার পার করা কেবলই একটা মাইলস্টোন নয়। ফিনান্স, টেকনোলজি, ভূরাজনীতিতে নতুন জোয়ার আনার ইঙ্গিত দিচ্ছে। যেটা কিছুদিন আগে ফ্যান্টাসি মনে হচ্ছিল, সেটা বাস্তবে পরিণত হয়েছে।'

ট্রাম্পের জয়ের পর বিটকয়েন-সহ বিশ্বের বিভিন্ন ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম বেড়েছে। বুধবার ডোনাল্ড ট্রাম্প পল অ্যাটকিন্সকে সিকিউরিটি অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের দায়িত্ব দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সিকিউরিটি কমিশনের প্রাক্তন কমিশনার ক্রিপ্টো পলিসির সঙ্গেও জড়িত। এই ঘোষণার জেরেই বিটকয়েনের দাম অনেকটা বেড়েছে বলে মত বিশ্লেষকদের।

তবে ক্রিপ্টোকারেন্সির দাম বৃদ্ধিতে ভারতীয় লগ্নিকারীরা খুব বেশি লাভবান হবেন বলে মনে করছেন না বাজার বিশেষজ্ঞরা। এই দাম বৃদ্ধিতে ভারতে ক্রিপ্টোতে লগ্নির রমরমা বাড়বে, এ রকম কথা শোনাননি তাঁরা। এর প্রধান কারণ, ভারতে ক্রিপ্টোকারেন্সির উপরে চাপানো বড় অঙ্কের কর।২০২২ সালে সরকার জানিয়েছিল, যে কোনও

ধরনের ডিজিটাল অ্যাসেটে ৩০ শতাংশ হারে কর ধার্য হবে। কিন্তু অতীতে যাঁরা বিটকয়েন কিনে রেখে দিয়েছেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবে লাভবান হলেন।

স্থিরতা এল সোনার বাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুরোদমে চলছে বিয়ের মরসুম। ফলে সোনার কেনাকাটা চলছে পুরোদমে। তবে স্বস্তির খবর হল, এই সময় সোনার দামে বড় অঙ্কের হেরফের না হওয়ায় ক্রেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে স্বস্তি। অক্টোবর ও নভেম্বরের মতো মাত্রাছাড়া পরিস্থিতি নেই ডিসেম্বরে। ডিসেম্বরের শুরু থেকে সোনার দামে খুব বড় হেরফের হয়নি। যদিও এর মধ্যে দামের ওঠা-নামা হয়নি তেমন নয়। এর মধ্যে কয়েক দিন দাম যেমন বেড়েছে, তেমন কমেছেও। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক বাজারেও সোনার দাম এখন অনেকটাই স্টেডি। যার প্রভাব খুব স্বাভাবিক ভাবেই পড়ছে কলকাতা-সহ দেশের বাজারেও। সোমবারের তুলনায় প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম মাত্র ৫০-১০০ টাকা বেশি রয়েছে। রুপোর দামও প্রায় একই রয়েছে।

গত সপ্তাহের শুরুতে প্রতি ১০ গ্রাম সোনার দাম কলকাতার বাজারে যা ছিল, এ সপ্তাহে দাম তার থেকে ৩০০ টাকা বেশি রয়েছে।

মঙ্গলবার কলকাতার বাজারে সোনার দর

পাকা সোনা বার (২৪ ক্যারাট) ৭৬ হাজার ৯০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)
পাকা সোনা বার (খুচরো) ৭৭ হাজার ২৫০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)
হলমার্কযুক্ত গয়না সোনা (২২ ক্যারাট) ৭৩ হাজার ৪৫০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)
রুপো (খুচরো) ৮৯ হাজার ৮৫০ টাকা (প্রতি কেজি)

তবে একটা কথা মাথায় রাখতেই হবে। বাজারে গেলে এই দরেই আপনি সোনা কিনতে পারবেন না। কারণ এই দরের সঙ্গে যোগ হবে জিএসটি এবং মেকিং চার্জ। জিএসটি ৩ শতাংশ নির্দিষ্ট হলেও বিপণি ভেদে মেকিং চার্জ আলাদা হতে পারে। তা যোগ করে যে দাম হবে, তা মিটিয়ে গয়না কিনবেন আপনি।

যদিও এই দর দেখে সোনার দামের বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রবণতা বুঝতে পারবেন। সেই অনুযায়ী কেনাকাটার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হবে।

চেকে 'ওনলি' না লিখলে হতে পারে সমস্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ব্যাঙ্কের কাজে পান থেকে চুন খসলেই সমস্যা। সামান্য একটা ভুলে হতে পারে বিরাট ক্ষতি। আটকে যেতে পারে আর্থিক লেনদেনও। সেই কারণে ব্যাঙ্কের কোনও কাজ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা দরকার।

নিয়মগুলি জানা না থাকলে চরম সমস্যায় পড়তে পারেন। এই যেমন চেকের নিয়ম। চেক লেখার সময় শুধু টাকার অঙ্ক লিখলেই চলে না, সঙ্গে লিখতে হয় বিশেষ কিছু শব্দ।

চেকে প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। টাকার অঙ্ক সংখ্যায় যেমন লেখা হয়, তেমনই অক্ষরেও লিখতে হয় সঠিক টাকার অঙ্ক। তবে এইটুকু লিখলেই হয় না। তারপর 'রুপিজ ওনলি'ও লিখতে হয়।

এই ওনলি শব্দ লেখার একটা তাৎপর্য আছে। চেকে টাকার অঙ্ক লেখার পর ওনলি লেখা হয়, যাতে সেই চেক থেকে অতিরিক্ত টাকা তুলে না নেওয়া যায়।

ধরুন আপনি ১ লাখ টাকা তুলবেন। শুধু ওয়ান লাখ রুপিজ লিখেছেন। অসৎ কোনও ব্যক্তি সেই রুপিজের পর ৯৯ থাউজেন্ড লিখে দিলেন। তাহলে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে অতিরিক্ত ৯৯ হাজার টাকা তুলে নিতে পারবে প্রতারকরা।

যদি চেকে টাকার অঙ্কের পিছনে ওনলি লেখা থাকে, তবে কেউ অতিরিক্ত টাকা তুলে নিতে পারবেন না চেক দিয়ে।

এটা ব্যাঙ্কের স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিউর। প্রতারণা রুখতেই এই নিয়ম অনুসরণ করা হয়। বর্তমানে অনলাইনে আর্থিক লেনদেন হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই এখনও চেকের প্রয়োজন পড়ে। তাই এই নিয়ম জেনে রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।